পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 10 Tuesday, 10 December, 2024 ✱ ৩০ বর্ষ, ১০ সংখ্যা ✱ ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, মঙ্গলবার, ১০ ডিসেম্বর, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

কাঁথির সমবায় ব্যাঙ্কের ভোটেও কেন্দ্রীয় বাহিনী, বড় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বরঃ এবার এ রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্ক নির্বাচনেও মোতায়েন থাকবে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী। এমনই নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। শুধু তাই, সুষ্ঠ ভোটের জন্য ভোটারদের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে বলেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৫ ডিসেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে সমবায় ব্যাঙ্কে নির্বাচন রয়েছে। সেই ভোটেই সংবেদনশীল বুথে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। বাংলার ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী নতুন কিছু নয়। বিধানসভা, লোকসভা থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত নির্বাচনেও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়। ১৫ ডিসেম্বর নির্বাচনের দিন পরীক্ষা থাকার কারণে পাঁচটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র পরিবর্তন করতে হয়েছে। যে এলাকায় নতুন ভোটগ্রহণ তৈরি কেন্দ্র করা হচ্ছে, সেখানে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির সম্ভাবনা রয়েছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে পাঁচটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চ। একইসঙ্গে নতুন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কো-অপারেটিভ ইলেকশন কমিশনকে পরিবহনের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্ক নির্বাচনে রাজ্যের সব ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে সিসিটিভি লাগানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে শীর্ষ আদালতের তরফে। সম্প্রতি তমলুক কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার ব্যাঙ্কের নির্বাচন ঘিরেও অশান্তি হয়েছে। নন্দীগ্রামে সমবায় নির্বাচনে জয়ের পরেই তৃণমূল কর্মীকে বাড়িতে ঢুকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

বাংলাদেশে হিন্দুরা নিরাপদ নয়, ঢাকার বৈঠকে সাফ জানিয়ে দিল ভারত

ঢাকা, ৯ ডিসেম্বরঃ বাংলাদেশে নিরাপদ নয় হিন্দুরা। তারা নিরাপত্তাহীনতার শিকার। সোমবার ঢাকার বৈঠকে সাফ বলেছেন ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব জসীম উদ্দিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে কড়া ভাষায় এই ব্যাপারে ভারতের অসন্তোষের কথা বলেছেন তিনি। বৈঠক শেষে সাংবাদিক বৈঠকেও ঘোষণা করেছেন হিন্দু নির্যাতনের ইস্যুতে ভারতের প্রতিবাদের কথা। মিস্রি জানান, সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে কথা হয়েছে দু'পক্ষের। বৈঠকে বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা নিয়ে ভারতের অসন্তোষের কথা বাংলাদেশ সরকারকে জানিয়েছেন। বিশেষ করে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উপর হামলার ঘটনায় ভারতের উদ্বেগের কথা জানানো হয় বাংলাদেশ সরকারকে। বিদেশ সচিব বলেন, ''বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যেতে নয়াদিল্লি বিশেষ আগ্রহী। বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিবর্তণ দু'দেশের সম্পর্কে ছাপ ফেলুক, চায় না ভারত।'' বাংলাদেশে ভারতের উন্নয়ন প্রকল্পগুলি চালু রাখা হবে বলে জানান তিনি। বিক্রম মিস্রি বলেন, ''দু দেশের মানুষের স্বার্থকে মর্যাদা দিয়ে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তাঁর কথায়, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির পরিবর্তনের কারণে দু দেশের সম্পর্কের অবনতির কোনও কারণ আছে বলে ভারত মনে করে না।'' আলোচনায় দু দেশের বাণিজ্য নিয়ে কথা হয়। ৫ আগস্টের পর ভারত বাংলাদেশিদের ভিসা দেওয়ায় কড়াকড়ি আরোপ করেছে। ভিসা দেওয়ায় ভারত অবস্থান বদলের আশ্বাস দিয়েছে কিনা জানা যায়নি।

'বাংলা দখলের কথা বলবেন, আমরা বসে ললিপপ খাব না'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ ডিসেম্বরঃ বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে গর্জে উঠেছে বাংলা। কলকাতা সহ একাধিক জায়গায় প্রতিবাদ হচ্ছে। এরই মাঝে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন সদস্য তথা বিএনপি নেতা বাংলা দখল করার মন্তব্য করেছিলেন। সোমবার বিধানসভায় সেই ইস্যুতে পাল্টা মন্তব্য করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, ''আমরা বসে ললিপপ খাব না।'' ওপার বাংলায় চলা অরাজক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ও হিন্দু সহ সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার জন্য শান্তি বাহিনী পাঠানোর প্রস্তাব আগেই দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে এটাও স্পষ্ট করেছেন, গোটা বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকার দেখছে এবং তাঁরাই ব্যবস্থা নেবে। তবে বাংলা দখলের প্রসঙ্গ যখন উঠেছে তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে প্রতিক্রিয়া দেবেন এটাই স্বাভাবিক। সোমবার বিধানসভায় বাংলাদেশ নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে কার্যত ওই বিএনপি নেতার মন্তব্যের জবাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ''বাংলা, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড দখল করবেন। আপনার সেই ক্ষমতা নেই। আর আমরা বসে ললিপপ খাব এটা ভাববেন না।'' মমতা এও জানান, ''আমরা অখণ্ড ভারতবর্ষের। বাংলাদেশের রাজনীতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক

বিধানসভায় বাংলাদেশ ইস্যুতে বললেন মুখ্যমন্ত্রী

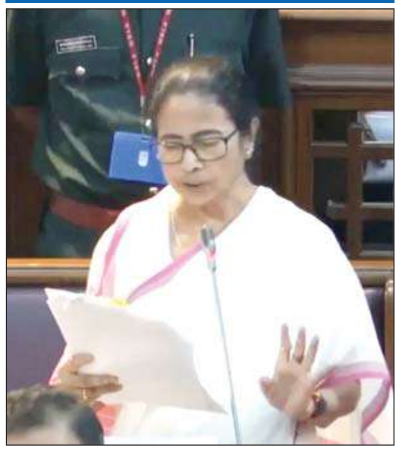

নেই।'' বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে নবান্নের কী অবস্থান, তা জানার ব্যাপারে দুই বাংলার মানুষেরই আগ্রহ রয়েছে। কারণ, বাংলাদেশ পড়শি রাষ্ট্র। দু'দেশের মধ্যে দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু লাগাতার আক্রমণ ও অত্যাচারের মুখে পড়লে পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী সমস্যা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। মমতা অবশ্য সোমবার বিধানসভায় জানিয়েছেন, ''অনেকে এখানে আসতে চাইছেন ওপার থেকে। কিন্তু সেটা বিএসএফ দেখছে। আমরা এই নিয়ে মন্তব্য করব না।'' মুখ্যমন্ত্রীর এও অনুরোধ, কেউ যেন কোনও প্ররোচনায় পা না দেন। উস্কানিমূলক কথাও কেউ না বলেন। এক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের একাংশ এবং পরোক্ষভাবে বিজেপিকে নিশানা করে মমতা বলেছেন, ''কয়েকটা মিডিয়া যা করছে তা যথাযথ নয়। এটা উত্তরপ্রদেশ নয় যে আপনাদের ব্যান করব। কিন্তু আবেদন করছি যথাযথ থাকুন। আর কিছু ফেক ভিডিও ভাইরাল করা হচ্ছে। একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল করছে। রাজনীতি করবেন না।'' প্রসঙ্গত, বিএনপি নেতার বক্তব্য ছিল, ভারত যদি চট্টগ্রাম দখল করতে চায়, তাহলে বাংলাদেশও বাংলা, ওড়িশা, বিহার দখল করে নেবে! তবে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে চট্টগ্রাম নিয়ে এমন কোনও মন্তব্য করা হয়নি। তাই ওই বিএনপি নেতার মন্তব্যে একদিকে যেমন ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে, অন্যদিকে কেউ কেউ বিষয়টিকে হাস্যকর বলেও উড়িয়ে দিয়েছেন।

এখনই মহুয়াকে নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না, পরিষ্কার করে জানিয়ে দিলেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ ডিসেম্বরঃ কৃষ্ণনগরের সাংসদ, তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছিলেন দলেরই নদিয়া জেলার পাঁচ বিধায়ক। তাঁদের অভিযোগ ছিল, জেলায় মহুয়া যেভাবে দল পরিচালনা করছেন তাতে তাঁদের পক্ষে সংগঠনের কাজ করা সম্ভব নয়। তাই জেলায় সংগঠনকে রক্ষা করতে হলে মহুয়াকে অবিলম্বে জেলা সভাপতির পদ থেকে সরানো হোক বলেও চিঠিতে লিখেন তাঁরা। মহুয়াকে সরানোর আর্জি জানিয়ে এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন পাঁচ বিধায়ক। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন এখনই মহুয়া নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না। এই বিষয়ে জেলাওয়ারী বৈঠকে আলোচনা হতে পারে। সোমবার নাকাশিপাড়া, পলাশিপাড়া, তেহট্ট, চাপড়া, কৃষ্ণনগর দক্ষিণের বিধায়করা দেখা করেন মমতার সঙ্গে। দলীয় সূত্রের খবর, সাংগঠনিক জেলা সভাপতি হিসেবে সম্প্রতি নদিয়ার ১৭৮ জন বুথ সভাপতি এবং ১৭ জন অঞ্চল সভাপতি পদে বদল এনেছেন মহুয়া। উজ্জ্বল বিশ্বাস, রুকবানুর রহমান, বিমলেন্দু সিংহ রায়দের অভিযোগ, এই রদবদলের বিষয়ে সাংগঠনিকস্তরে কোনও আলোচনা করেননি মহুয়া। উপরন্তু জেলায় যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই সব লোককেই মহুয়া পদে বসিয়েছেন। লোকসভা ভোটের সময় একাংশ বিধায়কের বিরুদ্ধে দলের হয়ে কাজ না করার অভিযোগে প্রকাশ্যে সরব হয়েছিলেন মহুয়া। তাঁর বিরুদ্ধেই জেলায় দলের সমান্তরাল সংগঠন চালানোর বড় অভিযোগ আনেন দলের পাঁচ বিধায়ক।

'মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন!' বাংলা দখলের ডাক নিয়ে ইউনুসকে তোপ রাজ্যের শাসক-বিরোধী শিবিরের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

সময় যত গড়াচ্ছে বাংলাদেশের পরিস্থিতি আরও উত্তাল হচ্ছে। ওপার বাংলার হিন্দুদের উপর চলছে লাগাতার অত্যাচার। যা নিয়ে সরব হয়েছে বিশ্বের একাধিক দেশ। প্রতিবেশী দেশ হওয়ার কারণে ভারতের মাথাব্যাথা সবচেয়ে বেশি। ওপার বাংলার সংখ্যালঘুদের উপর লাগাতার আক্রমণের প্রতিবাদে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। তবে শুধু ভারত সরকার বললে ভুল হবে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ। হিন্দুদের উপর অত্যাচার থামাতে ওপার বাংলার মহম্মদ ইউনুস সরকারের শেষ দেখে ছাড়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। যার পাল্টা বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন সদস্য তথা বিএনপি নেতা বাংলা দখলের ডাক দিয়েছিলেন। এবার সেই মন্তব্যের পাল্টা শাসক ও বিরোধী শিবিরে একই সুর শোনা গেল। সোমবারই বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাফ জানিয়েছিলেন, আমরা বসে ললিপপ খাব না। তবে গোটা বিষয়টাই কেন্দ্রীয় সরকার দেখছে। তবে বাংলা দখলের প্রসঙ্গ নিয়ে গর্জে উঠে মমতা বলেন, ''বাংলা, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড দখল করবেন। আপনার সেই ক্ষমতা নেই। আর আমরা বসে ললিপপ খাব এটা

ভাববেন না।'' মমতা আরও জানান, ''আমরা অখণ্ড ভারতবর্ষের। বাংলাদেশের রাজনীতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই।'' মুখ্যমন্ত্রীর এমন মন্তব্যের রেশ ধরে এদিন মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর জানান, ''বাংলাদেশের সরকার মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। ইন্দিরা গান্ধী যদি সহযোগিতা না করতেন বা তিনি যদি শেখ মুজিবরের পাশে না থাকতেন তাহলে পশ্চিম বাংলা থেকে পূর্ব বাংলা তৈরি হত না।'' কলকাতা চার ঘণ্টার মধ্যে দখল করা প্রসঙ্গে তৃণমূল বিধায়ক মনে করিয়ে দেন, ''কলকাতা কেন ওরা ৪০ দিনে সীমান্ত টুকুও টপকাতে পারবে না। আগে পেরিয়ে দেখাক তারপর তো কলকাতা দখলের প্রসঙ্গ। এসব পাগলের প্রলাপ। ভারত সরকারের বিদেশ সচিব বাংলাদেশে গেছেন। আশা করছি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। আমি চাই বাংলাদেশের সবাই শান্তিতে বসবাস করুন। সেই দায়িত্ব নিতে হবে বাংলাদেশ প্রশাসনকেই।'' তৃণমূল বিধায়কের সুরে সুর মিলিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি মনে করিয়ে দেন, ''বাংলাদেশের যারা এমন কথা বলছেন তারা মূর্খ ছাড়া কিছুই নয়। সংখ্যালঘুদের উপর এভাবে অত্যাচার একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না। আমাদের পাঁচ মিনিট লাগবে না বাংলাদেশকে স্তব্ধ করতে। মুখে বললেই হবে না কাজে করে দেখাতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশ আমাদের বন্ধু দেশ। ওখানকার সব পরিষেবা ভারত দেয়। সেই বাংলাদেশ ভারতকে অপমান করছে।'' একাধিক বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও ওপার বাংলার পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশের প্রশাসনের লাগাতার হুমকি উপেক্ষা করেও সংখ্যালঘুদের বাঁচাতে একজোট রাজ্যের শাসক-বিরোধী দুই শিবির। সোমবার একদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল বিধায়ক বাংলাদেশকে শবক শেখানোর কথা বললেন, একই পথে হাঁটলেন বিজেপির অগ্নিমিত্রা পালও। পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন কলকাতা দখলের পথ এতটা সহজ নয়। দিল্লি এখনও অনেক দূর।

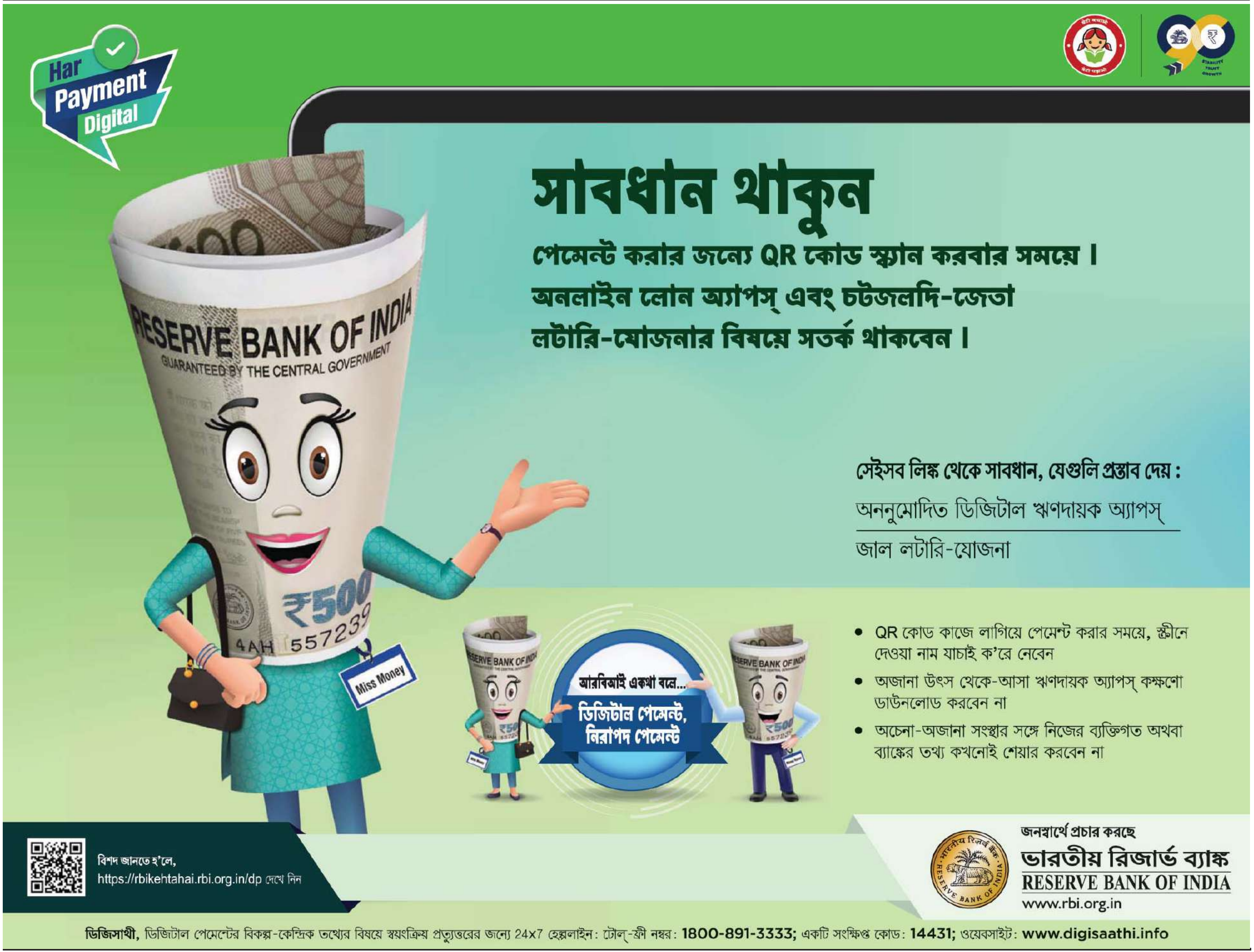

সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ বিরোধীদের দেখা নেই তৃণমূল ও সপা-র, লোকসভায় হইচই

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বরঃ একাধিক ইস্যুতে সংসদ চত্বরে আবারও বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন বিরোধীরা। সোমবার সকালে সংসদের অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে সংসদ ভবন চত্বরে কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন দলের সাংসদরা বিক্ষোভ দেখান। উপস্থিত ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, ডিএমকে-র কানিমোঝি প্রমুখ। তবে, এদিনও বিরোধীদের এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে দেখা যায়নি তৃণমূল কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টির সাংসদদের।এদিকে, সংসদের অধিবেশন শুরু হলেও, লোকসভায় বিভিন্ন ইস্যুতে হইচই করেন বিরোধীরা। তুমুল হহ হট্টগোলের কারণে দুপুর পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেন অধ্যক্ষ ওম বিড়লা।

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নৃশংসতা বন্ধ করতে হবেঃ সুকান্ত মজুমদার

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বরঃ বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নিপীড়ন নিয়ে ফের সরব হলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। সোমবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য সে দেশের পরিস্থিতির উন্নতি হওয়া উচিত। বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর যে নৃশংসতা চলছে তা বন্ধ হওয়া উচিত। কিছু মানুষ বাংলাদেশে হিংসাকে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করছে। অর্থনৈতিক টানাপোড়েন থেকে বেরিয়ে আসতে বাংলাদেশের প্রয়োজন ভারতের সমর্থন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি বলেছেন, ইন্ডি জোটকে তিনি নেতৃত্ব দিতেও প্রস্তুত। এ প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জোটের নেতৃত্ব দেবেন কি না, তাতে কিছু যায় আসে না। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই রাজ্যকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং যদি তাঁরা (ইন্ডি জোটের নেতারা) দেশকে ধ্বংস করতে চায় তাহলে তাঁকে জোটের নেতৃত্ব দিতে হবে।

বাংলাদেশ সরকারের উচিত হিন্দুদের সুরক্ষা দেওয়াঃশান্তনু ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশ সরকারের উচিত হিন্দুদের সুরক্ষা দেওয়া। সে দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে এই অনুরোধ জানালেন বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর। সোমবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শান্তনু ঠাকুর বলেছেন, বাংলাদেশে কী হবে তা আমরা বলতে পারব না, তবে আমাদের বিদেশ সচিব যিনি বাংলাদেশ সফর করছেন, তিনি দুই দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার সমাধান খুঁজে বের করবেন। আমি মনে করি, খুব শীঘ্রই একটি সমাধান হবে। বাংলাদেশ সরকারের উচিত হিন্দুদের সুরক্ষা দেওয়া। উল্লেখ্য, সোমবারই বাংলাদেশ সফরে গিয়েছেন ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি। তিনি নিজ সমকক্ষের সঙ্গে বৈঠকেও বসেছেন। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিদেশ সচিবের এই বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

আইনশৃঙ্খলা নিয়ে ফের কেন্দ্রকে তোপ কেজরির, প্রশ্ন করলেন অমিত শাহকে

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর ঃ দিল্লির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ফের কেন্দ্রকে আক্রমণ করলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি এবার সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে প্রশ্ন করেছেন। সোমবারই দিল্লির ৪০টির বেশি স্কুলে বোমা হুমকির মেল্ আসে। এরই প্রেক্ষিতে কেজরিওয়াল বলেছেন, এই বছর স্কুল, হাসপাতাল, কলেজ, শপিংমল এবং বিমানবন্দরে বোমা হামলার হুমকি পাওয়া গিয়েছে। দিল্লির মানুষ এর আগে কখনও এমন ঘটনা দেখেনি। অমিতশাহজি, দিল্লির মানুষ আপনার কাছে জানতে চায় যে দিল্লিতে সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য কী করা হচ্ছে?

বিশ্বের প্রতিটি বিনিয়োগকারী ভারতকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত ঃপ্রধানমন্ত্রী

জয়পুর, ৯ ডিসেম্বরঃ বিশ্বের প্রতিটি বিনিয়োগকারী ভারতকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সকালে রাজস্থানের জয়পুরে আয়োজিত রাইজিং রাজস্থান গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২৪-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ভারত যে উন্নয়ন করেছে - সংস্কার, পারফর্ম এবং ট্রান্সফর্মের মন্ত্রের মাধ্যমে, তা প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী

বলেছেন, এটি একটি প্রযুক্তি এবং ডেটা-চালিত শতাব্দী, ভারত গণতন্ত্র, জনসংখ্যা এবং ডেটার আসল শক্তি দেখাচ্ছে। কীভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তির গণতন্ত্রীকরণ সমাজের সমস্ত ক্ষেত্র এবং বিভাগকে উপকৃত করতে পারে তা ভারত দেখিয়েছে। ভারতের ইপিআই, ডিবিটি স্কিম এবং এই ধরনের অনেক প্ল্যাটফর্ম ডিজিটাল পরিকাঠামোর শক্তি দেখিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন ৩-দিন ব্যাপী রাইজিং রাজস্থান গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২৪-এর উদ্বোধন করেছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মাও উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর তত্ত্বাবধানে, নির্ধারিত দিনেই কন্টাই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের নির্বাচন, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর ঃ আংশিক কেন্দ্রীয় বাহিনীর তত্ত্বাবধানে, পূর্ব নির্ধারিত তারিখেই হবে কন্টাই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের নির্বাচন। সোমবার এই নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্তর ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের নির্দেশ, বুথগুলির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য বুথে থাকবে সিসিটিভি ক্যামেরাও।উল্লেখ্য, প্রায় তিন বছর কাঁথি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে পরিচালন কমিটি নেই। স্পেশাল অফিসার নিযোগ করেই আপাতত ব্যাঙ্ক চলছে। এই অবস্থায় ব্যাঙ্কে পরিচালন কমিটি গঠনের জন্য ভোটের দাবিতে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা হয়। সেই মামলায় উচ্চ আদালত ভোট করার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয়।আগামী ১৫ ডিসেম্বর কাঁথি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে ভোটাভুটি। সমবায় দফতরকে এর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতেও নির্দেশ দেওয়া হয়। ভোটার তালিকা প্রকাশ থেকে ভোটের বিজ্ঞপ্তি-সবটাই নির্ধারিত সময়ের

মধ্যে করার নির্দেশ ছিল। সেইমতো সমবায় দফতর রিটার্নিং অফিসার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করে যাবতীয় প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে.ব্যাঙ্কের ১০৮টি আসনের প্রতিনিধি নির্বাচন হওয়ার কথা ১৪টি নির্বাচনী কেন্দ্রে। ওই দিনই ভোট গণনা হওয়ার কথা। কাঁথির তিনটি স্কুলে পাঁচটি বুথ করার কথা ভাবা হয়। কিন্তু পরীক্ষা চলার কারণে নির্বাচন এবং গণনার জন্য বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ সেখানে ভোটকেন্দ্র খুলতে দিচ্ছিলেন না।ওইদিন সর্বভারতীয় স্তরের পরীক্ষা রয়েছে। ওই তিনটি স্কুল পরীক্ষাকেন্দ্র হওয়ায় নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। তার পরিবর্তে ওই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলি থেকে যথাক্রমে ৫০ মিটার, ১০০ মিটার, ৮০০ মিটার, ৩ কিলোমিটার ও ৭ কিলোমিটার দূরে পাঁচটি বুথ করার কথা হয়। এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে এগরার প্রাক্তন পুরপ্রধান শঙ্কর বেরা সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছিল, এ বারেও কি আইনি জটে আটকে যাবে কন্টাই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের নির্বাচন? কিন্তু এ দিন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সেই জট কাটল।সবপক্ষের সওয়াল জবাব শুনে আদালতের নির্দেশ, ভোটের দিন রাজ্য সরকার এবং সমবায় নির্বাচন দফতরকে নতুন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য পরিবহণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের জন্য ওই পাঁচটি ভোটগ্রহণ কেঃদ্রে আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করতে হবে। তৃতীয়ত, প্রত্যেকটি বুথে সিসি ক্যামেরার বন্দোবস্তও করতে হবে।লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনের নিরাপত্তায় বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন হয়েই থাকে। তবে সমবায় নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ যে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

কাজের স্বীকৃতি, ১১ ডিসেম্বর জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কার প্রদান করবেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ১১ ডিসেম্বর (বুধবার) নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কার প্রদান করবেন। এই বছর ১ লক্ষ ৯৪ হাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য থেকে বিভিন্ন বিভাগে পঞ্চায়েতগুলি ভালো কাজ করার জন্য মোট ৪৫টি পদ পুরস্কৃত করা হবে। তৃণমূলস্তর থেকে দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়নমূলক কাজের পরিচালনাকে স্বীকৃতি দিতেই এই পুরস্কার।যা আগামী দিনে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে। এই বছর ত্রিপুরা এবং ওড়িশা সর্বোচ্চ ৭-টি করে পুরস্কার পাচ্ছে। ত্রিপুরায় বিভিন্ন জেলা, ব্লক এবং পঞ্চায়েত মিলিয়ে মোট ১০ কোটি টাকা মূল্যের পুরস্কার পাবে। গোমতি জেলা দেশের সেরা জেলা পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে নানাজী দেশমুখ সর্বোত্তম পঞ্চায়েত সতত বিকাশ পুরস্কার পাবে।

ভারত বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করা উচিতঃকিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর ঃ কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের বিরুদ্ধে ফের সরব হলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তিনি বলেছেন, ভারত বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করা উচিত। সোমবার কিরেন রিজিজু বলেছেন, জর্জ সোরোস ইস্যু নিয়ে, পাবলিক ডোমেইনে যেসব রিপোর্ট এসেছে- অভিযোগগুলি গুরুতর। সাংসদ হোক অথবা সাধারণ মানুষ, সবাইকে দেশের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভারত-বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে

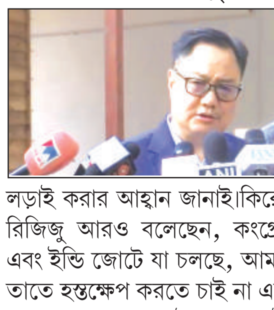

লড়াই করার আহ্বান জানাই।কিরেন রিজিজু আরও বলেছেন, কংগ্রেস এবং ইন্ডি জোটে যা চলছে, আমরা তাতে হস্তক্ষেপ করতে চাই না এবং আমাদের কোনও ইচ্ছাও নেই। তবে, আমি শুনেছি, ইন্ডি জোটের মধ্যে থাকা দলগুলি রাহুল গান্ধীর নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

রাজস্থান উদীয়মানের পাশাপাশি নির্ভরযোগ্যও ঃ প্রধানমন্ত্রী

জয়পুর, ৯ ডিসেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার রাজস্থানের জয়পুরে 'রাইজিং রাজস্থান গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট সামিট'-এর উদ্বোধন করেছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, রাজস্থান উদীয়মানের পাশাপাশি নির্ভরযোগ্যও। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, রাজস্থানও গ্রহণক্ষম এবং সময়ের সঙ্গে নিজেকে পরিমার্জিত করতে জানে। চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার নাম রাজস্থান। নতুন সুযোগ তৈরির নাম রাজস্থান।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, স্বাধীনতার পর পূর্ববর্তী সরকারগুলির অগ্রাধিকার ছিল না দেশের উন্নয়ন ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ। রাজস্থান এই উপেক্ষার ক্ষতি বহন করেছে। যাইহোক, এখন আমাদের সরকার 'বিকাশ ভি, বিরসাত ভি' মন্ত্র নিয়ে কাজ করছে এবং রাজস্থান এই পদ্ধতির সুফল পাচ্ছে। আর তাই এখন রাজস্থান উদীয়মানের পাশাপাশি নির্ভরযোগ্যও।

উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটার তালিকায় অনিয়মের অভিযোগ বিজেপির

হুগলি, ৯ ডিসেম্বর ঃ হুগলির উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটার তালিকায় অনিয়মের গুরুতর অভিযোগ আনলো বিজেপি। শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপি নেতা পঙ্কজ রায় সোমবার অভিযোগ করেন যে, উত্তরপাড়া বিধানসভার ভোটার তালিকায় এমন কিছু এলাকা রয়েছে যার বর্তমানে কোনও অস্তিত্বই নেই। অথচ সেই ঠিকানাতে এখনও অনেক ভোটারের নাম নথিভুক্ত রয়ে গেছে। তিনি এও বলেন, বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে একাধিকবার অভিযোগ জানানো হয়েছে। কিন্তু কেউ কোনও গুরুত্ব দেয়নি।পঙ্কজ রায় অভিযোগ জানিয়ে বলেন যে, উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে (১৮৫)-র ৭১ এবং ৭০ নম্বর অংশে (পার্ট)-এ এমন কিছু ঠিকানা রয়েছে যার বর্তমানে কোনও অস্তিত্বই নেই। সেসব জায়গায় বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছে। কোথাও তা মাঠ হয়ে রয়েছে, কোথাও বা ঘন জঙ্গল গড়ে উঠেছে। কেউ থাকে না সেখানে। অথচ সেই ঠিকানাতেই অনেক ভোটারের নাম নথিভুক্ত রয়েছে এখনও। তিনি বলেন, জানিনা কেন প্রশাসন এসব দেখছে না। যদিও এই খবর লেখা পর্যন্ত স্থানীয় প্রশাসনের তরফ থেকে এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মহারাষ্ট্র বিধানসভার অধ্যক্ষ হলেন রাহুল নারওয়েকার

মুম্বই, ৯ ডিসেম্বর ঃ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সোমবার মহারাষ্ট্র বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন বিজেপির রাহুল নারওয়েকার। তিনি মহারাষ্ট্রের কোলাবা বিধানসভা আসনের বিধায়ক এবং স্পিকার হিসাবে টানা দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব নিচ্ছেন। মহারাষ্ট্র বিধানসভার অধ্যক্ষ পদের জন্য রবিবার মনোনয়ন পেশ

বাংলার বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যগুলিতে মাটির প্রধান জৈব-নির্দেশক শনাক্তকরণে ভারতীয় প্রাণীতত্ত্ব সর্বেক্ষণের যুগান্তকারী সমীক্ষা

কলকাতা(পিআইবি),৯ডিসেম্বরঃ মাটির প্রধান জৈব উপাদান কেঁচো সুস্থ বাস্তুতন্ত্র বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পুষ্টিচক্র সচল রাখা, মাটির মধ্যে বায়ু চলাচল এবং মাটির গঠনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি ও গাছপালার বেড়ে ওঠায় এর অবদান অপরিসীম। সুস্থিত বাস্তুতন্ত্র অক্ষুণ্ণ রেখে দীর্ঘমেয়াদে তার সুস্বাস্থ্য কিভাবে বজায় রাখা যায়, মাটির গুণমান পরীক্ষা করে গবেষকরা তা বোঝার চেষ্টা করেন। ভারতীয় প্রাণীতত্ত্ব সর্বেক্ষণ-এর অধিকর্তা ডঃ ধৃতি ব্যানার্জি পশ্চিমবঙ্গের বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যগুলিতে কেঁচোর বিভিন্ন প্রজাতির স্থানিক বন্টন নিয়ে একটি গবেষণা শুরু করেছে। ভারতীয় প্রাণীতত্ত্ব সর্বেক্ষণ-এর গবেষক ডঃ শাকুর আহমেদ ২২ ধরনের প্রজাতির সন্ধান পেয়েছেন। এর মধ্যে রায়গঞ্জ অভয়ারণ্যে সবথেকে বেশি সংখ্যক প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। ডঃ এন মারিমুথু তাঁর বিশ্লেষণে নয়টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক প্রজাতির হদিশ পেয়েছেন। রায়গঞ্জ ছাড়া সব অভয়ারণ্যেই নির্দেশক হিসেবে অন্তত একটি করে বিদেশি প্রজাতির সন্ধান মিলেছে। পাখিদের বাসা বাঁধার স্থান হিসেবে পরিচিত রায়গঞ্জে নির্দেশক হিসেবে ইউটিফোস নিকোলসোনি নামে স্থানীয় প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। ফ্রন্টিয়ার্স ইন ইকলজি অ্যান্ড এভোলিউশন-এ প্রকাশিত এইসব তথ্য থেকে আমরা কেঁচোর প্রজাতিগত বৈচিত্র্য এবং অভয়ারণ্যগুলিতে বাস্তুতন্ত্র বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারি। কেঁচো ক্ষয়ে যাওয়া জৈব পদার্থ গ্রহণ করে, তা হজম করে এবং পুষ্টি সমৃদ্ধ ভার্মিকাস্ট নিঃসরণ করে। পুষ্টি ও উপকারী জীবাণু সমৃদ্ধ এই প্রাকৃতিক সার মাটির স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়, উদ্ভিদের বিকাশে সহায়ক হয় এবং রাসায়নিক সারের চমকার বিকল্প হিসেবে কাজ করে। ভার্মিকম্পোস্টিং-এ জৈব বর্জ্যের পচন ত্বরান্বিত করতে কেঁচোকে ব্যবহার করা হয়। ভুভ্রকেঁচোর বিভিন্ন প্রজাতির স্থানিক বন্টন বিশ্লেষণের জন্য ভারতীয় প্রাণীতত্ত্ব সর্বেক্ষণ-এর উদ্যোগে বল্লভপুর, বেথুয়া ডহরি, বিভূতিভূষণ, রায়গঞ্জ কুলিক এবং রমনাবাগান বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে সমীক্ষা চালানো হয়। ডঃ শাকুর আহমেদ ১২টি বংশ এবং ছ'টি পরিবারের মোট ২২ ধরনের প্রজাতি শনাক্ত করেন। সবথেকে বেশি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে রায়গঞ্জ অভয়ারণ্যে (১৫)। এরপরে রয়েছে বেথুয়া ডহরি (১৪), বল্লভপুর (১১), বিভূতিভূষণ (১০) এবং রমনাবাগান (৮)। নির্দেশক প্রজাতি বিশ্লেষণে ২২টির মধ্যে ৯টি প্রজাতিকে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই কাজটি করেন ভারতীয় প্রাণীতত্ত্ব সর্বেক্ষণ-এর বিজ্ঞানী এবং জেনারেল নন-করডাটা সেকশনের ভারপ্রাপ্ত ডঃ এন মারিমুথু। এই ৯টি প্রজাতির মধ্যে তিনটি প্রজাতি বেথুয়া ডহরি, দুটি করে প্রজাতি বল্লভপুর ও রমনাবাগান এবং একটি করে প্রজাতি রায়গঞ্জ ও বিভূতিভূষণ অভয়ারণ্য থেকে পাওয়া গেছে।ভুভ্ররায়গঞ্জ ছাড়া অন্য সব অভয়ারণ্যে নির্দেশক হিসেবে অন্তত একটি করে বিদেশি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। বিভূতিভূষণের ক্ষেত্রে এটি হল মেটাফায়ার পসথুমা, বেথুয়া ডহরির ক্ষেত্রে অ্যামিথাস আলেকজান্দ্রি, বল্লভপুরের ক্ষেত্রে ডিকোগাস্টার অ্যাফিনিস এবং রমনাবাগানের ক্ষেত্রে পোন্টো সকোলেক্স কর্থারাস।লক্ষ্য করার বিষয় হল, রায়গঞ্জে নির্দেশক হিসেবে যে একটিমাত্র স্থানীয় প্রজাতির সন্ধান মিলেছে তা হল, ইউটিফোস নিকলসোনি। এখানে আরও বেশ কিছু প্রজাতিও রয়েছে। এই স্থানটি পাখিদের বাসা বাঁধার স্থান হিসেবেও পরিচিত। সম্পূর্ণ গবেষণার ফলাফল সায়েন্স সাইটেশন ইন্ডেক্স (এসসিআই) - ফ্রন্টিয়ার্স ইন ইকলজি অ্যান্ড এভোলিউশন-এ প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় প্রাণীতত্ত্ব সর্বেক্ষণ-এর অধিকর্তা ডঃ ধৃতি ব্যানার্জি ভার্মিকালচারের জন্য স্থানীয় প্রজাতির কেঁচো খুঁজে বের করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। বিদেশি প্রজাতিগুলিকে প্রায়শই ব্যবহার করা হলেও, স্থানীয় প্রজাতির ওপর জোর দেওয়া হলে কৃষি বাস্তুতন্ত্রের ওপর বহিরাগত প্রভাব প্রতিরোধ করা যাবে বলে তিনি মনে করেন।

জন্মদিনে সোনিয়াকে শুভেচ্ছা মোদী ও খাড়গের, দীর্ঘায়ু ও সুস্থতার জন্য করলেন প্রার্থনা

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর ঃ প্রতিবছরের মতো এবারও অন্যথা হল না। জন্মদিনে কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সোনিয়া গান্ধীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোনিয়া গান্ধীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও। উভয়েই সোনিয়ার দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করেছেন।প্রধানমন্ত্রী মোদী সোমবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক বার্তায় লিখেছেন, জন্মদিনে সোনিয়া গান্ধীজিকে শুভেচ্ছা। আপনার দীর্ঘায়ু ও সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করছি। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এদিন সকালে সোনিয়ার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

২০ ডিসেম্বর রাজ্যসভা উপনির্বাচন, তিনটি রাজ্যে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যসভার ৬টি খালি আসনে ভোট হবে আগামী ২০ ডিসেম্বর, ওই দিনই ফল ঘোষণা হবে। সোমবার রাজ্যসভা উপনির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের নামের তালিকা প্রকাশ করল বিজেপি। এদিন অন্ধ্রপ্রদেশ, হরিয়ানা ও ও।শা থেকে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি। অন্ধ্রপ্রদেশে প্রার্থী করা হয়েছে রায়াগা কৃষ্ণাইয়াকে, হরিয়ানার প্রার্থী রেখা শর্মা এবং ওড়িশার প্রার্থী সুজিত কুমার।উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ থেকে জহর সরকার ইস্তফা দেওয়ায় রাজ্যসভার একটি আসন খালি হয়ে পড়ে, এছাড়াও অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে ভেঙ্কটারমনা রাও মোপিদেবী ও বি এম রাও যাদব ইস্তফা দিয়েছিলেন, ওডিশা থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন সুজিত কুমার এবং হরিয়ানা থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন কিশান লাল পানওয়ার।

পশ্চিমবঙ্গ খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে, মুর্শিদাবাদ-কাণ্ডে অমিত মালব্যর তোপ

কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গ ভয়াবহ সংকটের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। মুর্শিদাবাদে বিস্ফোরণের প্রেক্ষিতে সোমবার এক্সবার্তায় এই মন্তব্য করেছেন বিজেপি-রপশ্চিমবঙ্গের সহ-পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য।তিনি লিখেছেন, গত রাতে মুর্শিদাবাদে সাকিরুল, মোস্তাকিন এবং মামুন মোল্লা- এই তিন ব্যক্তি বোমা তৈরির সময় প্রাণ হারান।উদ্বেগজনকভাবে, এই ধরনের ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্ন নয়। খেজুরি থেকে বর্ধমান পর্যন্ত, রাজ্য জুড়ে বোমা তৈরির অভিযান বিস্তৃত হয়েছে। এতে উদ্বেগ ছ।য়েছে। এই সব কাজে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে যোগসূত্র মিলছে বেশি। তাদের সঙ্গে নির্বাচনের সময় ক্ষমতাসীন টিএমসি-র সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক ছিল।এই বিপজ্জনক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আগে জরুরি হস্তক্ষেপের দাবি রাখে। পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমন একটি রাজ্যের তত্ত্বাবধান করেন যেখানে এই অবৈধ এবং হিংসাত্মক শিল্প বিকাশিত হচ্ছে। এসবের সাথে জড়িতরা টিএমসি-র পক্ষে মুসলিম ভোট একত্রিত করার জন্য কাজ করে। এই ক্রমবর্ধমান হুমকি মোকাবিলা করা আবশ্যিক। জবাবদিহিও অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

জনগণ নয়, আদানির জন্য কাজ করছে এই সরকার ঃসঞ্জয় রাউত

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর ঃ আদানি ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ফের আক্রমণ শানালেন উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের নেতা সঞ্জয় রাউত। সোমবার সঞ্জয় রাউত বলেছেন, জনগণ নয়, আদানির জন্য কাজ করছে এই সরকার।সোমবার সকালে দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, বিজেপি ক্ষমতায় থাকা পর্যন্ত আদানি ইস্যু উত্থাপিত হবে। সরকার আদানির জন্য কাজ করছে, জনগণের জন্য নয়। তাঁরা শুধু আদানিকে সুবিধা দিতে চায়। আমরা সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ করছি এবং সংসদেও আদানি ইস্যুটি উত্থাপন করব।

নদীর ধার থেকে উদ্ধার যুবকের মৃতদেহ

প্রয়াগরাজ, ৯ ডিসেম্বর ঃ সোমবার সকালে উত্তর প্রদেশের লীলাপুরে এক যুবকের রক্তাক্ত দেহ দেখতে পাওয়া যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। ওই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে তারা। পৌঁছয় ফরেনসিক দলও। সন্দেহ করা হচ্ছে, যুবককে হত্যা করা হয়েছে।গঙ্গানগরের পুলিশ আধিকারিক কুলদীপ সিং গুণওয়াত জানিয়েছেন, সোমবার লীলাপুর গ্রামের কাছে গঙ্গার তীরে এক যুবকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে নিহতের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। তার মুখে ও শরীরে আঘাতের চিহ্ন আছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হচ্ছে। পাশাপাশি তার পরিচয় জানারও চেষ্টা করছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে এটি একটি হত্যাকাণ্ড বলেই মনে করা হচ্ছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আজ কিংবদন্তি বিশ্বনাথন আনন্দের ৫৫-তম জন্মদিন

কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর ঃ বিশ্বনাথন আনন্দ একজন ভারতীয় দাবা গ্র্যান্ড মাস্টার। ১৯৯৪ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বের সেরা ৩ ধ্রুপদী দাবাড়ুর একজন। মঙ্গলবার এই কিংবদন্তি দাবাড়ু ৫৫ বছর বয়সে পা দেবেন। তাঁর দুই দশকের কেরিয়ার জুড়েই রয়েছে রেকর্ডের ছড়াছড়ি ।এই বিস্ময়কর দাবাড়ু মাত্র ১৪ বছর বয়সেই জাতীয় সাব জুনিয়ার দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ জেতেন। ১৬ বছর বয়সে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হন। তিনিই প্রথম ভারতীয় দাবাড়ু যিনি বিশ্ব জুনিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপ জেতেন। পাঁচ বছর ২০০০, ২০০৭, ২০০৮, ২০১০ ও ২০১২ সালে বিশ্ব দাবায় চ্যাম্পিয়ন হন।তাঁর এই কৃতিত্বের জন্য ১৯৯৭, ১৯৯৮, ২০০৩ ও ২০০৪ এই ৪ বছর দাবার অস্কার জিতেছেন আনন্দ যা আজও রেকর্ড ড বিশ্ব দাবা ফেডারেশন ১৯৯৮

সালে বিশ্বনাথন আনন্দকে প্রথম ভারতীয় গ্র্যান্ড মাস্টার ঘোষণা করে।এফআইডিই রেটিং লিস্ট অনুযায়ী মাত্র ৬ জন অ্যাথলিটই ২৮০০ পয়েন্টের গণ্ডি পার করেছেন যার মধ্যে আনন্দ অন্যতম। ২০০৩ সালে চতুর্থ অ্যাথলিট হিসেবে তিনি এই কৃতিত্ব অর্জন করেন।দাবায় তাঁর এই অসামান্য কৃতিত্বের জন্য ভারত সরকার তাঁকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান পদ্মবিভূষণ এ সম্মানিত করেন ২০০৮ সালে। তিনি ও শচীন তেন্ডুলকর যুগ্মভাবে প্রথমবার কোনো ক্রীড়াবিদ হিসেবে এই সম্মান পান।

আর জি কর নিয়ে ফের তপ্ত কটাক্ষ কুণালের

কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর ঃ আর জি কর হাসপাতাল প্রসঙ্গে ফের মন্তব্য করলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। সোমবার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে আন্দোলনকারীদের একহাত নিলেন তিনি।কুণালের অভিযোগ, 'কপিতয় মিথ্যাবাদী ধান্দাবাজ আরজি কর নিয়ে পোস্ট করছেন। সোশ্যাল মিডিয়ার সুযোগ নিয়ে ব্যক্তিস্বার্থে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে প্রচার করা এদের নেশায় দাঁড়িয়েছে।'তবে তাঁর নিশানায় কারা সে কথা স্পষ্ট করে পোস্টে উল্লেখ না করলেও কুণাল মনে করিয়ে দিয়েছেন, ' ঘন্টার মধ্যে ধর্ষণ ও খুনের আসল লোকটিকে গ্রেফতার করেছিল কলকাতা পুলিশ। আর জি করের তদন্তভার যদি তাঁদের হাতে থাকত, তাহলে এতদিনে কুলতলির মত ফাঁসির সাজা ঘোষণা হয়ে যেত। এই অতিবিপ্লবী বা মেকি বিপ্লবীরাই কোর্ট থেকে সিবিআই এনেছে। তদন্ত, চার্জশিট, চার্জফ্রেম হয়েছে। আদালতে রোজ বিচারের সাক্ষ্য, শুনানি চলছে। সুপ্রিম কোর্ট নজরদারি করছেন। সেখানেও ভুয়ো বিপ্লবীদের আইনজীবীরা রয়েছেন। কোথাও কোনো ফাঁক নেই। বিচার চলছে।'

আবহাওয়া

অবশেষে সুখবর শোনালো আলিপুর আবহাওয়ার দফতর। ১১ ডিসেম্বর, বুধবার থেকেই পারদ-পতনের সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। বুধবারের পর থেকেই ধীরে ধীরে নামবে তাপমাত্রার পারদ। দার্জিলিঙে আগামী কয়েক দিন আবার তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৯ ডিগ্রি কম।। ।জোয়ার-সকাল ৯ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ০৭টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল ৭ টা৫০মনিট এবং রাত ২ টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০৫ মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫০মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

২৪ অগ্রহায়ন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার, ইংরেজীঃ১০ ডিসেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ২৫ অগ্রহায়ন, চান্দ্রঃ ১০ নারায়ন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৫ অগ্রহায়ন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৯ অগ্রহায়ন ১৯৪৬, মৈতৈঃ১০ পোইনু, আসামঃ২৪ অঘোন, মুসলিমঃ৮-জমাদিউস-সানি-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ০৮ঃ২৮ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৫০ঃ০০।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১২ঃ৪৮ঃ৩০(১০) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০১ঃ৩৪ঃ১৬(১০)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ দশমী (পূর্ণা) শেষ রাত্রি ঘ ০১ঃ০৮ঃ৪৩ দং ৪৭২৮৫০ পর্যন্তনক্ষত্রঃ উত্তরভাদ্রপদ সকাল ঘ ১১ঃ৪৫ঃ৫৬ দং ১৪৩২৫ পর্যন্ত পরে রেবতী কাল ঘ ১০ঃ০৫ঃ২৯ দং ৯৫০৪৫ পর্যন্ত পরে অশ্বিনীকরণঃতৈতিল বিকাল ঘ ০২ঃ১৯ঃ৩৯ দং ২০২৭৪২.৫ পর্যন্ত পরে গর শেষ রাত্রি ঘ ০১ঃ০৮ঃ৪৩ দং ৪৭২৮৫০ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃব্যতীপাত রাত্রিঃ০৯ঃ০১ঃ০২ দং ৩৭১১১০ পর্যন্ত পরে বরীয়ানঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ০৮ঃ৩৪ থেকে - ০৬ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৩৪ঃ০৬ থেকে - ১১ঃ০৭ঃ৫৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৯ঃ৪৭ থেকে - ০৮ঃ২৩ঃ০১ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ১৬ঃ১৫ থেকে - ১১ঃ৫৫ঃ৫৭ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৪২ঃ২৪ থেকে - ০৩ঃ২৮ঃ৫২ পর্যন্ত, তারপর ০৫ঃ১৫ঃ২০ থেকে - ০৬ঃ০৮ঃ৩৪ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃরাত্রি ০৪ঃ৫০ঃ০৫ থেকে - ০৭ঃ২৯ঃ৪৭ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ১২ঃ৩৩ঃ২৯ থেকে - ০১ঃ১৬ঃ১৫ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ১১ঃ৫৫ঃ৫৭ থেকে - ১২ঃ৪৯ঃ১০ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ২৮ঃ৪৫ থেকে - ০৮ঃ৪৮ঃ৫৭ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১২ঃ৪৯ঃ৩১ থেকে - ০২ঃ০৯ঃ৪৩ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৬ঃ২৯ঃ৫৪ থেকে - ০৮ঃ০৯ঃ৪৩ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৭২৪৪৮১৭ (১৮) ৩ পদচন্দ্রঃ ১১২৬৪৬১৬ (২৭) ৪ পদমঙ্গলঃ৩১০৪৮৩০ (৮) ৩ পদবুধঃ৭১০৩৭১১ (১৭) ৩ পদবৃহস্পতিঃ১২২৪১৫২ (৪) ৪ পদশুক্রঃ৯৯২২৯ (২১) ৪ পদশনিঃ ১০১৫৫৩১৫ (২৪) ৩ পদরাহুঃ ১১১০৪১৪৬ (২৬) ৩ পদকেতুঃ ৫১০৪১৪৬ (১৩) ১ পদবুধ বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃবৃশ্চিক রাশি সকাল ০৬ঃ৩৫ঃ২৫ পর্যন্ত। ধনু রাশি সকাল ০৮ঃ৪০ঃ৪৩ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ১০ঃ২৭ঃ৩৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ১২ঃ০১ঃ০০ পর্যন্ত। মীন রাশি দুপুর ০১ঃ৩২ঃ০৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০৩ঃ১২ঃ৩৯ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৫ঃ১১ঃ০১ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৭ঃ২৪ঃ২০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্র ০৯ঃ৪০ঃ০৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ১১ঃ৫১ঃ২৪ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ০১ঃ৩৫ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ১৫ঃ৪৬ পর্যন্ত।

উত্তর দমদম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারে বিশরপাড়ায় শীতবস্ত্র কম্বল বিলি

দুরন্ত বার্তা, বিশরপাড়া, ৯ ডিসেম্বর ঃ উত্তর দমদম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এন্ড সেলফ হেল্প অর্গানাইজেশনের ২৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সোমবার বিকেলে ৬নং রেলগেটে সংস্থার নিজস্ব কার্যালয়ে কল্যাণ ভবনে অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের প্রীতি শীতবস্ত্র কম্বল উপহার প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ অচিন্ত্য রঞ্জন দাস, শিক্ষিকা তন্দ্রা দাস, বিশরপাড়া নবজীবন বিদ্যামন্দির বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়,ডাঃ তপতী পুরকায়স্থ, অধ্যাপক ডঃ অংশুমান ভট্টাচার্য, সংস্থার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক মানস চন্দ, সংস্থার সভাপতি নির্মল সরকার,সম্পাদক অনুতোষ সেনগুপ্ত প্রমুখ। এদিন সকালে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন সংস্থার সভাপতি। ছিলেন অন্যান্য প্রবীণ সদস্যরা। শুরুতে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন সংগীত শিল্পী রনজিৎ আচার্য। এদিন পঞ্চাশ জন অসহায় মানুষের হাতে প্রীতি শীতবস্ত্র কম্বল উপহার প্রদান করা হয়।

১১ ডিসেম্বর থেকেই পারদ-পতন, সুখবর শোনালো আবহাওয়া দফতর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর ঃ অবশেষে সুখবর শোনালো আলিপুর আবহাওয়ার দফতর। ১১ ডিসেম্বর, বুধবার থেকেই পারদ-পতনের সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। বুধবারের পর থেকেই ধীরে ধীরে নামবে তাপমাত্রার পারদ। দার্জিলিঙে আগামী কয়েক দিন আবার তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৯ ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাপমাত্রার বিশেষ কোনও তারতম্য না হলেও, বুধবারের পর থেকেই কমবে তাপমাত্রা। কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। জাঁকিয়ে শীত পড়তে পারে পশ্চিমের জেলাগুলিতে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে।

রান্না করতে গিয়ে দুর্ঘটনা, বেলুড়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মহিলার মৃত্যু

রান্না করতে গিয়ে দুর্ঘটনা, বেলুড়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মহিলার মৃত্যু। হাওড়ার বেলুড়ে রান্না করতে গিয়ে গ্যাসের আগুন থেকে অগ্নিদগ্ধ হয়ে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে বেলুড়ের গিরিশ ঘোষ রোডে। পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার ওই মহিলার ঘুসুড়ির টি এন জয়সোয়াল হাসপাতালে মৃত্যু হয়। ঘটনাটি ঘটেছিল এর একদিন আগে। মৃতার নাম ছায়া রানী সিং (৫৭)। বাড়িতে রান্না করার সময় কোনওভাবে অসাবধানতার কারণে তাঁর কাপড়ে আগুন ধরে যায়। তিনি অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সেখানেই রবিবার তাঁর মৃত্যু হয়।

আবাস যোজনায় ঘর না পাওয়ার প্রতিবাদে ডোমজুড়ে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৯ ডিসেম্বর ঃ এবার আবাস যোজনায় ঘর না পাওয়ার প্রতিবাদে এবং পানীয় জল ও নিকাশির দাবিতে হাওড়ার ডোমজুড়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ হলো। সোমবার ডোমজুড়ের সলপ-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ডাঁসি ডাঁসপাড়া পোলধার এলাকায় ওই বিক্ষোভ হয়। এলাকায় দীর্ঘদিনের পানীয় জল ও ড্রেনের সমস্যা এবং আবাস যোজনার ঘর না পাওয়াকে কেন্দ্র করে এদিন পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় ডোমজুড় থানার পুলিশ। পুলিশ এসে গ্রামবাসীদের আশ্বাস দিলে তারপর অবরোধ ওঠে। তবে বেশ কিছুক্ষণ অবরোধের জেরে এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়।

বন্ধ ও বেহাল অবস্থায় থাকা নিতাড়া গ্রাম্য পাঠাগারটি চালু হলো

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৯ ডিসেম্বর ঃ বই পড়ার অভ্যাস হারিয়ে যাচ্ছে বর্তমানে। তাঁর ওপর দক্ষিন ২৪ পরগনার বহু লাইব্রেরী বন্ধ হয়ে পড়ে আছে কর্মীর অভাবে। কোথায় কোথাও সপ্তাহে একদিন বা মাসে দুদিন খোলে এই লাইব্রেরী। আর ভগ্ন অবস্থা থাকা এক লাইব্রেরী দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকার পর লাইব্রেরিয়ান নিয়োগে আবার খোলা হলো। ১৯৪২ সালে স্থানীয় মানুষদের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল ডায়মন্ডহারবার মহকুমার নিতাড়া গ্রাম্য পাঠাগার। স্থানীযদের দাবি দীর্ঘদিন পাঠাগারটি বেহাল অবস্থায় পড়েছিল। এখন যে পাঠাগারটি খুব ভাল অবস্থায় রয়েছে তা নয়, ভবনের অবস্থা বেহাল। বইয়ের র‍্যাকগুলি ভেঙে পড়ে রয়েছে যততত্র। ফাটা ছাদ দিয়ে জল পড়ে নষ্ট হচছে দুস্প্রাপ্য মূল্যবান বই। পাঠকের সংখ্যাও কমেছে। আর এই পাঠাগারের নতুন ভবন করার দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। এই পাঠাগারে সদ্য কাজে যোগ দেওয়া লাইব্রেরীয়ান রূপ মঞ্জরি দাস বলেন, ২০১৬ সাল থেকে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ না হওয়ায় পুরোপুরি বন্ধ ছিল নিতাড়া গ্রাম্য পাঠাগারটি। গত এক মাস আগে যোগদান করেন তিনি। এলাকার মানুষ জন বইপ্রেমী অনেকেই আসেন বই নিতে। তবে পাঠাগারের এমন বেহাল দশাতে কমেছে পাঠক ও। এক স্থানীয় বাসিন্দা জানান, ১৯৪২ সালে গ্রাম বাসীদের উদ্যোগে চালু হয় নিতাড়া গ্রাম্য পাঠাগার। পরে ১৯৮২ সালে সরকারি অনুমোদন পায় পাঠাগারটি। সম্প্রতি এক জন লাইব্রেরীয়ান এসেছেন। আর যার জেরে নতুন করে আসায় বুক বাঁধছেন স্থানীয়রা। দ্রুত এই লাইব্রেরিটির পরিকাঠামোগত উন্নযন হোক এটাই চাইছেন স্থানীয়রা। এব্যাপারে ডায়মন্ড হারবারের মহকুমা শাসক অঞ্জন ঘোষ বলেন, দীর্ঘদিন কর্মীর অভাবে বন্ধ ছিলো ঐ লাইব্রেরীটি। বর্তমানে লাইব্রেরীয়ান নিয়োগে আবার চালু হয়েছে। আর ঐ লাইব্রেরীর ভবন সহ একাধিক বিষয় গুলো দেখা হচ্ছে।

বৈকুন্ঠপুরে আবার বাঘের পায়ের ছাপ দেখাকে ঘিরে আতঙ্কিত গ্রামবাসী

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি, ৯ ডিসেম্বর ঃ সারা বছরই বাঘের আতঙ্কে দিন কাটে সুন্দরবনের কুলতলি মৈপীঠ উপকূল এলাকার নদী তীরবর্তী এলাকার কয়েক হাজার মানুষের। শীত পড়তেই বাঘের আতঙ্ক বাড়ে এই সব

এলাকায়। গত শুক্রবারের পর আবার সোমবার সকালে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছে মৈপীঠ বৈকুন্ঠপুর ৬ নং এলাকার মানুষজন বলে জানা গেল। বন দপ্তরের রায়দীঘি রেঞ্জের অধীন নলগোড়া বিট অফিসের অন্তর্গত বৈকুঃঠপুর ৬ নং এলাকার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে মাতলার শাখা নদী। আর এই এলাকায় গত দুই বছর আগে জগন্নাথ নায়েকের বা।রি গরু মেরে চলে গিয়েছিল একটি বাঘ। গ্রামবাসীরা বলেন,সেই ঘটনার পরে আমরা দরখাস্ত লিখে দিয়ে এসেছিলাম বন দপ্তরে। কিন্তু ক্ষতি পূরনের টাকা পেয়েছি মাত্র ৮ হাজার টাকা অথচ গরুটির মূল্য ছিলো ২০ হাজার টাকা। তাঁরা এও অভিযোগ করেন, আমাদের নিয়ে জাল ঘেরার কাজ করিয়ে নিয়ে ছিল বন দফতর,বলেছিল ৪০০ টাকা করে মজুরি দেওয়া হবে আজ ও সেই টাকা দেওয়া হয়নি। মৈপীঠ বৈকুন্ঠপুর ৬ নং এলাকার বিস্তীর্ণ এলাকার নদী বাঁধ এলাকা ফেনসিং জাল দিয়ে ঘেরা নেই। পুরোপুরি অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আর শীতের সময় রোদ পোয়াতে বাঘ ঘনঘন জঙ্গল থেকে লোকালয়ের কাছে চলে আসছে জাল না থাকায়। ফলে আতঙ্কিত এই সব এলাকার মানুষজন। স্থানীয় বাসিন্দা সত্যরঞ্জন পাত্র বলেন,আমাদের নদী বাঁধ সংলগ্ন ৬ নং এলাকায় এখনো বিদ্যুৎ নেই। তাঁর ওপর জঙ্গলের ধাঁর জালহীন, ফলে গত শুক্রবারের পর সোমবার সকালে আবার আমরা তিনটি জায়গায় বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছি। বন দপ্তরে খবর দেওয়ার পরে নলগোড়া বিট অফিসের কর্মীরা এসে দেখে গেছে।গত দুবছর আগে এই এলাকায় চারদিন বাঘ এলাকা ছেড়ে বার হয়নি। ঘনঘন এই এলাকায় বাঘ ঢোকার পরে ও বন দফতরের কোনো হুঁশ নেই। আমরা জীবন হাতে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বাস করছি। বাঘে আক্রান্ত দের পাশে থেকে দীর্ঘ দিন কাজ করে চলেছে মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর। তাদের উদ্যোগেই ইতিমধ্যে হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে কয়েক জন বাঘের কামড়ে মৃতের পরিবারের হাতে ক্ষতি পূরণ তুলে দিয়েছে বন দফতর। আর বৈকুন্ঠ পুর ৬ নং এলাকার মানুষদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এপিডি আর। সোমবার সন্ধ্যায় ঐ এলাকার আতঙ্কিত মানুষ দের নিয়ে বৈঠক করেন এপিডিআর।এব্যাপারে গ্রাম বাসীরা বলেন,বাঘটি লোকালয় জঙ্গল থেকে চলে গেছে কি তার কোন বিশ্বাস নেই। আতঙ্কে কাটছে আমাদের। রাস্তায় আলোও নেই সন্ধ্যা হলে বাড়িতে সবাই ছিটকি দিচ্ছি আমরা। বনদপ্তরের কর্মীরা পালা করে টহলও দেয়না। নদীতে গেলে কি ভাবে আমাদের নৌকা কেড়ে নিয়ে ফাইন করতে হয়সেটা ভালোই রপ্ত করেছে তাঁরা। আমরা চাই বনদফতর দ্রুত ফেনসিং জাল দিয়ে পুরো এলাকাটা ঘিরে দিক। এবং নিয়মিত বন পাহারা দিক। আমাদের সাথে ভালো আচরণ করুক এবং সর্বপরি আমাদের এলাকায় বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা করা হোক। এপিডিআরের দঃ২৪ পরগনা জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল এদিন বলেন, বার বার একই এলাকায় বাঘ ঢুকছে অথচ এই সব এলাকা অরক্ষিত।বন দফতরের এরকম গা ছাড়া মনোভাব কেন।আমরা এই সব গ্রামের তাদের প্রাপ্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে আন্দোলন করে চলেছি। আমরা চাই বনদফতর দ্রুত গ্রামবাসীদের সমস্যা মেটাক। নহলে আমরা লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাব। বন দপ্তরের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ বিষয়ে বন দফতরের রায়দীঘি রেঞ্জার শুভায়ু সাহা এদিন বলেন, কুলতলির মৈপীঠ বৈকুন্ঠ পুর ৬ নং এলাকায় গ্রাম বাসীরা যে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছে বলছেন সেটা এ দিনের নয় আরো আগের। শুক্রবার যে বাঘ এসে ছিলো তা ফিরে গেছে বনে।আমাদের কর্মীরা গিয়ে সরজমিনে এলাকা পরিদর্শন করে গিয়েছে। আর খুব শ্রীঘ্রই ফেনসিং জাল দিয়ে ওই এলাকার জঙ্গল ঘিরে দেওয়া হবে। আর এখন ওই এলাকায় আলো ও রাত পাহারার ব্যবস্থা করাহয়েছে। তবে আতঙ্কিত হবার নেই।

আরামবাগের তিরোল এলাকার পালপাড়া জঙ্গলে, বন দফতরের পাতা খাঁচায় ধরা পড়ল বনবিড়াল

শুভঙ্কর দে, আরামবাগ, ৯ ডিসেম্বর ঃ আরামবাগের তিরোল এলাকার পালপাড়া জঙ্গলে,বন দফতরের পাতা খাঁচায় ধরা পড়ল বনবিড়াল। জানা গেছে, বেশ কয়েকদিন আগে তিরোলের বিভিন্ন জায়গায় রক্তের দাগ দেখতে পান স্থানীয়রা। এর পর একদিন এলাকার এক দোকানে লাগানো সিসিটিভি ফুটেজে এক অজানা জন্তুর ছবি দেখতে পায়। আর তার পর থেকে এলাকায় বাঘের আতঙ্ক ছড়িয়ে পরে। বন দফতরের পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছিল আরামবাগে বাঘ আসতে পারেনা। তবুও আতঙ্ক যেন কাটছিল না তিরোল এলাকার মানুষের মন থেকে। খবর পাওয়ার পর থেকে এলাকায় লাগাতার অভিযান চালায় বন দফতরের কর্মীরা। সেই জন্তুকে ধরার জন্য জঙ্গলে জঙ্গলে খাঁচা পাতা থেকে শুরু করে অনেক চেষ্টা চালান তাঁরা। অবশেষে শুক্রবার বন

দফতরের পাতা খাঁচায় একটি বনবিড়াল বন্দি হয়। তারপরেও যেন আতঙ্ক কাটছে না মানুষের মন থেকে। যদিও ওই এলাকায় আর কোনও জন্তু আছে কিনা তার খোঁজ চালানো হচ্ছে বলে বনবিভাগ সূত্রের খবর। এ বিষয়ে আরামবাগ বন দফতরের অধিকারিক বলেন, সিসিটিভি ফুটেজ দেখার পরে গ্রামের মানুষের মধ্যে যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল তা দূর করার জন্য কার্যত জঙ্গলের মধ্যে চিরুনি তল্লাশি করেছে বন দফতরের আধিকারিকরা। বিভিন্ন জায়গায় খাঁচা পাতা হয়েছিল অজানা জন্তুকে ধরার জন্য। যা পাওয়া গেল তাতে আশঙ্কার কোনও কারণ নেই। এই ধরনের বিড়ালকে বলা হয় বনবিড়াল বা জঙ্গল ক্যাট। এরা মূলত মাংসাশী প্রাণী। তবে বড় কোনও প্রাণী শিকার করার মতো ক্ষমতা এদের নেই। হাঁস-মুরগি পাখি এই সমস্ত শিকার করেই এরা খেয়ে বেঁচে থাকে।

পোলবা-দাদপুর বিডিও অফিস থেকে পুরোনো কাগজপত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল

বনস্পতি দে, পোলবা, ৯ ডিসেম্বর ঃ হুগলির পোলবার ঘটনা। অভিযোগ, শনিবার সন্ধ্যায় পোলবা-দাদপুর বিডিও অফিস থেকে পুরোনো কাগজপত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সন্ধ্যার পর কেন বিডিও অফিস থেকে ব্যালট পেপার, ভোটার কার্ড, পুরোনো কাগজপত্র বের করা হচ্ছে, প্রশ্ন তুলে টেন্ডারের গাড়ি আটকাল বিজেপি। বিজেপির দাবি, যাঁরা নিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁরা টেন্ডারের কাগজও দেখিয়েছেন। কিন্তু কোনও সরকারি আধিকারিক সেখানে ছিলেন না। কী ভাবে বিডিও অফিস থেকে টেন্ডার পাওয়া সংস্থা নিজেদের মতো করে এই কাজ করতে পারে? পাল্টা পোলবা-দাদপুরের বিডিও-এর বক্তব্য, তিনি নিজেই শনিবার রাত অবধি অফিসে ছিলেন। সুতরাং সবটাই নিয়ম মেনে হয়েছে। পোলবা দাদপুর পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা বিজেপির অর্ঘ্য চক্রবর্তীর অভিযোগ, সরকারি অফিস থেকে এ ভাবে অন্ধকারে কাগজপত্র বের করার কোনও নিয়মই নেই। অথচ খবর এল, বিডিও অফিস থেকে কাগজ বেরোচ্ছে।

কুলপিতে তৃনমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য খুনকে ঘিরে এলাকায় উওজেনা

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৯ ডিসেম্বর ঃ কুলপিতে তৃনমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যকে কুপিয়ে খুনকে কেন্দ্র করে এলাকায় উওজেনা। মোতায়েন পুলিশ বাহিনী। তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত় সদস্যকে কুপিয়ে. খুন করা হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপিতে। মৃত ওই পঞ্চায়েত় সদস্য নুরুদ্দিন হালদার কুলপির দৌলতপুরের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ছিলেন গাজীপুর পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য। রবিবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ নামাজ পড়তে মসজিদে যাবার পথে বাড়ি থেকে তিন চার মিনিট দূরে রাস্তার উপরেই দুস্কৃতীরা তাঁকে ঘিরে ধরে এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে সারা শরীরে কোপায়। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার উপরই পড়ে গেলে স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে

কুলপি গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন তাঁকে। তবে এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোন যোগ রয়েছে কিনা সে ব্যাপারে এখনো নিশ্চিত করে তৃণমূল কিছু জানায়নি। কুলপির বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার জানান, গ্রাম্য কোন বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন তাঁদের দলের ওই নেতা। তবে সেই কারণেই এই খুন কিনা তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে সোমবার ময়নাতদন্তে পাঠালো পুলিশ। পুরো ঘটনার শুরু করেছে পুলিশ। এদিকে তৃণমূল নেতার খুনের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তারা ঘটনাস্থলে আছেন। ঘটনাস্থলে মোতায়েন্ রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। আর এই ঘটনায় ইলিয়াস হালদার ও রউপ হোসেন হালদারকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

আবাস নিয়ে বিস্তর অভিযোগ, সেটা খতিয়ে দেখার আশ্বাস জেলা পরিষদ সদস্যের

তনুজ জৈন, ৯ডিসেম্বর ঃ শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী। অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে দিয়ে চলে সংসার। তাই আবাস যোজনার ঘরের জন্য যখন আবেদন করে ছিলেন কাটমানি চাওয়ার জন্য তিনি দিতে পারেন নি। যার জন্য নাম বাদ চলে গেছে তালিকা থেকে। এবার এলাকায় তৃনমূলের জেলা পরিষদ সদস্য যেতেই ঘরের দাবিতে অভিযোগ তুলে পা ধরে কেঁদে ফেললেন ওই ব্যক্তি। তার অভিযোগ নেতারা শুধু ভোটের সময় আসে। কিন্তু তারা এত দুস্থ হওয়া সত্ত্বেও কোন সুবিধা পাচ্ছেন না সরকারের। না মিলছে ভাতা না পেয়েছেন ঘর। এই ঘটনা সামনে আসতে তৃণমূলকে ব্যাপক আক্রমণ বিজেপির। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক এলাকায় ঘুরছি দুস্থদের পরিস্থিতি দেখছি। তারা যাতে পায় প্রশাসনে কথা বলব সাফাই তৃণমূলের জেলা পরিষদ সদস্যের। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের মালিওর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মালিওর গ্রামের বাসিন্দা মুকলেশুর রহমান। শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী তিনি।ফলে তেমন কোন কাজ করতে পারেন না। সংসারের স্ত্রী এবং তিন সন্তান।বেড়া এবং টাটির দেওয়াল, উপরে ভগ্নপ্রায় টালির চালা।অভাবের অন্ধকার গ্রাস করেছে সংসারকে। কিন্তু পান না প্রতিবন্ধী ভাতা। নাম নেই আবাসের তালিকায়। সরকারি সাহায্য বলতে মিলে শুধু রেশন।তাতেই কোনোক্রমে আধপেটা দিন গুজরান করেন। এদিন ওই এলাকায় কোন কোন দুস্থ পরিবার সরকারী সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত সেটা খতিয়ে দেখতে এদিন বাড়ি বাড়ি যান তৃণমূলের স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খান। তাকে সামনে পেয়ে ঘরের দাবিতে পা ধরে কেঁদে ফেলেন মুকলেশুর রহমান। বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে তিনি বলেন তার কাছে পঞ্চায়েত সদস্য

ছয় হাজার টাকা কাটমানি চেয়ে ছিল তালিকায় নাম তোলার জন্য। তিনি দিতে পারেন নি বলে নাম বাদ গেছে। বুলবুল খান তাকে আশ্বাস দেন প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত সহযোগিতা করবেন। এদিকে এই ঘটনা সামনে আসতে বিজেপির অভিযোগ আবার প্লাস নিয়ে যে ব্যাপক দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণ হয়েছে সেটা বারবার প্রমাণিত। তৃণমূল নেতাদের আত্মীয়দের নাম রয়েছে তালিকায়। কিন্তু এরকম দুস্থ মানুষরা বাদ গেছে। আর এখন তৃণমূল নাটক করছে। যদিও এই নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে বুলবুল খানের দাবী মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ দিয়েছেন যাদের কাঁচা বাড়ি যারা দুস্থ প্রত্যেককে যাতে ঘর পায়। তাই তিনি এলাকায় এসেছেন। তারা জনপ্রতিনিধি মানুষ তাদের কাছেই দাবি করবেন। কিছু জায়গায় ভুল ভ্রান্তি হতে পারে। তিনি প্রশাসনিক মহলে কথা বলবেন দুস্থরা যাতে এভাবে বঞ্চিত না থাকে। এমন দৃশ্য সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। মুকলেশুর রহমান জানান, সরকারি কোন সাহায্য পাচ্ছি না। ভাতা চালু হয়নি। ঘরের তালিকায় নাম নেই। পঞ্চায়েত সদস্য টাকা চেয়েছিল। আমি কোথায় যাব তাহলে। তাই আজ পায়ে পড়ে অনুরোধ করলাম। মা হাফেজা বিবি বলেন, আমার সঙ্গে বয়স হয়েছে আর কাজ করতে পারে না তেমন। ছেলেটার শারীরিকভাবে শক্তি নেই। বাড়িতে স্ত্রী এবং তিন সন্তান। কিভাবে চলবে বলেন তো সংসারটা। ঘরটাও পেল না। বিজেপি নেতা কিষাণ কেডিয়ার অভিযোগ, যারা যোগ্য তারা ঘর পাচ্ছে না। চারিদিকে শুধু দুর্নীতি। তৃণমূল নেতার লোকেদের নাম থাকছে ঘরে। আর এরকম মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। আর এখন তৃণমূল গিয়ে নাটক করছে। জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খানের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ দিয়েছেন যারা দুস্থ সবাই ঘর পাবেন। তাই আজ এলাকায় এসে দেখলাম। কিছু জায়গায় ভুল ভ্রান্তি হতেই পারে। আমি প্রশাসনের সাথে কথা বলবো।

ভীমাপার রোড আন্ডার ব্রিজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং বাধনি রেলওয়ে স্টেশনে ডিপোর ফলক উদ্বোধন

গোরখপুর, ০৯ ডিসেম্বর ঃ ভারত সরকারের রেল ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রী রবনীত সিং মাননীয় সাংসদ শ্রী জগদম্বিকা পাল, মাননীয় বিধায়ক শ্রী বিনয় ভার্মা, মাননীয় বিধায়ক শ্রী শ্যামাধনি রাহী, উত্তর পূর্ব রেলওয়ের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক শ্রী শ্যামাধনি রাহির সাথে দেখা করেছেন কুমার এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে ০৮ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ সিদ্ধার্থনগর-চিলহিয়া স্টেশনগুলির মধ্যে রেলওয়ে লখনউ ডিভিশন শ্রী আদিত্য লেভেল ক্রসিং। ৫৮ নং (ভীমাপার) রোড আন্ডার ব্রিজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং বাধনি রেলওয়ে স্টেশনে অবস্থিত নবনির্মিত কোচিং ডিপোর ফলক উদ্বোধন করেন। ভীমাপারের লেভেল ক্রসিং নং ৫৮-এ রোড আন্ডার ব্রিজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে, মাননীয় রেল প্রতিমন্ত্রী শ্রী রবনীত সিং বলেছেন যে ভারতীয় রেলের পুনর্নবীকরণের কৃতিত্ব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর। তাঁর মেয়াদের রূপান্তরিত দশকে, ভারতীয় রেলে একটি নতুন শক্তি জেগে উঠেছে। শ্রী রবনীত সিং বলেছেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর গতিশীল নেতৃত্বে উত্তর প্রদেশে ক্রমবর্ধমান রেল পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে গত এক দশকে একটি বড় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে নতুন লাইন নির্মাণের কাজ ত্বরান্বিত করতে, প্রয়োজন অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ করা হচ্ছে। নিরাপত্তার দিক থেকে স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিংয়ের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা হচ্ছে। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে রেল স্টেশনগুলির পুনর্বিন্যাস দ্রুত করা হচ্ছে। R.O.B.R.U.B. নির্মাণ কাজের পাশাপাশি স্টেশনগুলোতে যাত্রী ও ট্রাফিক সুবিধার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের কাজ চলছে। এর আগে মাননীয় সাংসদ শ্রী জগদম্বিকা পাল বলেন, সিদ্ধার্থনগর-চিলহিয়া স্টেশনের মধ্যে লেভেল ক্রসিং

নম্বর-৫৮-এ আন্ডার ব্রিজ নির্মাণের পর ভীমাপাড় এবং শহর ও গ্রামীণ এলাকার মানুষের যাতায়াত সহজ হবে। বাধনি স্টেশনে কোচিং ডিপো উদ্বোধনের পর জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে, মাননীয় রেল প্রতিমন্ত্রী শ্রী রবনীত সিং বলেছেন যে নবনির্মিত কোচিং ডিপোটি বাধনি রেলওয়ে স্টেশনে চলাচলকারী ট্রেনগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। নবনির্মিত এই কোচিং ডিপোতে ওয়াশিং পিট, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, প্রশাসনিক ভবন, রক্ষণাবেক্ষণ ভবন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ২৪টি ইউনিট স্টাফ কোয়ার্টারও নির্মাণ করা হচ্ছে। আমি নিশ্চিত যে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের ক্রমবর্ধমান রেল পরিকাঠামো রেল যাত্রী এবং রেল ব্যবহারকারীদের জন্য খুবই উপকারী হবে। তিনি বাধনী স্টেশনে কোচিং ডিপো নির্মাণ করায় আনন্দ প্রকাশ করেন এবং এজন্য সকল কর্মকর্তা, প্রকৌশলী ও কর্মচারীদের অভিনন্দন জানান।এর আগে বাধনীতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় সাংসদ শ্রী জগদম্বিকা পাল বলেন, বাধনী রেলওয়ে স্টেশনে নবনির্মিত কোচিং ডিপো নির্মাণের ফলে ট্রেনের পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ দ্রুত হবে এবং যাত্রীরা উন্নত সুবিধা পাবেন। জনআকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রেল সংক্রান্ত দাবির প্রতি রেল প্রতিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি সিদ্ধার্থনগর রেলস্টেশনে দ্বিতীয় প্রবেশ গেট নির্মাণের দাবি জানান। একটি যাত্রী ভিত্তিক রেলপথ হওয়ায়, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে উত্তরপ্রদেশের জনগণকে নির্ভরযোগ্য পরিবহন সুবিধা প্রদান করছে। শ্রী পাল বলেছেন যে ভারত-নেপাল আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে অবস্থিত বাধনী স্টেশনটি আন্তর্জাতিক পর্যটক এবং নেপালি জনগণকে ট্রেনে পরিবহনের একটি নির্ভরযোগ্য উপায় সরবরাহ করে।এসব অনুষ্ঠানে রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, কর্মচারী, গণমাধ্যমকর্মী এবং বিপুল সংখ্যক আঞ্চলিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

ভারতীয় রেল কুম্ভ প্রস্তুতির জন্য দুই বছরে ৫০০০ কোটি টাকারও বেশি খরচ করেছে ঃ অশ্বিনী বৈষ্ণব

৯ ডিসেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় রেল, তথ্য ও সম্প্রচার, ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী, শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, প্রয়াগরাজ অঞ্চলে কুম্ভ-২০২৫-এর প্রস্তুতি পরিদর্শন করেছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রথমে ঝুনসি রেলওয়ে স্টেশনে চলমান উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করেন এবং গঙ্গা নদীর কাছে প্রয়াগরাজ-বারাণসী রেললাইন দ্বিগুণ প্রকল্পের অংশ হিসাবে নির্মিত নতুন সেতু (নং ১১১) পরিদর্শন করেন। তিনি ফাফামাউ স্টেশনে স্টেশন পুনঃ উন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে উন্নয়ন কাজের মূল্যায়ন করেন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। পরে, শ্রী বৈষ্ণব প্রয়াগ জংশন পরিদর্শন করেন এবং কুম্ভ-২০২৫-এর চলমান প্রস্তুতিগুলি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যালোচনা করেন। পরিদর্শনের সময়, তিনি যাত্রী পরিষেবা এবং অবকাঠামো সম্পর্কিত সমস্ত চলমান রেলওয়ে কাজের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন, আরও উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ এবং নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি কুম্ভ চলাকালীন যাত্রী সুবিধা, জরুরি ও চিকিৎসা সেবা, পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্যায়ন, নিরাপত্তা এবং ট্রেন পরিচালনা সহ বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করেন। মন্ত্রী ভিড় এবং যাত্রী পরিচালন ব্যবস্থা এবং কুম্ভ চলাকালীন মসৃণ এবং দক্ষ অপারেশনের জন্য প্রচেষ্টার দিকেও মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি ফাফামাউ জংশন থেকে প্রয়াগ জংশন

পর্যন্ত একটি ট্রেন যাত্রায় অংশ নেন এবং রেলপথের নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ করেন। প্রয়াগরাজ জংশনে একটি মিডিয়া ব্রিফিংয়ের সময়, শ্রী বৈষ্ণব গত আড়াই বছরে প্রয়াগরাজ অঞ্চলে ৫০০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিযাগের মাধ্যমে করা যথেষ্ট প্রস্তুতির কথা তুলে ধরেন। এই তহবিলটি মসৃণ রেল কার্যক্রম নিশ্চিত করতে ২১টি রোড ওভার ব্রিজ এবং রোড আন্ডার ব্রিজ নির্মাণ সহ বড় আকারের অবকাঠামোগত উন্নতিকে সক্ষম করেছে। তিনি আরও বলেছেন যে কুম্ভ-২০২৫-এর সময় ৩,০০০টি বিশেষ ট্রেন সহ ১৩,০০০টিরও বেশি ট্রেন চলাচল করবে, আগের কুম্ভ ইভেন্টগুলিতে ৭,০০০টি ট্রেনের তুলনায়। তিনি অবকাঠামোতে উল্লেখযোগ্য আপগ্রেডের কথা উল্লেখ করেছেন, যেমন দ্রুত ভ্রমণের জন্য নিয়মিত ট্রেনে দ্বৈত ইঞ্জিন, বারাণসী এবং প্রয়াগরাজের মধ্যে রেললাইন দ্বিগুণ করা এবং ১০০ বছর পর গঙ্গা নদীর উপর একটি নতুন সেতু নির্মাণ। উপরন্তু, ভাল সুবিধার জন্য স্টেশনগুলিতে ৪৩টি স্থায়ী হোল্ডিং এলাকা তৈরি করা হচ্ছে। মন্ত্রী বৈষ্ণও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থানরত র‍্যাপিড অ্যাকশন টিম, কুইক রেসপন্স টিম এবং ফায়ার ফাইটিং টিম সহ বর্ধিত জরুরী প্রতিক্রিয়া ক্ষমতার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। কার্যকর ভিড় ব্যবস্থাপনা এবং জরুরী প্রতিক্রিয়ার জন্য একটি সমন্বয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতিরিক্ত ট্রেন পরিষেবাগুলির ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে, শ্রী বৈষ্ণব অযোধ্যা, চিত্রকূট এবং বিন্ধ্যাচল পর্যন্ত ট্রেন পরিচালনা সম্প্রসারণের বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। তিনি একটি পরিস্কার, প্লাস্টিক মুক্ত কুম্ভ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ সহ চিকিৎসা পরিষেবা বাড়ানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। কুম্ভ মেলার সুষ্ঠু ও নিরাপদ পরিচালনা নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসন এবং রেলওয়ে বিভাগের মধ্যে সহযোগিতার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে মন্ত্রী শেষ করেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ১০ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

নিউ মার্কেট

সম্পাদকীয়

কলকাতার নিউ মার্কেট বাজার কলকাতা পৌরসভার উদ্যোগে প্রথম বাজার। এর আগে বাজার ছিল যেমন বৈঠকখানা বাজার, মল্লিক বাজার, বড় বাজার সব ছিল। এই সব বাজার ছিল নেটিভদের অধিকারে। এদের কাছ থেকে সাহেবরা সস্তায় পণ্য ক্রয় করে বিদেশে পাঠাতো। কিন্তু সাহেবি বাজার বলতে তখন নিউ মার্কেটকে বোঝতো। সেখানে এক সময়ে সাদা চামড়ার ব্যক্তিরা ছাড়া কারোর প্রবেশাধিকার ছিল না। তবে কলকাতার বনেদি পরিবার এবং আভিজাত পরিবারের সদস্যদের সেখানে যাতায়াত করা এবং কেনা কাটা করার অধিকার লাভ করেছিল। সাধারণ লোকের বা মধ্যবিত্ত বাঙালিদের প্রবেশাধিকার ছিল না। জানা যায় এই জমিটা রানি রাসমনির জমি ছিল। ১৯০৩ সালে স্যার স্টুয়ার্ট হগের নাম অনুসারে এই বাজারটি নামকরম করা হয়। তখন কলকাতা পুরসভা গঠন এবং কলকাতা পুলিশ গঠন করা ব্যাপারে হগ সাহেবের বিশাল ভূমিকা ছিল। ১৮৭৪ সালে ১ জানুয়ারি নিউ মার্কেট প্রস্তুত করা হয়েছিল। স্যার স্টুয়ার্ট হগ ছিলেন একজন ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিস পাশ করা একজন প্রশাসনিক কর্তা। তিনি ১৮৩৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রয়াত হন ১৯২১ সালে। স্যার জেমস হক ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোমাপনির পরিচালক এবং কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ঙ্খ টার। ১৮৬৫-৬৬ সালে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি উদার চিত্তে পীড়িতদের সাহায্য করেছিলেন। ১৮৬৬ সালে কলকাতায় আসলে তাঁকে দুটি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। একদিনে তিনি ছিলেন কলকাতা করপোরেশন চেয়ারম্যান এবং কলকাতা পুলিশ কমিশনার। ১৮৬৮ সালে ১ এপ্রিল আমহার্স্ট স্ট্রিটে রোজ ব্রাউন নামে একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান খুন হন। সেই হত্যার কিনারা করতে রিটার্ড রিডকে সর্বত্রভাবে সাহায্য করেছিলেন পুলিশ কমিশনার হগ সাহেব। ১৮৬৮ সালে কলকাতার পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এটাই ভারতের প্রথম গোয়েন্দা দফতর। এই দফরের গোয়েন্দাদের দিয়ে ব্রিটিশরা সারা ভারত শাসন করে গিয়েছিল। এই গোয়েন্দা বিভাগকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে তুলনা করা হতো। চোরবাগানে মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটে রাজেন্দ্র মল্লিকের অভিভাবক ছিলেন হগ সাহেব। ১৮৭৫ সালে প্রিন্স ওয়েলস কলকাতায় আসলে তাঁকে স্যার উপাধি দেওয়া হয়। আগে সাহেবরা কলকাতার টেরেটি বাজার, লালবাজার কাশাইটোলা, ধর্মতা থেকে বাজার করতো। সেখানে আবার নেটিভরা বাজার করতো বলে সাহেবরা এই সব বাজারে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতো না। তার ফলে ১৮৭১ সালে সাহেবদের জন্য মার্কেট তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। স্থপতিবিদ রিচার্ড রোস্কেল বেইনকে এই বাজার তৈরি করা নকসা করতে দেওয়া হয়েছিল। ম্যাকিনটোস কোম্পানি বাজারটি নির্মাণ করে। ২,৫৮,৭২০ টাকা মূল্যে এই বাজার নির্মাণ করার বরাত পেয়েছিল মার্টিন অ্যাণ্ড কোম্পানি। ইংল্যাণ্ডের ভিক্টোরিয় রেল স্টেশনের আদলে তৈরি করা হয়েছিল নিউ মার্কেট বাজার। ১৯৩০ সালে নিউ মার্কের্টরে ঘড়িটি আনা হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের হাডার্সফিল্ড শহর থেকে। একেবারে 'অয়েস্ট মিনিস্টারের' আদলে ঘড়ি।

গাজায় সাংবাদিকদের ওপরে হামলা

সাংবাদিকদের ওপরে হামলা নতুন কিছু নয়। বারবার দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে সাংবাদিকদের ওপরে এক শ্রেণি লোকেদের খ ুবই রাগ। সাংবাদিকেরা কোনও সত্য কথা বলতে পারবে না। কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারবে না। প্রভাবশালীরা যা বলতে থাকবে তাই প্রকাশ করতে হবে। সন্দেহজনক বিষয় দেখা দিলে উঁকিঝঁকি দেওয়া চলবে না। আসলে সত্যকে প্রকাশ করা চলবে না। সেই কারণে সাংবাদিকেরা এখন সত্যকে এমনভাবে প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে যে তাকে খুঁজে বের করে নিতে হবে। নাহলে সত্যের প্রকাশ করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়তে শুরু করবে। সাংবাদিকদের এড়িয়ে বহু রাষ্ট্র নেতারা এমন সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যা অনেক সময়ে তা দেশের জনগণের পক্ষে যায় না। তা নিয়ে কোনও সংবাদপত্র বেশি প্রচার করতে শুরু করলে তা বিরক্তির কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে। আসলে সংবাদিকদের জীবনকে বাজি রেখে কাজ করতে হয়। বহু রাজনৈতক দল রয়েছে যারা প্রায় বেশ কয়েকটি সাংবাদপত্রকে আর্থিক দিক দিয়ে সাহায্য করে থাকে। বিনিময়ে তারা সংবাদপত্রে তাদের হয়ে খবর প্রচার করাকে বেশি করে প্রাধান্য দেওয়ার দিকে ঝুঁকতে শুরু করে। আসলে সাংবাদিকের জগতটা একেবারে অনিশ্চিয়তার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। কোন সংবাদিকদের ওপর কার রাগ রয়েছে তা বোঝা খুবই মুশকিল। আবার দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে সাংবাদিক মহল দুটো ভাবে বিভক্ত একটি সংবাদিক গোষ্ঠী হল খুবই প্রভাবশালী। তারা একটি সাংবাদিক গোষ্ঠীকে প্রভাবহীন গোষ্ঠী। এই প্রভাবহীন গোষ্ঠী সাংবাদিকদের ওপরে সবচেয়ে বেশি বল প্রয়োগ করতে দেখা যায়। প্রভাবশালীহীন সাংবাদিকেরা আবার খবর সংগ্রহ করতে বেশ বেগ পেয়ে থাকে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

ঠাকুর অনুকূল বলতেন, মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, জাগরিত হবে দৈব্য মহাশক্তির। সেই দৈব্য শক্তিকে কাজে লাগতে হবে। দেশের দশের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। মানব সমাজের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। নারী উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। বিজ্ঞানের উন্নতির চর্চায় লাগাতে হবে। সৃজনশীলতার মধ্যে দিয়ে শক্তিশালী ভারত নতুনভাবে গড়তে হবে। আবিস্কারের নেশায় মগ্ন হয়ে থাকতে হবে। মাতৃশক্তি দিয়ে জগতকে উপকার করতে হবে। মহৎ শক্তির দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করার অধিকারকে অর্জন করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে বিশ্বের সেরা বড় শক্তি। মানব সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে।

পিতৃদেব উমেশচন্দ্র এসে ছেলের মুখ দেখলেন,নাম রাখলেন জ্যোতি, দেশের মানুষ তাঁকে চিনেছিলেন'বাঘা যতীন' নামে

রবীন্দ্রকুমার শীল

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'বাঘা যতীন' নামে পরিচিত হওয়ার নেপথ্যে আছে অসীম শৌর্য আর বীরত্বের অনবদ্য এক কাহিনীঙ্কবাঘের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করে বাঘকে মারার স্বীকৃতি হিসেবে জ্যোতি পেয়েছিলেন 'বাঘা যতীন'উপাধি দিনটি ছিল ১৯০৬ এর এপ্রিল মাস,বাংলায় ২৮চৈত্রঙ্কআগেরদিন জ্যোতি অফিস করেছে কলকাতায়, তারপর সন্ধের ট্রেনে কয়ায় ফিরেছে বেশ রাতে সকাল-সকাল ঘুম ভেঙে গেলে পুজোতলায় দাঁড়িয়ে দাঁতন করছে,খালি গা, আট হাতের একটা ধুতি কোমরে জড়ানোঙ্কসবার সঙ্গে কুশল বিনিময় পর্বটা শুরু হয়েছে, জমিদারের খাজনা বাকি,কিছু একটা করতে হবে ,কেউ বলছেন একটা বিদ্যালয় হোক গ্রামে,একটি ছেলে কৃষ্ণনগরে পড়তে যেতে চায় সে খরচ জ্যোতি ব্যায় করবেঙ্কআলোচনা,শলা পরামর্শ যেন মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল, দু'মাইল দূরের রাধাপাড়া গ্রাম থেকে ক'জন চাষী এসেছেন, চোখে-মুখে তাদের উৎকণ্ঠা তারা বললেন 'দাদাবাবু গাঁয়ে একটা কেঁদো আয়চে'কেঁদো আসলে ছোটখাট বাঘ কে বলা হয়ঙ্কচাষীরা বললেন ক'দিন ধরে বাঘটা এর গরু,তার ছাগল ধরে মেরে নিয়ে যাচ্ছেঙ্কচল-দেখেই আসি কেমন তোদের কেঁদো',ধুতিটা মালকোঁচা মেরে ঘর থেকে একটা কুকরি(দার্জিলিং থেকে কেনা)আনতে যাবে,তখন দিদি বাধ সাধলেন 'হ্যাঁ রে কোথায় চললি ?' 'না রে,অমন ন্যাড়া হাতে যাওয়াটা আমার ভাল লাগছে না-একটা বন্দুক অন্তত নে সঙ্গে'?'ভারি তো কেঁদো,ঘুরে দেখে আসি জ্যোতির পিছনে ছুটতে ছুটতে আসছেন বড়মামার ছেলে ফণী,মেজমামার ছেলে অমূল্য তাদের অনেক আগে রাধাপাড়ার চাষীদের সঙ্গে জ্যোতি এগিয়ে চলেছেন ভাইয়েরা বায়না ধরেছে দাদার সঙ্গে যাবে,অমূল্য একটা পাখিমারা বন্দুক নিয়েছেঙ্কদাদা জ্যোতি বলল ওটা দিয়ে বাঘ মারা যায় !লজ্জা পেয়ে লুকিয়ে ফেলল পাখিমারা বন্দুকটা রাধাপাড়া গ্রাম শেষ হওয়ার মুখে আখের ক্ষেত,জ্যোতি যেন দেখ লেন আখ গাছগুলো সামান্য দুলছে,সাহসটা বরাবর ছিল, ব্যাপারটা বুঝতে ক্ষেতের ভেতরে হামাগুড়ি দিয়ে জ্যোতি ঢুকলেন কয়েক হাত,হ্যাঁ গ্রামের লোক একদম সঠিক বলেছে এ যে সত্যিই বাঘ 'এই তোদের কেঁদো ?উঠে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বললেন,ততক্ষনে উত্তেজনা সামলাতে না পেরে অমূল্য পাখি মারার বন্দুকের ট্রিগারে চাপ দিয়ে ফেলেছেঙ্কভয় হয়ত বাঘ নিজেও পেয়েছিল নিজের জীবন বাঁচাতে অমূল্যর দিকে ছুটে গেল,বাঘের ধাক্কায় সে ছিটকে গেল হাত

পাঁচেক দূরেঙ্কএসবে বিন্দুমাত্র ভয় পেলেন না জ্যোতিঙ্কভয় তাঁর জীবনের অভিধানে কোনওদিন ছিল না,যখন ছোট ছিলেন মা শরৎশশী নিজে তাঁকে 'গড়ুই'নদীতে স্নান করাতে নিয়ে যেতেন,কি শীত,কি বর্ষা মায়ের ভ্রুক্ষেপ নেই,ভরা জোয়ারে কাপড়ের একমুড়ো জ্যোতির কোমরে বেঁধে ছেলেকে ছেড়ে দিতেন জোয়ারের জলে,ঢেউয়ের ফনায় ছোট্ট একমাত্র ছেলে যখন অবসন্ন হয়ে উঠত,তখন শাড়ির অন্য মুড়ো ধরে মা জল থেকে তুলে আনতেন একমাত্র ছেলেকে, এভাবেই যতীন্দ্রনাথ শিখেছিল বিপদকে তুচ্ছ করাঙ্ককয়া,কুষ্ঠিয়া, কৃষ্ণনগরে ছোটমামা ললিতকুমারের সঙ্গে জ্যোতি গড়ে তুলেছিল ছোট, ছোট সমিতি,সেখানে ফুটবল,কুস্তি লড়া খুব জনপ্রিয় ছিলঙ্কএসবের ফাঁকে ফাঁকে তরুণেরা ভাবতে লাগলেন দেশের কথাঙ্কগায়ে সাংঘাতিক জোর ছিল যতীন্দ্রনাথের, সঙ্গে মনে অদম্য সাহস,মায়ের সঙ্গে ছেলেবেলায় নদীর জোয়ারের জলে সাঁতার কেটে শিখেছিলেন ভয় কে তুচ্ছ করতে অমূল্য ছিটকে গেলেও জ্যোতি একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার দিয়ে ফিরে দাঁড়াল বাঘের দিকে, মুহূর্তে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ল জ্যোতির উপর,কিন্তু এ কি,কুস্তির প্যাঁচ জানা জ্যোতি সামান্য সরে গিয়ে এক লহমায় বাঁ বগলে চেপে ধরল বাঘের ঘাড়,ডান হাত দিয়ে চালাল ছোরার ঘা,কুস্তির প্যাঁচে বাঘকে সাপটে ধরেছে মাটিতে,ভয়ঙ্কর মল্লযুদ্ধ বাঘ বনাম মানুষঙ্কউভয়ের ক্ষেত্রেই একটি শর্ত, জানে বাঁচতে হলে অপরকে হত্যা করতে হবে। তাই চলে মরণপণ যুদ্ধ। কখনো বাঘ জ্যোতিকে পেড়ে ফেলে মাটির উপর,আবার জ্যোতি চেপে বসে তার বুকেঙ্কআশপাশের লোকজন এসেছেন কিন্তু বাঘ-মানুষের এমন ধস্তাধস্তিতে কাকে মারতে কাকে মারবে,তারা অপেক্ষা করছেন লড়াইটা শেষ হওয়ার,বাঘটা ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে আসছে লক্ষ করলেন জ্যোতি,সে নিজেও ক্লান্ত,তবে এই সুবর্ণ সুযোগ,দেহের সব শক্তি এক করে ছোরা দিয়ে কুপোতে লাগল বাঘ কে,আস্তে আস্তে বাঘ নিস্তেজহয়েগেল, তবে মরার আগে জ্যোতির ডান হাঁটুতে মরণ কামড় বসিয়ে দিয়েছিল,দরদর করে রক্ত বের হচ্ছে,গ্রামবাসীরা পাঁজাকোলা করে জ্যোতিকে নিয়ে চলল বাড়িতে, পিছনে মরা বাঘ নিয়ে শোভাযাত্রাঙ্কদিদি বিনোদবালা দেবীর খাতায় লিপিবদ্ধ এই কাহিনী, চন্ডীমণ্ডপের দালানে জ্যোতির জন্য বিছানা পেতে দিলেন দিদি,তাঁর খাতায় লেখা 'তাঁকে দেখে তাঁর আত্নীয় স্বজন সবাই ভয়ে তটস্থ হয়ে পড়লেনঙ্ককিন্তু জ্যোতির মুখে হাসি আর অবিচল দৃঢ় মনোভাব সবাইকে ভরসা দিতে লাগলঙ্কজীবনে কখনো কোনও শারীরিক ব্যথা বা মানসিক দূর্বলতা তাঁকে কাতর করতে পারেনি'ঙ্কমামারা ভাল চিকিৎসকদের ডেকে পাঠালেন, ক্ষতস্থান ধুয়ে তারা ওষুধ লাগিয়ে দিয়েছেন, ব্যান্ডেজ করেছেন শোভাবাজারে মেজমামাকে তার করে দেওয়া হল,স্টেশনে মুখোমুখি লড়াইয়ে বাঘ কে মেরে ফেলা জ্যোতিকে দেখতে আট-দশ গ্রামের মানুষের ভিড়,কলকাতায় যতীন্দ্রনাথের অপারেশান করলেন মেজমামার বন্ধু ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারীঙ্কআস্তে আস্তে ডাঃ সর্বাধিকারীর শুশ্রূষায় যতীন্দ্রনাথ সুস্থ হয়ে ওঠেন, তিনি বাঘ মারার স্বীকৃতি হিসেবে যতীনের নাম দিলেন, 'বাঘা যতীন' বালেশ্বরের সন্নিকটে বুড়ীবলামের তীরে সঙ্গীদের নিয়ে যতীন্দ্রনাথের ইংরেজ পুলিশের বিরুদ্ধে অসীম বীরত্বের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় অধ্যায়,যুদ্ধক্ষেত্রে চিত্তপ্রিয় প্রাণ দিলেন দেশের জন্য,পরের দিন ১০ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ মহানায়ক যতীন্দ্রনাথের জীবনাবসান হলঙ্কবাঘা যতীনের সেই অসীম সাহসী লড়াই কে কুর্নিশ করেন স্বাধীন ভারতের কোটি-কোটি ভারতবাসী গ্রন্থঋণ চিত্রঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার বাঘা যতীন, পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

৩০ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব 'আগুনের পরশ মণি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পুণ্য করো'

দ্য শেমলেস ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী কলকাতাকে খুব কাছ থেকেই দেখেছেন। কলকাতার সংস্কৃতি জীবনের সঙ্গে তার একটি নিবিড় সম্পর্ক জড়িয়ে গিয়েছে। সেখান থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে চান না। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা করার সময়ে যে মুক্ত স্বাধীনতা এবং পরিবেশের আঁচ পেয়েছিলেন তাকে অবলম্বন করেই তাঁর ছবিটি আঁকা। পাশাপাশি আর একজন কন্যা কলকাতায় প্রথম পা রাখলেন। রবিবার দুপুর বেলায় কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হল তাদের পরিচালিত ছবি 'দ্য শেমলেস'। দর্শকেরা এই ছবিটি দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। ছবি দেখার পর তারা বলতে শুরু করে দিয়েছিল একটি ভালো ছবি দেখতে পেলাম। এই ছবিটা দেশে মনটা একেবারে ভরে গেল। ছবিটা গল্প খুবই সুন্দর। ছবির মধ্যে একটি দার্শনিক তত্ত্ব রয়েছে। সেই তত্ত্বকে না বুঝতে পারলে ছবির আসল কথাকে একেবারে ধরাটা খুবই মুশকিল হবে। এটা নিছক গল্প বলা ছবি নয়। প্রতিটি দৃশ্যেদ্দর অবতারণা করা হয়েছে তার মধ্যে একটি দর্শন নির্ভর তথ্য রয়েছে যা পরবর্তী দৃশ্যকে প্রভাবিত করে বা উচ্চাঙ্গে স্থাপিত করতে থাকে। প্রতিটি দৃশ্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। কাউকে বাদ দিয়ে ছবিটা দেখলে তার মানে বোঝাটা একেবারে অসম্ভব। সেই কারণে 'দ্য শেমলেস' সিনেমার প্রতিটি দৃশ্য দর্শকদের আঁটকে রাখে এবং আগ্রহের সৃষ্টি করে। কানে ভারতের প্রথম সেরা শিরোপাধারিনী অভিনেত্রী অনুসূয়া সেনগুপ্ত জানালেন যে তাঁর শহরে নন্দনের পর্দায় নিজেকে লিড চরিত্রে অভিনয় দেখতে পেয়ে ভালোই লাগছে। কান থেকেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। কান চলচ্চিত্রে সেরা অভিনেত্রী অনুসয়া হলেও ঠাণের মেয়ে ওমারাও জানালেন তাদের ছবি দেখতে বিশাল লাইন পড়েছে যা দেখে তিনি খুবই উচ্ছ্বসিত। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের গা গরম করে রেখে দিয়েছিল 'দ্য শেমলেস'। ছবির পরিচালক কনস্তান্তিন বোজানভ। কান থেকে পুরস্কৃত হওয়ার পর কলকাতার

চলচ্চিত্র প্রেমিকা এই ছবি দেখার জন্য উৎগ্রীব হয়েছিল। মুম্বই চলচ্চিত্র উৎসবে এবং মামিতে মাত্র দুটি শোতে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল এই ছবিটি। তবে সাধারণ মানুষ কবে এই ছবিটি দেখতে পাবে তা এখন বলা একেবারে অসম্ভব। ছবির অন্যতম প্রযোজক মুম্বইবাসী মোহন নাডা জানালেন যে ছবিটা এবার সেন্সর বোর্ডে পাঠানো হবে। ছবিতে দেখ তে পাওয়া যাবে যে অনুসূয়া একটি দাপুটে মেয়ে। পাকচক্রে পড়ে যৌন কর্মী হয়ে গিয়েছিল। দেবিকা ওরফে ওমারা হচ্ছে মুখ চোরা, শান্ত। দেবদাসীদের অনুকরণে দেবিকার মা, দিদিমারাও যৌন পেশায় যুক্ত ছিল। ছবি কাহিনী তৈরি হয়েছে দুটি মেয়ের ভলোবাসা এবং আস্থার প্রতি গভীর বিশ্বাস। সমাজের প্রতিটি বাধাকে অতিক্রম করে তারা মুক্ত জীবন যাপন করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তারা পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা' ছবির কথা মনে করে। তাই ওমারা জানান তাদের কাছে শেমলেস হয়ে উঠে মানেই মুক্তির জীবন। পরিচালক একবর্ণ হিন্দি বোঝেন না। তবে পরিচালক সব সময়ে তাদের তৈরি স্ক্রিপ্ট নকসা এবং ওয়ার্কশপ সবের ওপরে বিশ্বাস রাখে। কীভাবে সবার সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করতে হয় সেই দক্ষতা দেখালেন পরিচালক। ছবিতে রেণু এংব দেবিকাদের লড়াই সমাজে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে। নিষ্ঠুর অত্যাচারি যে পুরষের সঙ্গে তাদেরকে লড়াই করতে হয়েছে তিনি হচ্ছে রামসেনা দলের নেতা। ভারতের রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়ে রচিত ছবিটি। প্রযোজক মোহন বলেছেন যে কারোর বিরুদ্ধে তাদের কোনও বিরোধ নেই। সবার কাছে এই ছবিটা জনপ্রিয়তা লাভ করবে বলে তিনি আশা রাখেন। কলকাতা চলচ্চিত্র প্রেমীদের এই ছবিটা ভালো লেগেছে জেনে দুই মেয়েরা খুবই খুশি।

'কোথাও আমার হারিয়ে যেতে নেই মানা' ঃ রবিবার কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের ভিড়কে সামাল দিতে প্রস্তুত ছিল নিরাপত্তা রক্ষীরা। এত ভিড়ের মধ্যে কোথাও কোনও রকম বিশৃঙ্খলা হয়নি। শুধু লোকে লোকারণ্য। সবাই এসেছে ছবি দেখতে। আবার কেউ কেউ এসেছেন জমিয়ে আড্ডা দিতে। সিনে আড্ডা। অনেক দিন পরে দেখা হল ভবানীপুর ফিল্ম ক্লাবের স্টলে অর্ণব সাহার সঙ্গে। কথা হল অনেক। সিনেমা বই এর প্রতি এক শ্রেণির আগ্রহ বর্তমানে বহাল রয়েছে তা দেখতে পেলাম। স্পেনের ছবি 'দ্য রুম নেক্সট ডোর'ছবিটি দেখানো হল নন্দন-১তে। মার্লন ব্রান্ডোর 'গডফাদার' (১৯৭২) দেখানো হল নন্দন-১ তে। রবীন্দ্র সদনে ছিল 'দ্য ব্লাইন্ড স্পট'। ছবি দেখ তে সবাই পাগল। ছবি ঃ সৌরভ দত্ত।

লন্ডনে হাসিনার ভার্চুয়াল সমাবেশে পালিয়ে যাওয়া মন্ত্রী-এমপিরা

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা, ৯ ডিসেম্বর ঃ লন্ডনে হাসিনার ভার্চুয়াল সমাবেশে পালিয়ে যাওয়া মন্ত্রী-এমপিরাযুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনে নেতাদের সঙ্গে ভার্চুয়াল সমাবেশ করেছেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই সমাবেশের দর্শক সারিতে আওয়ামী লীগের বিগত সরকারের কয়েক মন্ত্রী,প্রতিমন্ত্রীও সংসদ সদস্যকে দেখা গেছে। সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিবকেও দেখা গেছে সেখানে। তারা সবাই ৫ আগস্টের পর থেকে পলাতক রয়েছেন।তাদের অবস্থান সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে লন্ডনের সমাবেশে একসঙ্গে দেখা মিলল তাদের।সোমবার ৯ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের ভেরিফায়েড এক্স হ্যান্ডলে ওই সমাবেশের একটি অডিও পোস্ট করা হয়েছে। সমাবেশের জন্য প্রচারিত পোস্টারে দেখা যায়,রোববার ৮ ডিসেম্বর দুপুরে লন্ডনের মিলনার রোডের একটি প্রেক্ষাগৃহে সমাবেশের আয়োজন করে আওয়ামী লীগ। দলের সভাপতি ওসাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে সেই সভার মূল বক্তা শেখ হাসিনা।সমাবেশের আয়োজক যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ। আমন্ত্রণের পোস্টারে রয়েছে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরীফ এবং সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুকের নাম।সমাবেশের দর্শক সারিতে দেখা গেছে সাবেক মৎস্য প্রাণিসম্পদমন্ত্রী আব্দুর রহমান, সাবেক প্রবাসীকল্যাণও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী, সাবেক সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান হাবিব, সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব কবির বিন আনোয়ারকে। গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর লন্ডনের এই সমাবেশে তাদের প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে দেখা গেল।আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য আব্দুর রহমান ফরিদপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। শফিকুর রহমান চৌধুরী সিলেট-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য। হাবিবুর রহমান হাবিব সিলেট-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য। সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব কবির বিন আনোয়ারকে গত ৫ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কো-চেয়ারম্যান করা হয়। দেশে তাদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে।দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১ অক্টোবর কবির বিন আনোয়ারও তার স্ত্রী তৌফিকা আহমেদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেন আদালত।গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মুখে শেখ হাসিনা দেশ ছেং ভারতে আশ্রয় নেন। এরপর থেকে সেখানেই আছেন তিনি।এই প্রথম কোনো সমাবেশে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তৃতা করছেন পতিত স্বৈরাচার।দর্শকসারিতে সাবেক মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী-সংসদ সদস্যরানতুন সূর্যোদয় দেখবে বাংলাদেশ, লন্ডনে ভার্চুয়াল সভায় শেখ হাসিনাহাসিনা,ফাইল ছবিহাসিনার বক্তৃতার মাঝেই ইউনুসের ফাঁসির দাবি জানালেন উপস্থিত জনতা। বিজয়ের মাসে ' শহিদদের স্মরণ করলেন বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী।ফ্যাসিবাদী, গণহত্যাকারী

ইউনুসের বিচার হবে।আজকের অন্ধকার কেটে নতুন সূর্যোদয়. দেখবে বাংলাদেশ। লন্ডনে ভার্চুয়াল সভায়.দৃপ্ত কণ্ঠে জানালেন শেখ হাসিনা।বিজয়ের মাসে ' শহিদদের স্মরণ করলেন বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী। হাসিনার বক্তৃতার মাঝেই স্লোগান উঠল ' বাংলা',ইউনুসের ফাঁসির দাবি জানালেন উপস্থিত জনতা।রবিবার লন্ডনের মিলনার রোডের এক প্রেক্ষাগৃহে বিশেষ সমাবেশের আয়োজন করেছিল আওয়ামী লীগ। সেখানেই প্রধান বক্তা ছিলেন দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা। ভার্চুয়াল বক্তৃতায়. হাসিনা বলেন, বাংলাদেশকে গরিব দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ করে তুলেছিল আওয়ামী লীগ। আমার অপরাধ, আমি সাধারণ মানষের উন্নতির জন্য কাজ করেছি।একদিন গণহত্যার মাস্টারমাইন্ড ফ্যাসিবাদী ইউনুসের বিচার হবেই।এই অন্ধকার কেটে যাবে, নতুন সূর্য উদিত হবে বাংলাদেশে। হাসিনা বলেন, জঙ্গি,দুষ্কৃতী, অপরাধীদের জেলমুক্ত করে এই সরকার বুঝিয়ে.দিচ্ছে যে তারাও আসলে অপরাধী। অন্যদিকে৩০ হাজার মিথ্যে মামলা করা হয়েছে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে।১৫ আগস্টের হত্যাকারীদের বিচার করেছি আমি, তাই আমার বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র। বিজয়ের মাসে ' শহিদদের স্মরণ করেন বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী। আবেগ ভরা কণ্ঠে হাসিনা বলেন, আজকে ঘরে ঘরে লুটপাট চলছে। দুস্কৃতীদের শাস্তি হচ্ছে না। কার কাছে বিচার চাইতে যাবে মানুষ! এরা পুলিশকেও মেরে ঝুলিয়ে. দিয়েছে।বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, অধিক মানুষের মৃত্যু চাননি বলেই তিনি ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছিলেন। বলেন, ফ্যাসিবাদী, গণহত্যাকারী ইউনুস এবং তাঁর চ্যালা-চামুণ্ডাদের বিচার হবেই। হাসিনার বক্তৃতার মাঝেই ' বাংলা'স্লোগান ওঠে (যে স্লোগানে নিষেধাজ্ঞা জারির প্রক্রিয়া শুরু করেছে ইউনুস সরকার)। উপস্থিত আওয়ামী লীগের সমর্থকরা আওয়াজ তোলেন-ইউনুসের ফাঁসি চাই। স্লোগান দেন-' হাসিনা সরকার,বার বার দরকার'এবং ' দুই গালে,জতো মারো তালে তালে।পর পর আমেরিকা এবং লন্ডনে সভা করে হাসিনা বুঝিয়ে দিলেন সমর্থন হারাননি তিনি।এখনও বহু মানুষের পছন্দের জননেত্রী মুজিবকন্যা।ভার্চুয়াল সমাবেশে দেখা গেছে যেসব সাবেক এমপি-মন্ত্রীদের যুক্তরাজ্যের লন্ডনে শেখ হাসিনার ভার্চুয়াল সমাবেশের দর্শকসারিতে সাবেক প্রবাসীকল্যাণও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী যুক্তরাজ্যের লন্ডনে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের কয়েকজন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী,সংসদ সদস্যকে দেখা গেছে।এছাড়াও বিগত সরকারের সাবেক এক মন্ত্রিপরিষদ সচিবকেও দেখা গেছে সেখানে। রবিবার ডিসেম্বর ইস্ট লন্ডনের ইম্প্রেসন ভেন্যু হলে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের আয়োজনে শেখ হাসিনার ভার্চুয়াল সমাবেশ হয়। সমাবেশের দর্শকসারিতে তাদের বসে থাকতে দেখা যায়।যুক্তরাজ্যের লন্ডনে শেখ হাসিনার ভার্চুয়াল সমাবেশের দর্শকসারিতে সিলেট ৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান হাবিবতাদের মধ্যে ছিলেন সাবেক মস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী আব্দুর রহমান, সাবেক প্রবাসীকল্যাণও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী, সাবেক সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান হাবিব, সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব কবির বিন আনোয়ার।সরকারের পতনের পর লন্ডনের এই সমাবেশে প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে দেখা গেল আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আব্দুর রহমানকে। তিনি ফরিদপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। আরও ছিলেন-সিলেট ২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শফিকুর রহমান চৌধুরী,সিলেট ৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান হাবিব। সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব কবির বিন আনোয়ারকে গত ৫ জানয়ারি আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কো-চেয়ারম্যান করা হয়।

আবাস তালিকা থেকে নাম বাদ, বিডিওকে স্মারকলিপি প্রদান করল ৫০ জন চা শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা, নকশালবাড়ি, ৯ ডিসেম্বর ঃ আবাস তালিকা থেকে নাম বাদ, বিডিওকে স্মারকলিপি প্রদান করল ৫০ জন চা শ্রমিক। নকশালবাড়ির বেলগাছি চাবাগানের আবাসের তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া ৫০ জন শ্রমিক সোমবার নকশালবাড়ি বিডিওকে স্বারকলিপি প্রদান করে। এদিন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বারাতি নাগেসিয়াকে পাশে নিয়ে নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজকে স্মারকলিপি প্রদান করেন চা শ্রমিকরা। চা শ্রমিকদের অভিযোগ, ২০১৮ সালে আবাসে নাম আসার পর এখন নতুন লিস্টে তা কেটে দিয়েছে। সঠিকভাবে সার্ভে হয়নি, সার্ভের আগে কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। চা শ্রমিকরা এমনিতেই ২৫০টাকা মজুরি পায় নিজেদের বাড়ি জমি নেই। এখন আবাস যোজনার নাম এসেও তা কেটে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। অন্যদিকে পঞ্চায়েত সদস্য জানান, আবাস যোজনার নাম বাদ যাওয়া সবাইকে নিয়ে এসেছি। বাগান শ্রমিকদের আবাস যোজনার ঘর পাওয়া উচিত বলে দাবি করেন তিনি। তবে গোটা ঘটনায় বিডিওর কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গা দূষণ মুক্ত সচেতনতা কর্মসূচি শুরু হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, সুতি, ৯ ডিসেম্বর ঃ ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গার সচেতনতার বার্তা নিয়ে উওরাখন্ডের গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত বিএসএফের ২০ জন মহিলা কনস্টেবলের দল রাফটিং পৌঁছালো

ফারাক্কায়। সোমবার সন্ধ্যায় মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা ব্লকের গান্ধীঘাটে এসে পৌঁছান তারা। এক অনুষ্ঠান করে তাদের স্বাগত জানানো হয় বিএসএফের তরফে। ৪ নভেম্বর গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গা দূষণ মুক্ত সচেতনতা কর্মসূচি শুরু হয়েছে। আগামী ১৭ ডিসেম্বর গঙ্গাসাগরে এই কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটবে। বুধবার সকালে গঙ্গা দূষণ মুক্ত সচেতনতা কর্মসূচিতে শামিল হবেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা থেকে ভাগীরথী নদী হয়ে জঙ্গিপুর হয়ে মুর্শিদাবাদ শহরে ১৩ ডিসেম্বর পৌঁছাবে। ১৪ ডিসেম্বর নদীয়া জেলার পলাশি হয়ে ১৭ ডিসেম্বর গঙ্গাসাগরে এই কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটবে। এই সচেতনতা রাফটিং বিএসএফের মহিলা কনস্টেবল দল প্রায় আড়াই হাজার পথ অতিক্রম করবে বলে জানা গেয়েছে। এদিন বিএসএফের মালদা রেঞ্জের ডিআইজি তরুণ কুমার গৌতম সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

অকালে দুর্গা পুজোকে কেন্দ্র করে ফুলিয়ায় সাজ সাজ রব

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৯ ডিসেম্বর ঃ আনুমানিক ৯০ বছর থেকে হয়ে আসছে নদীয়ার শান্তিপুর ফুলিয়ার বসাক বাড়ির কাত্যায়নী পুজো। দুর্গা পুজোর মতোই আনন্দে মেতে ওঠে আট থেকে আশি সকলেই। বৃন্দাবনে গোপীনরা কৃষ্ণ লাভের আশায় কাত্যায়নি ব্রত করে। তার পরই কৃষ্ণ

মথুরা থেকে বৃন্দাবনে এসেছিলেন। সেই নিয়ম কে মান্যতা দিয়েই এই কাত্যায়নি পুজো। তবে পরিবারের প্রবীণ সদস্য শান্তি রঞ্জন বসাক জানান, তার পিতা পুত্র লাভের আশায় এই পুজো শুরু করেন। তারপর তার জন্ম হয়। শুধু তাই নয় এই পুজো করে বাড়ির অনেকেরই পুত্র সন্তান লাভ হয়েছে। যদিও ব্রিটিশ শাসনকালে তৎকালীন সময়ের পুজোয় এখনো কোনো ভাটা পড়েনি। বৈষ্ণব মতে আজও চিরাচরিত নিয়ম মেনে চলছে কাত্যায়নী পুজো। বাড়ির মহিলা সদস্যরা এবং ছোট ছোট বাচ্চারাও এই পুজোয় মেতে ওঠে তারা জানান দুর্গাপুজোর পর থেকে তাদের মনে বিশেষ আনন্দ শুরু হয় বাড়িতে মা আবার আসবে। নতুন জামা কাপড় কেনা থেকে সিঁদুর খেলা সবেতেই মেতে ওঠেন বাড়ির মহিলারা। আজও দশমীতে সিঁদুর খেলায় মেতে উঠে তারপরেই দেবীকে কৈলাসের উদ্দেশ্যে বিদায় জানান বসাক বাড়ির সদস্যরা। এই পুজোকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসী তথা সারা ফুলিয়া অঞ্চলের মানুষ প্রসাদ গ্রহণ করে তাদের এই বাড়িতে এমনটাই জানান পরিবারের সদস্যরা।

মেট্রো যাত্রীরা ইউপিআই ভিত্তিক টিকেটিং সিস্টেমকে পছন্দ করছেন

কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর ঃ আরও বেশি সংখ্যক মেট্রো যাত্রীরা ডিজিটাল মোড ব্যবহার করছেন, অর্থাৎ UPI, নেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিটক্রেডিট কার্ড টোকেন এবং স্মার্ট কার্ড কেনার জন্য এবং মেট্রোতে স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করুন। টিকিট সিস্টেমের এই বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল মোড যাত্রীদের সময় বাঁচাতে এবং পরিবর্তনের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করছে। UPI ভিত্তিক টিকিট সিস্টেম চালু করা হয়েছে স্টেশনগুলিতে ইনস্টল করা সমস্ত স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিনে (ASCRM) পাশাপাশি ব্লু লাইন, গ্রীন লাইন-১, গ্রীন লাইন-২, অরেঞ্জ এবং পার্পল লাইনের টিকিট কাউন্টারে। ফলস্বরূপ, যাত্রীদের এখন এই স্টেশনগুলিতে কারেন্সি নোট এবং কয়েনে সঠিক ভাড়া টেন্ডার করতে হবে না। পরিবর্তে, তারা এখন তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করছে বা এই বিকল্প ব্যবস্থার সাহায্যে টোকেন ক্রয় করছে। মেট্রো রেলওয়েতে এই ডিজিটাল পদ্ধতির টিকিট ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর, যাত্রীদের মধ্যে মুদ্রা নোটে ভাড়া টেন্ডার করার ঐতিহ্যগত পদ্ধতি বেছে নেওয়ার পরিবর্তে এই নতুন সিস্টেমের মাধ্যমে টোকেন বা স্মার্ট কার্ড কেনার জন্য ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। আরও বেশি সংখ্যক যাত্রী এই টিকিট মোডটিকে ব্যবহারকারী-বান্ধব বলে মনে করেছেন। যাত্রীরা আনন্দিত কারণ ডিজিটাল মোড টিকিটিং সিস্টেম নির্বিঘ্ন লেনদেনের অনুমতি দেয় এবং এটি যাত্রীদের অনেক সময় বাঁচায় এবং তাদের একটি স্মার্ট টিকিট সিস্টেম উপভোগ করতে সক্ষম করে। টিকিট সিস্টেমের ডিজিটাল মোড বেছে নেওয়া ৭৫ এরও বেশি যাত্রীরা এখন UPI ভিত্তিক টিকিট সিস্টেম ব্যবহার করতে পছন্দ করছেন। জুলাই'২৪ থেকে নভেম্বর'২৪ পর্যন্ত সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, যাত্রীদের মধ্যে UPI ভিত্তিক টিকিটিং সিস্টেম ব্যবহারের এই প্রবণতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য যে মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমস (CRIS) এর সহায়তায় এই ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টারফেস (UPI) ভিত্তিক টিকিট সিস্টেম চালু করেছে।

শিল্পের সমাধান

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৯ ডিসেম্বর ঃ সারা রাজ্যের সঙ্গে রামপুরহাট দুই ব্লকে শুরু হয়েছে শিল্পের সমাধান। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে রামপুরহাট ২নং ব্লকে আয়োজন করা হল এম এস এমি ক্যাম্প বা ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ শিবির। সাধারণ মানুষের সুবিধাও স্বার্থে এই শিবিরে এক জায়গাই আনন্দধারা সেলফ হেলপ গ্রুপ, ব্যাঙ্কিং পরিসেবা, লোন, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড সহ বিভিন্ন দফতরকে এক জায়গাই আনা হয়েছে। জানা গেছে, এই শিল্পের সমাধান অনেকটাই দুয়ারে সরকারের মতো কর্মকাণ্ড। বহু মানুষ এখানে হাজির হন। পরিসেবা পেয়ে তারা উপকৃত হন। এই শিবির ৯ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। এখানে সেলফ হেলপ গ্রুপের তৈরী দ্রব্যও বিক্রি হচ্ছে।

আন্ডারপাশের কাজ করতে গিয়ে মাটি চাপা পরে মৃত ১ শ্রমিক, আহত ২

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৯ ডিসেম্বর ঃ রেলওয়ের নতুন আন্ডারপাস তৈরি করতে গিয়ে ধসে পড়ল মাটি। সেই মাটি চাপা পড়ে মৃত হল এক রেল শ্রমিকের। মৃতের নাম আশুতোষ মণ্ডল। মাটি চাপা পরে আহত হন আরও দু'জন শ্রমিক। আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক অবস্থায় কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে চিকিৎসার জন্য। রবিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার কোমরপুর স্টেশনে। দুর্ঘটনার সময় আন্ডারপাশের ট্যানেলের কাজ করছিল শ'খানেক শ্রমিক, এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে এলাকায়। অভিযোগ, কাজের আগে ঠিক মতো মাটির পরীক্ষা করা হয়নি। তার ফলেই এই দুর্ঘটনা। এতে রেল শ্রমিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন চিহ্ন উঠেছে ইতিমধ্যে। এটা নিছিকই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা বলে দাবী করেন রেল আন্ডারপাস তৈরি করতে আসা সংস্থার আধিকারিকরা। দুর্ঘটনার পিছনে বিদ্যুৎ পর্ষদকে দায়ি করে সংস্থার পক্ষ থেকে জুলফিকার শেখ বলেন, আমরা কোমরপুর স্টেশনে পাশে আন্ডারপাশ তৈরির বরাত পাই এবং সেই অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছিল। কিন্তু মাটির নিচে বিদ্যুৎ ১১ হাজার ভোল্টের কেবল গেছে, যা রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ আমাদের আগে থেকে রকম সূচনা দেয়নি। এরজেরে একরকম বাধ্যে হয়েই আন্ডারপাশটি কয়েক ফুট স্থানান্তরিত করতেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। ওখানে শ'খানেক শ্রমিক কাজ করছিল, এই তিনজন ছাড়া বাকিদের কিছু হয়নি বলে সাফাই দেন তিনি। কাটোয়া বিদ্যুৎ পর্ষদের পক্ষ থেকে এক আধিকারিক বলেন, বিদ্যুৎ বিভাগের জন্য এই দুর্ঘটনা টি নয়। রেল বিভাগ কে আগেই জানানো হয়েছে কোমরপুর রেল স্টেশনের পাশে ১১ হাজার ভোল্টের আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল যাচ্ছে। স্থানীয় জানা গেছে, রবিবার কাটোয়া- আহমদপুর শাখার কোমরপুর স্টেশনের রেলগেটের কাছে নতুন আন্ডারপাস তৈরির কাজ চলচ্ছে। রাতে হঠাৎ আন্ডারপাসের মাটি ধসে পরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। সঙ্গে চাপা পরে যায় তিনজন শ্রমিক, বাকি শ্রমিকরা সঙ্গে সঙ্গে মাটি সরিয়ে তিন জনকে উদ্ধার করে কাঁদরা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা এক জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ভর্তি রাখে। তাদের অবস্থা আরো অবনতি হওয়ায় তাদের দুর্ঘটনার খবর পেয়েই রেলের আধিকারিকরা এবং আরপিএফ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দূর্ঘটনার পর সোমবার পুনঃরায় কোমরপুর স্টেশনের পাশে আন্ডারপাশের কাজ করতে দেখা যায় রেল শ্রমিকদের, তদারকিতে রেল কর্মীরা।

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় বাঁচাও মঞ্চের প্রতিষ্ঠা দিবসে অবিলম্বে সমবায়গুলিতে নির্বাচন

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৯ ডিসেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গ সমবায় বাঁচাও মঞ্চ-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে অবিলম্বে সর্বস্তরের সমবায়গুলির নির্বাচন, বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের ১৫ কোটি-সহ বিভিন্ন সমবায় সংস্থায় লুট হয়ে যাওয়া টাকা পুনরুদ্ধার ও লুটের সাথে যুক্তদের শাস্তি প্রদান, সমবায়গুলিতে কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনার উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা, ৪ সুদে কৃষকদের ঋণ প্রদান, মাইক্রো ফিনান্স কোম্পানীগুলির ঋণ প্রদানের নামে সমস্ত দাদাগিরি বন্ধ, সমবায়গুলির উন্নয়নের স্বার্থে বৈদ্যনাথন কমিটির সুপারিশ কার্যকরী করা- সহ দশ দফা দাবীতে ডেপুটি রেজিস্টার অফ কোঅপারেটিভ সোসাইটি (DRCS)'কে এক গণ-ডেপুটেশনে সামিল হলেন বাঁকুড়া জেলার সমবায়ীরা। বিষয়গুলিতে কার্যকরী পদক্ষেপের অনুরোধ জানিয়ে জেলা প্রশাসনের সর্বোচ্চ আধিকারিক হিসেবে এই স্মারকলিপির অনুলিপি দেওয়া হলো বাঁকুড়ার জেলা শাসককেও। প্রতিকুল আবহাওয়াই বৃষ্টির মধ্যেও বেলা ১২টায় বাঁকুড়া মাচানতলায় বঙ্গ বিদ্যালয় ময়দানে সমবেত হয়ে মিছিল করে সমবায়ীরা এসে সমবেত হন বাঁকুড়ার DRCS'র অফিসের সামনে। সেখানে সংগঠনের জেলা সভাপতি অসিত শর্মার পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত এক সংক্ষিপ্ত সভায় দাবীগুলির যৌক্তিকতা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক তরুণ রাজ ও রাজ্য কমিটির সদস্য প্রতীপ মুখার্জী। বক্তারা বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ও টিএমসি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের একযোগে সমবায় ব্যবস্থাকে দুর্বল তথা ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে জেলার সর্বস্তরের জনগণ তথা সমবায়ী বন্ধুদের কাছে আহ্বান জানান। সভা শেষে দশজনের এক প্রতিনিধি দল DRCS'র অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে ১০ দফা দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করেন।

জগৎবল্লভপুরের পোলগুস্তিয়ায় হামলার ঘটনায় গ্রেফতার অভিযুক্ত, বিহার থেকে ধৃতকে আনা হচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৯ ডিসেম্বর ঃ হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের পোলগুস্তিয়ায় হামলার ঘটনায় গ্রেফতার অভিযুক্ত, বিহারের মধুবনী থেকে ধৃতকে হাওড়ায় আনা হচ্ছে। জগবল্লভপুরের পোলগুস্তিয়া সমিতির বাঁধ এলাকায় দর্জির কারিগর অসিত ভুঁইয়ার উপর হামলার ঘটনায় অভিযুক্ত যুবককে বিহারের মধুবনী থেকে গ্রেফতার করলো হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশ। গত ২৬ নভেম্বর ওই ঘটনাটি ঘটে। অভিযোগ পেয়েই পুলিশ তদন্তে নামে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রাহুল আমিন নামের অভিযুক্ত যুবককে বিহারের মধুবনী থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। প্রাথমিক জেরায় ধৃত জানিয়েছে, মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা সে। মূলত অবৈধ সম্পর্কজনিত একটি ঘটনা কারণেই এই ঘটনা সে ঘটিয়েছে। তবে প্রকৃত কারণ জানতে ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিতে চাইছে পুলিশ। অভিযুক্তকে হাওড়ায় নিয়ে আসা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, গত ২৬ নভেম্বর রাতে ওই ঘটনাটি ঘটে। দর্জির কারিগরকে বাড়ি থেকে ডেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায় অজ্ঞাতপরিচয় ওই যুবক। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আক্রান্তের নাম অসিত ভুঁইয়া। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকেন। এলাকায় দর্জির কারিগর হিসেবেই পরিচিত ওই ব্যক্তি। তাঁর বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। অভিযোগ, গভীর রাতে মুখ ঢাকা অবস্থায় এক যুবক অসিত ভুঁইয়ার বাড়িতে আসেন এবং তাঁকে বাড়ির বাইরে থেকে ডাকাডাকি করেন। অসিত বাড়ির বাইরে আসতেই তাঁকে ধারাল অস্ত্রের কোপে এলোপাথাড়ি হাতে, মুখে এবং গলায় আঘাত করে ওই অজ্ঞাতপরিচয় যুবক। অসিতবাবুর চেঁচামেচি শুনে স্থানীরা ছুটে এলে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। এরপর রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয়রা উদ্ধার করে অসিত বাবুকে চিকিৎসার জন্য আমতা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। এই ঘটনায় এবার গ্রেফতার হলেন অভিযুক্ত যুবক।

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে নারী ক্ষমতায়ন কমিটি দ্বারা কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সপ্তাহ

গোরখপুর, ৯ ডিসেম্বর ঃ অতিরিক্ত জেনারেল শ্রী দীনেশ কুমার সিং-এর প্রধান আতিথেয়তায় কোথায় উপেক্ষা করবেন না, যৌন হয়রানি বন্দ্ধ করুন, একজন মহিলার মর্যাদা বিতর্কের জন্য নয় শিরোনামে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হয়রানি এবং প্রতিরোধের বিষয় ম্যানেজার, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে নারী ক্ষমতায়ন কমিটি দ্বারা কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সপ্তাহ। ০৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ এর শেষ দিনে রেলওয়ে অডিটোরিয়ামে, গোরখপুরে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। সেমিনারে বক্তৃতা করে, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক শ্রী দীনেশ কুমার সিং বলেন যে কর্মক্ষেত্রে নারীদের হয়রানি প্রতিরোধ ও প্রতিরোধ সম্পর্কিত আইন- ২০১৩ ভারত সরকার এনেছে। ২০১৫ সালে, রেল পরিষেবা (আচরণ) বিধি-১৯৬৬-এর ধারা-৩ সি-তে রেলের দ্বারা এই বিধান করা হয়েছে। এই আইনটি সমস্ত রেল কর্মচারীদের জন্য রেল পরিষেবা (আচরণ) বিধিগুলির একটি অংশ। প্রতিটি রেল কর্মচারীকে এটি অনুসরণ করতে হবে। যদি কোনো নারী মনে করেন যে তিনি যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন, তাহলে তিনি এ বিষয়ে অভিযোগ করতে পারেন। রেল প্রশাসন সংবেদনশীলভাবে তার পাশে রয়েছে। সকল নারীকে মানসিকভাবে শক্তিশালী হতে হবে এবং নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্য পেতে হবে এবং প্রয়োজনে অভিযোগ করতে হবে। শ্রী সিং বলেছেন যে আমাদের সকলের উচিত নিজেদের মধ্যে মানবতা ও মানবিক অনুভূতি আনার চেষ্টা করা। চিফ পার্সোনেল অফিসার আই.আর. শ্রী অবধেশ কুমার বলেন, নারীরা আজ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। কর্মক্ষেত্রে নারীর শোষণ থেকে বোঝা যায় আমরা এখনো মানবিকতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারিনি। তিনি বলেন, নারীরা যদি সত্যিই অনুভব করেন যে তাদের সঙ্গে অন্যায় কিছু ঘটছে, তাহলে তাদের অবশ্যই পূর্ণ আত্মবিশ্বাস বজায় রেখে হয়রানির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। আমাদের সকলের উচিত নারীদের সম্মানের চোখে দেখা। আমন্ত্রিত বিশেষ বক্তা ছিলেন অধ্যাপকবোটানি, সেন্ট অ্যান্ড্রুজ কলেজ, গোরখপুর এবং সহযোগী N.C.C. অফিসার ক্যাপ্টেন ড. নিধি লাল কর্মক্ষেত্রে নারীদের হয়রানি আইন-১৯১৩, ড্রেস সেন্স ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। মিসেস অনামিকা, মিসেস স্বাতী এবং মহিলা ক্ষমতায়ন কমিটির প্রধান স্বার্থ পরিদর্শক শ্রী শ্বেত ভান সিং কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হয়রানি এবং প্রতিরোধের বিষয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন নারী ক্ষমতায়ন কমিটির চেয়ারপার্সন শ্রীমতি রচনা শ্রীবাস্তব।

নতুন বছরের প্রাক্কালে পর্যটকদের ভিড় বক্রেশ্বর ধামে

দুরন্ত বার্তা, বক্রেশ্বর, ৯ ডিসেম্বর ঃ শীতের ছুটির মরশুমে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে বীরভূমের বক্রেশ্বর ধামে পর্যটক ও তীর্থযাত্রীদের ঢল নামতে শুরু করেছে। বছরের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে বাঙালির ভ্রমণের তালিকায় বক্রেশ্বর এখন অন্যতম আকর্ষণ। বক্রেশ্বরের উষ্ণপ্রস্রবণ ও তারাপীঠ তীর্থপীঠের আধ্যাত্মিক পরিবেশ পর্যটকদের কাছে বিশেষভাবে প্রিয়। ডিসেম্বর পড়তেই গোটা বাংলায় শীতের আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে। এরই সঙ্গে বেড়েছে ভ্রমণপিপাসু মানুষের ঘুরতে যাওয়ার প্রবণতা। পুরী, দিঘা, মন্দারমনি ঘোরার পর বীরভূমের মাটিতে বক্রেশ্বরের মতো ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক স্থানে মানুষ নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে আসছেন। বক্রেশ্বর তার উষ্ণপ্রস্রবণের জন্য বিখ্যাত। কথিত আছে, এই উষ্ণপ্রস্রবণের গরম জলে স্নান করলে বহু রোগ থেকে মুক্তি মেলে। এই বিশ্বাসে সারা বছরই দেশ-বিদেশ থেকে তীর্থযাত্রী ও পর্যটকরা এখানে ভিড় জমান। তবে শীতের মৌসুমে ভিড় কয়েক গুণ বেড়ে যায়। নতুন বছর আসতে আর হাতে গোনা কয়েকদিন বাকি। তার আগেই বক্রেশ্বর ধামে মানুষের ঢল চোখে পড়ছে। পর্যটকদের জন্য বক্রেশ্বরের আশেপাশে রয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও শান্ত পরিবেশ। আধ্যাত্মিকতা ও প্রকৃতির এক অপূর্ব মেলবন্ধন এই স্থান। স্থানীয় প্রশাসন পর্যটকদের সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে।

মহিলা পুলিশ কর্মীর মোবাইল চুরি, ধৃত যুবক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ ডিসেম্বর ঃ চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো মালদা শহরের প্রাণকেন্দ্র ফোয়ারা মোড় এলাকায়। এক মহিলা পুলিশ কর্মীর ব্যাগ থেকে মোবাইল বের করে পালানোর সময় হাতেনাতে পাকড়াও এক যুবক। ধৃত যুবককে ইংরেজবাজার থানার হাতে তুলে ওই মহিলা সহ স্থানীয়রা। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে এদিন সকালে মালদা শহরের ফোয়ারা মোড় এলাকায় মহিলা পুলিশ কর্মী ও তার স্বামী ডালপুরীর দোকানে ডালপুরি খাচ্ছিলেন। সেই সময় ওই যুবক ওই মহিলার পুলিশকর্মীর পাশে এসে দাঁড়ায়। মহিলা পুলিশ কর্মী এর ব্যাগ থেকে পরপর দুটি মোবাইল চুরি করে পালানোর সময় ওই যুবককে হাতেনাতে পাকড়াও করে ওই মহিলা সহ স্থানীয়রা। প্রথমে ওই যুবককে তুলে দেওয়া হয় মালদা শহরের ফোয়ারা মোড় এলাকায় স্থানীয় ট্রাফিক পুলিশের হাতে। এরপর খবর দেওয়া হয় ইংরেজবাজার থানার পুলিশকে। ইংরেজবাজার থানার সাদা পোশাকের পুলিশ এসে ওই ধৃত যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইংরেজবাজার থানায় নিয়ে যায় বলে জানা যায়।

শিলাবতী নদীর গর্ভ থেকে অবাধে পাচার হচ্ছে বালি! শুরু রাজনৈতিক চাপানউতোর

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৯ ডিসেম্বর ঃ বাঁকুড়ার সিমলাপাল ব্লকের গোটকানালি ও কুসুমকানালি গ্রাম-সংলগ্ন শিলাবতী নদীর চর থেকে প্রতিদিনই ট্রাক্টরে করে দিব্যি পাচার হয়ে যাচ্ছে টন টন বালি। বিষয়টি সামনে আসতেই দোষারোপ ও পাল্টা দোষারোপ শুরু করেছে শাসক ও বিরোধী-- দুই পক্ষই। সপ্তাহদুই আগেই মুখ্যমন্ত্রী পুলিস ও প্রশাসনকে

বালি পাচার রুখতে সর্বতোভাবে নজরদারি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তার পরেও প্রশাসনের একেবারে নাকের ডগায় দিনের পর দিন চলছে বালিপাচার! নির্বাক পুলিস ও প্রশাসন? ঘটনা বাঁকুড়ার সিমলাপাল থানার গোটকানালি ও কুসুমকানালি এলাকার। ওই দুই গ্রামের পার্শ্ববর্তী শিলাবতী নদীর পাারে মাটির উপরের স্তর সরিয়ে বের করা হচ্ছে নীচের ভালো মানের বালির স্তর। পরে তা খুঁড়ে তুলে ট্রাক্টরে করে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। না, রাতের অন্ধকারে নয়। প্রকাশ্য দিনের আলোতেই ট্রাক্টরে বালি বোঝাই করে পাচার করা হচ্ছে! পাচার হচ্ছে স্থানীয় এলাকাতেই। মাসের পর মাস ধরে এই অবৈধ বালি পাচারের ফলে নদীগর্ভে এবং পাড়ের অংশে তৈরী হয়েছে বড় বড় গর্ত। অবৈজ্ঞানিকভাবে বালি তোলার ফলে ধীরে ধীরে ভাঙছে নদীর পাড়। একটু একটু করে নদীগর্ভ এগিয়ে আসছে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির দিকে। এই পরিস্থিতিতে নদীগর্ভের বালি পাচার বন্ধের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। শিলাবতী নদীগর্ভ থেকে বালি পাচারের বিষয়টি সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপির দাবি, পুলিস প্রশাসন ও রাজ্যের শাসকদলের প্রত্যক্ষ মদতেই দিনের পর দিন এই বালি পাচার হচ্ছে। পাল্টা এই বালি পাচারে বিজেপি- যোগের দাবি জানিয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Parks & Squares), KMC** invites quotation e-tender online percentage rate two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/EE_PS/VII/56/6/24-25 (1st Call)** Name of the Work: **The beautification and renovation of the road side garden at 16, R.N.C. Road in Ward No.-56.** Estimated cost: **₹ 2,49,189.89.** Earnest Money: **₹ 5,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**

2. NIT No.: **KMC/EE_PS/III/30/4/24-25 (1st Call)** Name of the Work: **Improvement & beautification of road side at 107, N.N. Road in Ward No.-30.** Estimated cost: **₹ 1,99,986.24.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

3. NIT No.: **KMC/EE_PS/VII/64/7/24-25 (1st Call)** Name of the Work: **Annual maintenance of vertical gardens on The Northern Flank of Park Circus 4 No. Bridge from Pier No. P-17 to Pier No. P-20 in Ward No.-64, Br.-VII.** Estimated cost: **₹ 2,75,795.51.** Earnest Money: **₹ 5,600.00.** Period of Completion: **365 Days.** Last date and time of submission of bid: **18.12.2024, 1.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details shall be available on and from **11.12.2024 (10.00 a.m.)** (for Sl. No. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Director General/Mechanical (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/ASPH/PB/KM-17/24-25 (1st Call)** Name of the Work: **Repairing of Road by Lowering of Bituminous Road surface of Khairu Place from Premises No.-1 Kapalitola Lane to 23 C.R. Avenue in Ward No.-46, Br.-VI, under Roads Mechanical Department.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 4,93,079.71.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **20 Days.**

2. NIT No.: **KMC/ASPH/PB/KM-18/24-25 (1st Call)** Name of the Work: **Repairing of Road by Lowering Bed and Provide Conc. Kerb at Metcalfe Lane from Premises No.-25 Princep Street to 12 Ganesh Chandra Avenue in Ward No.-46, Br.-VI, under Roads Mechanical Department.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 3,21,063.10.** Earnest Money: **₹ 6,500.00.** Period of Completion: **20 Days.**

3. NIT No.: **KMC/ASPH/GG/SM-24/24-25 (1st Call)** Name of the Work: **Restoration of Road surface damaged due to Laying of S.W. Pipe and F.W. Pipe at R. R. Plot (from Premises No. 361 to 341), in Ward No.-108, Br.-XII under Road's Mechanical Department.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 4,74,099.77.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**

4. NIT No.: **ASPH/P.B/SAMI-12/2024-25** Name of the Work: **Re-feeding of Spilled over Agregates of Slinger Belt and Gathering Belt of Hot-Mix Plant at Asphaltum Deptt., Palmer Bazar.** Estimate Amount: **₹ 4,54,023.68.** Earnest Money: **₹ 9,200.00.** Period of Completion: **180 Days.** Last date and time of submission of bid: **19.12.2024 at 12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2), **18.12.2024 at 12.00 noon** (for Sl. No. 3) & **19.12.2024, 4.00 p.m.** (for Sl. No. 4). Bid opening date for Technical Proposals (Online): **21.12.2024, 12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2), **20.12.2024 at 12.00 noon** (for Sl. No. 3) & **21.12.2024 at 4.00 p.m.** (for Sl. No. 4). The bid forms and other details are available on and from **11.12.2024 after 12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2), **09.12.2024 after 12.00 noon** (for Sl. No. 3) & **10.12.2024, 6.00 p.m.** (for Sl. No. 4). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 4).

The **C.M.E. (SWM), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :–

NIT No.: **KMC/SWM-I/X-MAS/01/2024-25** Name of the Work: **Deployment of 15 Nos. Contractual Mazdoors during 16/12/2024 to 02/01/2025 for Kolkata Christmas Festival at Park Street, in Ward No.-063 under Borough-VII.** Estimated Amount: **₹ 1,38,240.00.** Earnest Money Deposit: **₹ 3,000.00.** Price of Tender: **₹ NIL.** Period of Work: **18 Days.** Last date and time of submission of bid (Online): **18.12.2024 (2.00 p.m.).** Tender will be opened on (Technical Proposal): **20.12.2024 (2.00 p.m.).** The bid forms and other details are available on and from **11.12.2024 (2.00 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

Dy. Ch. Engineer/SWM-II, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/SWM-II/E/24-25/68** Name of the Work: **Procurement of New 72V 10A Auto-Cut Battery Charges for Br.-XIII under SWM.** Estimated Amount: **₹ 4,09,980.00.** Earnest Money: **₹ 8,200.00.** Period of Completion: **7 Days.**

2. NIT No.: **KMC/SWM-II/E/24-25/69** Name of the Work: **Procurement of New 72V 10A Auto-Cut Battery Charges for Br.-XIV under SWM Deptt. KMC.** Estimated Amount: **₹ 1,63,992.00.** Earnest Money: **₹ 3,300.00.** Period of Completion: **5 Days.**

3. NIT No.: **KMC/SWM-II/E/24-25/70** Name of the Work: **Procurement of New 72V 10A Auto-Cut Battery Charges for Br.-XVI under SWM Deptt. KMC.** Estimated Amount: **₹ 2,76,736.00.** Earnest Money: **₹ 5,600.00.** Period of Completion: **10 Days.** Last date and time of submission of bid: **18.12.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **10.12.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Director General (S&D)/KMC** invites e-tender online quotation rate two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/BELGACHIA/PUMP1/55/24-25 (1st Call)** Name of the Work: **Repairing & servicing of damaged SS Sleeve & GM Impeller with others Parts of Pump No.-1 at Belgachia DPS under MDPS.** Estimated Amount: **OPEN QUOTATION.** Earnest Money: **₹ 3,900.00.** Period of Completion: **15 Days.**

2. NIT No.: **KMC/DB/LTP1/BRG/58/24-25 (1st Call)** Name of the Work: **Supply, fitting fixing of plummer block bearings, pump bearings & Adapter Sleeves along with manufacturing, supply of pump body for DWF pump No. 1 at Duttabagan DPS under MDPS.** Estimated Amount: **OPEN QUOTATION.** Earnest Money: **₹ 5,100.00.** Period of Completion: **15 Days.**

3. NIT No.: **KMC/MDPS/ACS/59/24-25 (1st Call)** Name of the Work: **Servicing, repairing & replacing of damaged power drive roller chain, MS Joist & MS plate of ACS m/c & its other allied accessories at MDPS.** Estimated Amount: **OPEN QUOTATION.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**

4. NIT No.: **KMC/PS2/CRANE/60/24-25 (1st Call)** Name of the Work: **Through overhauling, repairing & replacement of damaged spare parts of overhead travelling crane (5 Ton Capacity) at PS-II DPS under MDPS.** Estimated Amount: **OPEN QUOTATION.** Earnest Money: **₹ 3,700.00.** Period of Completion: **07 Days.** Last date and time of submission of bid: **19.12.2024 upto 5.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **11.12.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 4). The website **https://www.wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 4).

The **Dy. Ch. Eng. (M) (SWM-II), KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following work :–

NIT No.: **SWM-II/DIST-IV/26/24-25** Name of the Work: **Installation of 08 nos. guide rail for Gobinda Addy Road, Regent State and 9 No. Mominpur Road Compactor Station of Dist.-IV Garage under SWM-II Department.** Estimated Amount: **₹ 2,37,902.00.** Earnest Money: **₹ 4,800.00.** Period of completion: **08 Days.** Last date and time of submission of bid: **21.12.2024 upto 1.00 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **09.12.2024 (10.00 a.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in**

1015/24-25

বিজ্ঞান - পরিবেশ

চাঁদে অভিযানের জন্য নাসার পরবর্তী প্রজন্মের রকেট

মানুষের চন্দ্র জয়ের ৫০ বছর পর চলতি দশকে চাঁদে আবারও মানুষ পাঠানোর স্বপ্ন দেখছে নাসা। এ কারণে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থানাসা বেশ পরিকল্পনা নিয়ে আর্টেমিস চন্দ্র অভিযানের পরিকল্পনা করেছে। ২০২৬ সালে চাঁদে মানুষ পাঠানোর লক্ষ্য থাকলেও সেই অভিযানে বিলম্ব ঘোষণা করেছে নাসা। নাসার বর্তমান প্রশাসক বিল নেলসন আর্টেমিস কর্মসূচি দেরি করার কথা জানান।

যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন প্রশাসনের অধীনে নীতি পরিবর্তন হতে পারে বলে দুটি পরিকল্পিত অভিযানকে পিছিয়ে দিয়েছে নাসা। নাসা আর্টেমিস অভিযান ২০২৬ সালের বদলে ২০২৭ সালে পরিচালনা করতে পারে বলে জানিয়েছে। স্পেসএক্সের স্টারশিপ ব্যবহার করে মহাকাশচারীরা চাঁদে অবতরণের অভিযানে যেতে পারে বলে নাসা জানিয়েছে। নেলসন বলেন, 'স্পেসএক্স ল্যান্ডার প্রস্তুত বলে ধরে নিয়েছি আমরা। ২০২৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে তৃতীয় আর্টেমিস অভিযান চালু করার পরিকল্পনা করছি। এই অভিযানটি ২০৩০ সালের মধ্যে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করার জন্য চীনা সরকারের লক্ষ্যের আগেই বাস্তবায়িত হবে।

অভিযান দেরি করার কারণ হিসেবে জানা গেছে, প্রথম আর্টেমিস অভিযানে লকহিড মার্টিনের ওরিয়ন ক্রু ক্যাপসুল ও হিট শিল্ডে ২০২২ সালে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পুনঃ প্রবেশের সময় ফাটল দেখা যায়। তখন নভোযানটিতে আংশিকভাবে ক্ষয় দেখা যায়। আর্টেমিস প্রোগ্রামটি ট্রাম্পের প্রথম প্রশাসনের সময় নাসা গ্রহণ করেছিল। ১৯৬০ ও ১৯৭০ দশকে অ্যাপোলো মিশনের মাধ্যমে চন্দ্রে শুধু মানুষ পাঠানো হয়। আর্টেমিস প্রোগ্রামের মাধ্যমে নাসা চন্দ্রে ঘাঁটি তৈরির কাজ করছে। ভবিষ্যতে মঙ্গলে নভোচারীদের পাঠানোর জন্য আর্টেমিস অভিযানকে নতুন সুযোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

আর্টেমিস চন্দ্র অভিযানের অংশ হিসেবে এরই মধ্যে নাসা বিশাল স্পেস লঞ্চ সিস্টেম উৎক্ষেপণ করেছে। আর্টেমিসের পরবর্তী অভিযানের জন্য আরও উন্নত খেয়াযান ব্যবহারের চেষ্টা করছে নাসা।

আদিম মানুষের নতুন প্রজাতি আবিষ্কার করেছেন নৃতত্ত্ববিদেরা

আদিম মানুষের একটি নতুন প্রজাতি আবিষ্কার করেছেন চাইনিজ একাডেমি অব সায়েন্সেস ও যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল নৃতত্ত্ববিদ। নতুন এই প্রজাতির নামকরণ করা হয়েছে 'হোমো জুলুয়েনসিস'। অন্যান্য হোমিনিন প্রজাতির থেকে বেশ পার্থক্য রয়েছে এই মানবপ্রজাতির।

নেচার কমিউনিকেশনস অ্যান্ড প্যালিওএনথ্রোপলজি সাময়িকীতে নতুন প্রজাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, জুলুয়েনসিস অর্থ বড় মাথা। পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে ৩ লাখ থেকে ৫০ হাজার বছর আগে জুলুয়েনসিস প্রজাতির মানুষের বসবাস ছিল। গবেষকেরা মনে করেন, এই প্রজাতি হিমশীতল ঠান্ডায় বেঁচে থাকার জন্য বন্য ঘোড়া, পাথরের তৈরি হাতিয়ার ও প্রক্রিয়াজাত পশুর চামড়া ব্যবহার করত। হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিদ ক্রিস্টোফার জে বে বলেন, 'জীবাশ্ম বিশ্লেষণের সময় সম্ভাব্য নতুন প্রজাতি আবিষ্কার করেছি আমরা। এই প্রকল্প বেশ কয়েক বছর আগে শুরু করা হলেও নতুন হোমিনিন বা মানুষের কোনো পূর্বপুরুষ প্রজাতির খোঁজ পাব, তা আমরা আশা করিনি। আমরা এশিয়া থেকে পাওয়া হোমিনিন জীবাশ্মকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে সংগঠিত করতে সক্ষম হয়েছি।

এই গবেষণা হোমিনিন প্রজাতির ফসিল রেকর্ডকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরছে। হোমো ইরেকটাস, হোমো নিয়ানডারথালেনসিস বা হোমো স্যাপিয়েন্সের বাইরে এই প্রজাতির অবস্থান।' ২০১০ সালে সাইবেরিয়ায় একটি অল্পবয়সী কিশোরীর আঙুলের হাড় পাওয়া যায়। সেখান থেকে ডিএনএর মাধ্যমে শনাক্ত করা তথ্য বলছে, সেই নমুনা নতুন আবিষ্কৃত প্রজাতির অন্তর্গত হতে পারে।

নাসার নতুন প্রশাসক হচ্ছেন মার্কিন ব্যবসায়ী জ্যারেড আইজ্যাকম্যান

যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার নতুন প্রশাসক হচ্ছেন মার্কিন ব্যবসায়ী জ্যারেড আইজ্যাকম্যান।

বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জ্যারেড আইজ্যাকম্যানকে নাসার প্রশাসক হিসেবে মনোনীত করেছেন। জ্যারেড আইজ্যাকম্যান গত সেপ্টেম্বর মাসে ইলন মাস্কের মালিকানাধীন স্পেসএক্সের 'পোলারিস ডন' মিশনে অংশ নিয়ে অপেশাদার নভোচারী হিসেবে মহাকাশে হাঁটা বা স্পেসওয়াকের বিরল অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। মার্কিন উদ্যোক্তা আইজ্যাকম্যান মাত্র ১৬ বছর বয়সে নিজ বাসার বেজমেন্টে ইলেকট্রনিক পেমেন্ট প্রতিষ্ঠান 'শিফট ৪' প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন ব্যবসার জন্য মোবাইল-পেমেন্ট সফটওয়্যার, পয়েন্ট-অব-সেলস সেবা ও অনলাইন পেমেন্টের সুযোগ দেওয়া প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে বর্তমানে বছরে ২৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি লেনদেন হয়ে থাকে। আইজ্যাকম্যান ২০১২ সালে ড্রাকেন ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রতিষ্ঠানটি ব্যক্তিগত বিমান

সরবরাহের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ন্যাটোর সদস্যদেশের সামরিক পাইলটদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ২০১৯ সালে আইজ্যাকম্যান বিলিয়নিয়ারের তালিকায় নাম লেখান।

২০২১ সালে আইজ্যাকম্যান প্রথম মহাকাশ অভিযানে যান। তিনি প্রথম বেসরকারি ব্যক্তিদের পরিচালনা ইন্সপিরেশন ফোর নামে সিভিলিয়ান মিশন পরিচালনা করেন ও নেতৃত্ব দেন।

নাসার প্রশাসক হিসেবে নাম ঘোষিত হওয়ার পর আইজ্যাকম্যান এক্সে লিখেছেন, এই মনোনয়ন অত্যন্ত সম্মানের। তাঁর কাছে মহাকাশ অনুসন্ধানই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে।

মহাকাশে তার বা দড়ির সংযোগ ছাড়াই স্পেসওয়াক করছেন ব্রুস ম্যাকক্যান্ডলেস

ভাবুন তো, মহাকাশযান বা স্পেস স্টেশনের সঙ্গে তার বা দড়ির সংযোগ ছাড়াই মহাকাশের অনন্ত সীমানায় শূন্যে ভাসছেন আপনি। একবার হারিয়ে গেলে আর কোনো দিন ফেরা হবে না পৃথিবীতে। দেখা হবে না প্রিয়জনের মুখ। কল্পনায় দৃশ্যটি ভাবলেই ভয়ে শিউরে উঠবেন অনেকে। তবে মহাকাশে এমনই দুঃসাহসিক এক অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন মার্কিন নভোচারী ব্রুস ম্যাকক্যান্ডলেস। স্পেস শাটল চ্যালেঞ্জারে করে মহাকাশে অবস্থানের সময় তার বা দড়ির সংযোগ ছাড়াই স্পেসওয়াক (মহাকাশে গিয়ে নভোযানের বাইরে হাঁটা বা ঘোরা) করেন তিনি। মহাকাশে ব্রুস ম্যাকক্যান্ডলেসের স্পেসওয়াক করার ছবিটি ধারণ করা হয় স্পেস শাটল চ্যালেঞ্জার থেকে। এই ছবিকেই মহাকাশ অভিযানে তোলা সবচেয়ে ভয়ংকর ছবি হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ছবিটি তোলা হয়েছে ১৯৮৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি। সে সময় নভোচারী ব্রুস ম্যাকক্যান্ডলেস ও বব স্টুয়ার্ট নাসার তৈরি ম্যানড ম্যানুভারিং ইউনিটে (এমএমইউ) নামের বিশেষ যানে চড়ে স্পেস শাটল চ্যালেঞ্জারের বাইরে অবস্থান করছিলেন। সে সময় ব্রুস ম্যাকক্যান্ডলেস ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তার বা দড়ির সংযোগ ছাড়াই মহাকাশে স্পেসওয়াক করেন। ঠিক সেই মুহূর্তে স্পেস শাটল চ্যালেঞ্জার থেকে তোলা হয় ছবিটি। ছবিতে ব্রুস ম্যাকক্যান্ডলেসের নিচে পৃথিবী আর পেছনে বিশাল অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাকাশ দেখা যাচ্ছে।ব্রুস ম্যাকক্যান্ডলেস যখন তার বা দড়ির সংযোগ ছাড়া মহাকাশে স্পেসওয়াক করছিলেন, তখনো কিন্তু স্পেস শাটল চ্যালেঞ্জ দ্রুতগতিতে চলছিল। কিন্তু এতে নভোচারীদের তেমন কোনা সমস্যা হয়নি। কারণ, নাইট্রোজেনে চলা এমএমইউ যন্ত্রটি নভোচারীদের স্পেস শাটল চ্যালেঞ্জের কাছাকাছি থাকতে সহায়তা করেছিল।

দ্রুত কমছে আর্কটিক মহাসাগরের বরফের স্তর

ভাবুন তো একদিন সকালবেলা খবর পেলেন আমাজন বন থেকে সব গাছ হারিয়ে গেছে। কিংবা খোঁজ পেলেন উত্তর মেরুর আর্কটিক সাগর বরফশূন্য হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই আতঙ্ক ছড়াবে। এমনই এক শঙ্কার কথা প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানীরা। যে হারে আর্কটিক সাগরের বরফ গলছে, সেই হিসেবে খুব দ্রুত আমরা বরফশূন্য আর্কটিক বা উত্তর মেরু দেখতে পাব। বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর তাপমাত্রা বিশ্লেষণ করে দেখছেন, ২০৩০ সালে আর্কটিক সমুদ্রের বিশাল অংশের বরফ গলে যাবে। নেচার কমিউনিকেশনস সাময়িকীতে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে এসব তথ্য বলা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা কম্পিউটার সিমুলেশন ব্যবহার করে বরফশূন্য আর্কটিক দেখা যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো বোল্ডার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী আলেকজান্দ্রা জ্যান জানিয়েছেন, বরফশূন্য আর্কটিকে ভিন্ন ধরনের আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখা যাবে। বরফশূন্যতা পৃথিবীর জলবায়ু ও পরিবেশকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এর ফলে উত্তর মেরুর আর্কটিক সাগর প্রথমবারের মতো পুরোপুরি বরফশূন্য দেখা যাবে। উত্তর মেরুর প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য মৌলিকভাবে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের কারণে সমুদ্রের বরফ ও তুষার গলে যাচ্ছে। সাধারণত গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন বৃদ্ধির কারণে জলবায়ু উষ্ণ হচ্ছে। এতে আর্কটিক সমুদ্রের বরফ প্রতি দশকে ১২ শতাংশের মতো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এ বছরের সেপ্টেম্বরে আর্কটিক সাগরের সর্বনিম্ন বরফ দেখা গেছে। ১৯৭৮ সালের পরে এ বছর রেকর্ড সর্বনিম্ন বরফ দেখা

যায়। এ বছর সর্বনিম্ন বরফের আকার ছিল ৪. ২৮ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার এলাকা বিস্তৃত। প্রসঙ্গত, বরফশূন্য আর্কটিক মানে সাগরে কোনো বরফ থাকবে না, তা নয়। সমুদ্রে বরফের আকার এক মিলিয়ন বর্গকিলোমিটারের কম থাকলে আর্কটিককে বরফমুক্ত এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হবে। আর্কটিক সমুদ্রের বরফ পরিবর্তনের পূর্বাভাস থেকে বলা বলা হচ্ছে, ২০২৭ সালে এক দিনের জন্য সমুদ্র বরফমুক্ত অবস্থায় দেখা যেতে পারে। আর প্রথম বরফমুক্ত মাস দেখা যেতে পারে ২০৩০ সালের মধ্যেই।

ডিএইচআর-এ ভিন্টেজ স্টিম ইঞ্জিন 'বেবি সেবক'-উদ্ধোধন করলেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার

মালিগাঁও, ০৯ ডিসেম্বরঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (এনএফআর) অধীনে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) বছর জুড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দর্শনার্থীদের আকর্ষিত করে আসছে। এই ঐতিহ্যময় বিস্ময়ের প্রচার ও সংরক্ষণের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে 'বেবি সেবক' নামে পরিচিত শতাব্দী প্রাচীন ভিনটেজ স্টিম ইঞ্জিনটির পুনরুদ্ধার করা হয়েছে এবং ডিএইচআর- এর একাধিক আকর্ষণের সাথে এটিকেও যুক্ত করা হয়েছে। ০৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে ঘুম শীতকালীন উৎসব চলাকালীন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তবের দ্বারা এই উল্লেখযোগ্য পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টার উন্মোচন করা

হয়। ঘুমে এখন গর্বের সাথে 'বেবি সেবক' প্রদর্শিত হচ্ছে, যা রেলওয়ের সমৃদ্ধ উত্তরসূরীর সাথে পর্যটকদের এক স্পষ্ট সংযোগ প্রদান করেছে। একশো বছরেরও বেশি আগে জার্মানির ওরেনস্টেইন অ্যান্ড কোপেল থেকে ঠিকাদারের লোকোমোটিভ ইঞ্জিন হিসেবে যাত্রা শুরু হয়েছিল স্টিম ইঞ্জিন 'বেবি সেবক'-এর। ডিএইচআর-এর তিস্তা ভ্যালি এবং কিষানগঞ্জ শাখা নির্মাণের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বলে মনে করা হয়, এর নাম তিস্তা ভ্যালি লাইনের সেবক স্টেশনের নামে রাখা হয়েছিল। কয়েক দশকের পরিষেবার পর ১৯৭০ সালে ইঞ্জিনটি অবসর লাভ করে এবং ১৯৯০- এর শেষের দিক থেকে শিলিগুড়িতে প্রদর্শিত হয়। ২০০০ সাল থেকেই ঘুম স্টেশনের আউটডোর প্রদর্শনী হিসেবে ছিল, যেখানে এর অবস্থা ধীরে ধীরে খারাপ হতে থাকে। এর ঐতিহাসিক মূল্যের স্বীকৃতি জানাতে স্টিম ইঞ্জিনটি তিনধরিয়া ওয়ার্কশপে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিজস্ব দক্ষ কর্মীদের দ্বারা সতর্কতার সাথে এর মেরামতি করা হয়, আসল আকর্ষণ বজায় রেখে এটিকে পুনঃজীবিত করে তোলা হয়। ডিএইচআর-এর ঐতিহ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মাইলস্টোন হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে 'বেবি সেবক' স্টিম ইঞ্জিনের পুনরুদ্ধার। এই প্রচেষ্টা শুধুমাত্র ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট টুকরোকে সংরক্ষণ করার জন্য নয়, বরং তার পাশাপাশি অতীতের ইঞ্জিনিয়ারিং বিস্ময় উদযাপনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবেও কাজ করে। ঘুমে এর প্রদর্শনীর ফলে পর্যটকদের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের অনন্য ঐতিহ্যের প্রশংসা করার সুযোগ প্রদান করা হয়। ডিএইচআর-এর ক্রমাগত সংরক্ষণ ও প্রচার নিশ্চিত করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ট্যুর অপারেটর, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী এবং স্থানীয় জনগণ সহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়ে আছে। এই সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টাগুলি অঞ্চলটির সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক মূল্য বৃদ্ধি করার পাশাপাশি ঐতিহ্য সংরক্ষণের গুরুত্বের উপর জোর দেয়।

চিন্ময় মহারাজের বিরুদ্ধে আরও নতুন অভিযোগ আনা হলো

সমীর দাসঃ পাকিস্তানপন্থী মৌলবাদীদের হাতের পুতুলে পরিনত হয়েছেন মহম্মদ ইউনুস। কোনো কারণ না দেখিয়েই ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় মহারাজকে জেলবন্দি করেছে বাংলাদেশের সরকার। তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে কোনো আইনজীবীকে দাঁড়াতে দেন নি। এবার আবার নতুন করে নতুন অভিযোগ আনা হলো তাঁদের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশ সম্মিলীত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাস-সহ ১৬৪ জনের নাম ধরে ধরে তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও ওই ঘটনায় অজ্ঞাত প্রায় চারশো থেকে পাঁচশো জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রবিবার এনামুল হক নামে এক ব্যবসায়ী মামলা দায়ের করেন। প্রসঙ্গত, গত ২৬ নভেম্বর চট্টগ্রাম আদালতে চিন্ময় প্রভুর জামিন খারিজ হয়ে যাওয়ায় আদালত চত্বরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন চিন্ময়-অনুরাগীরা। প্রিজন ভ্যান আটকে দীর্ঘক্ষণ চলে বিক্ষোভ। পুলিশ লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়।এক আরাজক পরিস্থিতি তৈরী হয়। চিন্ময় মহারাজকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে সারা পৃথিবী থেকে ওঠে প্রতিবাদ। সেই দিন পুলিশ ও জনতা খণ্ডযুদ্ধে বহু মানুষ আহত হন। সংঘর্ষে নিহত হন আইনজীবী সইফুল ইসলাম। মৃত আইনজীবীর বাবা ৩১ জনের নাম উল্লেখ করে খুনের মামলা দায়ের করেন। এছাড়াও পুলিশের উপর হামলা, পুলিশকে বাধা দেওয়ার ঘটনায় আরও ৫টি মামলা দায়ের হয়। মোট ৬ মামলায় গ্রেফতার হন ৪০ জন। আর এবার খুনের চেষ্টার অভিযোগে ফের মামলা। অন্যদিকে, বিদেশি নাগরিকদের বিরুদ্ধে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি জারি বাংলাদেশ সরকারের। বাংলাদেশে অবৈধভাবে বসবাস ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিদেশি নাগরিকরা কাজ করছে বলে অভিযোগ মহম্মদ ইউনূসের সরকারের। সেকারণেই এবার বিদেশি নাগরিকদের বৈধ পরিচয়পত্র দেখতে চাইল সেদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। অন্যথায় আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। ফলে বাংলাদেশের পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠছে বলেই কূটনৈতিক মহলের ধারণা।

Name Change
I ANUKUL CHANDRA SARKAR, S/O LATE MATILAL SARKAR, R/O BELTA, GOPAL NAGAR, BONGAON, NORTH 24 PARGANAS, 743701, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANUKUL SARKAR,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/12/2024,THAT ANUKUL CHANDRA SARKAR AND ANUKUL SARKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I PHULMALA SARKAR,W/O ANUKUL SARKAR, R/O BELTA, GOPAL NAGAR, BONGAON, NORTH 24 PARGANAS, 743701, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FULMALA SARKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/12/2024,THAT PHULMALA SARKAR AND FULMALA SARKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I , Kalpana Gupta D/O- Ramkrishna Datta resident of 37, Kingshuk, Netaji Sarani Dangapara , P.S.-Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713102, have changed my name and shall henceforth be known as 'KALPANA DATTA' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 09/12/2024. That Kalpana Gupta and Kalpana Datta both are same and one identical person.

Name Change
I IBRAHIM MOLLAH, S/O AMIR ALI MOLLA, R/O VILL-PATPUKUR,PO-DIGHA PATPUKUR,PS-NAKASHIPARA, NADIA, 741154, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS IBRAHIM MOLLA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/12/2024,THAT IBRAHIM MOLLAH AND IBRAHIM MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Hosna Ara Begum W/O- Md Abuehsan Karim resident of Renaissance, Goda,Lakurdi, P.S.-Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713102, have changed my name and shall henceforth be known as 'HOSNE ARA BEGUM' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 09/12/2024. That Hosna Ara Begum and Hosne Ara Begum both are same and one identical person.

Name Change
I AMIR ALI MOLLAH, S/O LATE CHHURMAN MOLLA, R/O VILL- PATPUKUR, PO-DIGHA PATPUKUR,PS-NAKASHIPARA, NADIA, 741154, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMIR ALI MOLLA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/12/2024,THAT AMIR ALI MOLLAH AND AMIR ALI MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, MD RAJIBUL MOLLA (Old Name) S/O MOSTAN MOLLA, Residing at Vill-Shankarpur, P.O-Haroa, P.S.-Haroa, North 24 Parganas, Pin-743425, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as RAJIBUL MOLLA (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 09-12-2024, MD RAJIBUL MOLLA (Old Name) and RAJIBUL MOLLA (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I AKISHA MOLLAH, W/O AMIR ALI MOLLA, R/O VILL-PATPUKUR , PO-DIGHA PATPUKUR, PS-NAKASHIPARA, NADIA, 741154, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AKISA MOLLA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/12/2024,THAT AKISHA MOLLAH AND AKISA MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Siddartha Das S/o Rabindra Das Residing at Plot No 90, Oxy Town, Shibrampur, Behala P.o+P.s - Sarsuna, District - Kolkata, Pin- 700061 West Bengal India shall henceforth be known as Siddhartha Das. I declare that Siddartha Das and Siddhartha Das is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 09-12-2024.

Name Change
I SHYAMAL GHOSH, S/O SUNEEL GHOSH, R/O 70-10-6/5 SANATH NAGAR 2ND LINE,VIJAYAWADA, VIJAYAWADA (URBAN), KRISHNA ANDHRA PRADESH, 520010,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NIRMAL GHOSH,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/12/2024,THAT SHYAMAL GHOSH AND NIRMAL GHOSH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Sk Joynal Abedin S/o Sk Kaosar Ali Residing at Vill - Dubrajpur, P.o - Dihiramnagar, P.s - Daspur, District - West Medinipur, Pin-721212 West Bengal India shall henceforth be known as Sk Jaynal Abedin. I declare that Sk Joynal Abedin and Sk Jaynal Abedin is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 09-12-2024.

Name Change
I, ABUBAKKAR SHEIK, SON SK ALAUDDIN, RESIDING AT KASBAGOLA, EGRA,EAST MEDINIPUR - 721447, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK ABUBAKKAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/12/2024.THAT ABUBAKKAR SHEIK AND SK ABUBAKKAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Shyamal Saha, S/o - Nani Gopal Saha, R/o - 13/4B, Ariff Road, Kolkata - 700067 hereby declare that Shyamal Saha and Shyam Saha, is the same and one identical person vide affidavit No.1540 dated 21.10.2024 before the Ld.1st Class Judicial Magistrate at Kolkata. I shall be known as Shyamal Saha for all future purposes.

Name Change
I, Sk Abdul Momin S/o Sahidullah Sekh Residing at Vill - Samla, P.o - Raykhan,P.s - Haroa, District - 24 Pgs(N), Pin-743425 West Bengal India shall henceforth be known as Momen Sekh. I declare that Sk Abdul Momin and Momen Sekh is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 09-12-2024.

Name Change
I, SHEIK ARAUDDIN, SON SHEKH KHAYRU, RESIDING AT KASBAGOLA, EGRA, EAST MEDINIPUR - 721447, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK ALAUDDIN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/12/2024.THAT SHEIK ARAUDDIN AND SK ALAUDDIN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন
আমি, Md Nurbaksa Mandal & Mahammad Nurbaksa Mandal (পুরাতন নাম) পিতা Late Maolabaks Mandal, ঠিকানা Baikara, P.O.- Haripukuria, Ranaghat, Pin- 741257, P.S.- Haringhata, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি নোটারি পাবলিক, Dated 09.12.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Nurbaks Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Nurbaks Mandal (নতুন নাম) এবং Md Nurbaksa Mandal & Mahammad Nurbaksa Mandal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Abdul Barik Mondal S/o Jamat Ali Mondal Residing at Vill - Raipur, P.o - Chakla,P.s - Deganga, District - 24 Pgs (N), Pin-743424 West Bengal India shall henceforth be known as Barik Mondal. I declare that Abdul Barik Mondal and Barik Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 09-12-2024.

Name Change
I,AJOY BANDYOPADHYAY AND AJAY BANDHOPADHYAY & AJOY BANDHOPADHYAY, SON OF LATE PROVASH CHANDRA BANDYOPADHYAY, DOB - 24/07/1954,RESIDING AT B - 4 / 238, KALYANI, POST - KALYANI, PS - KALYANI, DIST - NADIA, STATE - WEST BENGAL, PIN - 741 235, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AJAY BANDYOPADHYAY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE ON 09/12/2024. THAT AJOY BANDYOPADHYAY AND AJAY BANDHOPADHYAY & AJOY BANDHOPADHYAY ALSO AJAY BANDYOPADHYAY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন
আমি শ্রীমতী সুনিতা চক্রবর্ত্তী ওরফে সুমিতা চক্রবর্ত্তী, স্বামী - অধুনা মৃত অনন্ত মোহন চক্রবর্ত্তী ঠিকানা - 4/153/2, যতীনদাস নগর, কামারহাটি (m), পোঃ থানা - বেলঘরিয়া, জেলা- উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-700056 ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্ট, দক্ষিণ 24 পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ Affidavit দ্বারা ঝুনু চক্রবর্ত্তী- নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No 420094 Dated 05.12.2024 দ্বারা ঝুনু চক্রবর্ত্তী, সুমিতা চক্রবর্ত্তী ওসুনিতা চক্রবর্ত্তী একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Shirin Mirza alias Shiri Mirza (Old Name) D/o Mirza Haider Ali Residing at 2055, Kucha Chelan, Darya Ganj, Central Delhi, Delhi - 110002 Delhi India shall henceforth be known as Shirin (New Name).I declare that Shirin Mirza,Shiri Mirza (Old Name)and Shirin (New Name) is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 09-12-2024.

Name Change
I, Jayita Ghosh (old name) wife of Sambit Dasgupta, residing at P-255, C.I.T Road, P.O.- Beleghata, P.S.- Phoolbagan, Kolkata- 700010, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Jayita Dasgupta (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 09/12/2024. Jayita Dasgupta (new name) and Jayita Ghosh (old name) both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Keya Biswas (পুরাতন নাম) স্বামী Ujjal Sarkar পিতা Ratan Biswas ঠিকানা Vill - Panpara,P.o - Akaipur, P.s - Gopalnagar, District- 24 Pgs (N), Pin- 743701, West Bengal India Additional Chief Magistrate (First Class) at Bongaon Dated 02-12-2024 এর Affidavit no 9160 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Keya Sarkar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Keya Sarkar (নতুন নাম) ও Keya Biswas (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I Deboshree G Majumdar w/o Gopal Majumdar. R/O 19 no Jagat Banerjee Ghat Road. Shivpur Howrah 711102.W.B. do hereby declare that my actual name has been recorded as Deboshree G Majumdar (Aadhar -447161120675) and (pan –BEWPM6902A) my name has been recorded as Devoshree Gopal Majumdar (PNB Bank A/C no 05892001000000926) that Deboshree G Majumdar and Devoshree Gopal Majumdar both are same and one identical person i.e myself vide affidavit date..19.10.2024.before the court of Ld.Judicial Magistrate (1st class) at kolkata

Name Change
I AMOL BANERJEE, S/O RABINDRANATH MAITI, R/O CHATRA, PO-RAMTARAKHAT, PS-TAMLUK, PURBA MEDINIPUR, 721151, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBASISH MAITI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/12/2024,THAT AMOL BANERJEE AND DEBASISH MAITI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Probir Karmokar (old name) son of Arun Karmakar, residing at Nalabara, P.O.- Sarapul, P.S.- Swarupnagar, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743286, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Probir Karmakar (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 09/12/2024. Probir Karmakar (new name) and Probir Karmokar (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, BABLU CHAKRABORTY S/o. GOPIKA RANJAN CHAKRABORTY RESIDING AT VILL PARUL DANGA PO- NASARATPUR, PS-NADANGHAT DIST-PURBA BARDHAMAN PIN. 713519 HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BABUL CHAKRABORTY AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT NABADWIP COURT DIST-NADIA VIDE AFFIDAVIT NO 174 DATED 22-11-24. BABLU CAAKRABORTY AND BABULCHAKRABORTY BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change
I AKASH AMOL BANERJEE, S/O DEBASISH MAITI, R/O CHATRA, PO-RAMTARAKHAT, PS-TAMLUK, PURBA MEDINIPUR, 721151, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AKASH MAITI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/12/2024,THAT AKASH AMOL BANERJEE AND AKASH MAITI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Arun Karmokar (old name) son of Anil Karmakar, residing at Nalabara, P.O.- Sarapul, P.S.- Swarupnagar, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743286, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Arun Karmakar (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 09/12/2024. Arun Karmakar (new name) and Arun Karmokar (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Mohammad Sabbir Houssain (old name) son of Sk Md Nasim, residing at 12/1H/1, Mayur Bhanj Road, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Sabbir Hossain (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 09/12/2024. Md Sabbir Hossain (new name) and Mohammad Sabbir Houssain (old name) both are same and identical person.

Name Change
I REENA AMOL BANERJEE,W/O DEBASISH MAITI, R/O CHATRA, PO-RAMTARAKHAT, PS-TAMLUK, PURBA MEDINIPUR, 721151, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RINA MAITI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/12/2024,THAT REENA AMOL BANERJEE AND RINA MAITI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

বোমা ফেটে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ভেঙে পড়ল বাড়ি, মৃত ৩

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৯ ডিসেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরপাড়ায় বোমা ফেটে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। যার জেরে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল গোটা বাড়ি। বাড়িতে বোমা বাঁধার সময় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে সাগরপাড়ার খয়েরতলায়। মৃতদের নাম সাকিরুল সরকার, মামন মোল্লা ও মুস্তাকিন সেখ। মৃতদের মধ্যে দু'জনের বাড়ি খয়েরতলা ও বাকি একজনের বাড়ি সাগরপাড়ার মাহাতাব কলোনি এলাকায়। বোমা বিস্ফোরণে উড়ে গেছে বাড়ির ছাদ। খবর পেয়ে অকুস্থলে পৌঁছেছে সাগরপাড়া থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে গতকাল রাতে প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে বিস্ফোরণ হয়। আর সেই বিস্ফোরণেই ঘটনাস্থলে মৃত্যু হন তিনজন। জখমদের মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে একটি তীব্র বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যাতে একটি পাকাবাড়ির ছাদ ভেঙে যায়। স্থানীয়দের দাবি, বিস্ফোরণের শব্দে ভেঙে যায় জানলার কাঁচ। শব্দের আওয়াজ পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান স্থানীয়রা। সেখানে রক্তাক্ত অবস্থায় পরে থাকতে দেখেন ওই তিন ব্যক্তিকে। পরিবারের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় কিছু মানুষের সঙ্গে বচসা চলছিল। আর সেই গণ্ডগোলের কারণেই তাঁদের লক্ষ্য করে বোমা মারা হয়েছে বলে অভিযোগ। যদিও পুলিসের প্রাথমিক অনুমান ওই ঘরেই বাঁধা হচ্ছিল বোমা। সেই বোমা বাঁধার সময় ঘটে বিপত্তি। থমথমে রয়েছে সমস্ত এলাকা। ঘটনার নেপথ্যে কোন কারণ তারই তদন্তে পুলিস। একজনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাকি দু'জনকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর মৃত্যু হয়। প্রাথমিকভাবে অনুমান বোমা বাধার সময় এই বিস্ফোরণ এ জখম হন। যদিও মৃতের পরিবারের বক্তব্য বাইরে থেকে তাদের লক্ষ্য করে বোমা মারা হয়েছে। আর সেই বোমাতেই মৃত্যু হয়েছে ওই তিনজনের। গোটা ঘটনা তদন্ত করে দেখছে সাগরপাড়া থানার পুলিস। এর আগে আগস্ট মাসে মুর্শিদাবাদ জেলার রানিনগরের মালিবাড়ি এলাকায় একইভাবে বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছিল এক জনের। পুলিস জানায়, বোমা বাঁধতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিল ওই ব্যক্তির। বছরের শুরুতে মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদে রাস্তার পাশে পরে থাকা বোমাকে বল ভেবে খেলতে গিয়ে মৃত্যু হয় এক শিশুর। ব্যবধান মাত্র মাস দুয়েকের। মুর্শিদাবাদেরই ফারাক্কায় বোমা বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হয়েছিল ৩ শিশু। কীভাবে? স্থানীয় সূত্রে খবর, ফরাক্কার হাউসনগর এলাকায় একটি আইসিডিএস সেন্টার থেকে খাবার আনতে যাচ্ছিল তারা। রাস্তায় বল ভেবে হাতে তুলে ফেলে বোমা। আর সেই বোমা ছুঁড়তেই ঘটে বিস্ফোরণ। মুর্শিদাবাদে একের পর এক বোমা বিস্ফোরণের মতন ঘটনায় বারবার প্রশ্ন উঠছে পুলিস এবং প্রশাসনের তৎপরতা নিয়ে।

গোরুমারায় পর্যটকদের জন্য এবার নতুন চমক জানালো বনদফতর

দুরন্ত বার্তা, ডুয়ার্স, ৯ ডিসেম্বর ঃ বছরের শেষে ডুয়ার্স-প্রেমীদের জন্য একের পর এক খবর নিয়ে হাজির জলপাইগুড়ি বনদফতর। এখন থেকে ডুয়ার্সের জঙ্গলে গেলেই বন্যপ্রাণ দর্শন হবেই হবে। ট্রিপ হবে রোমাঞ্চে ভরপুর। আর হতাশ হয়ে ফিরতে হবে না পর্যটকদের। খুশির এই খবর জানালেন, জলপাইগুড়ি গোরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের এডিএফও রাজীব দে। জলপাইগুড়ি গোরুমারা অভয়ারণ্যে পর্যটকদের জন্য থাকছে এক নতুন চমক। এখনব থেকে এখানে পর্যটকরা দেখতে পাবেন কীভাবে মাহুতরা হাতিদের স্নান করায়। এই দৃশ্য এক্কেবারে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাবে পর্যটকরা। হাতি সাফারি থেকে শুরু করে জঙ্গলের ভেতর কম খরচে সরকারি বন বাংলোয় থাকার সুযোগ, সোলার হ্যারিকেনের আলোয় রাতযাপনের সুযোগের পর এবার বন্যপ্রাণকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ করে দিল বনদফতর। নতুন এই পরিষেবাটির মাধ্যমে পর্যটকদের মধ্যে যে শুধুই নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হবে তা কিন্তু না। মানুষ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণেরও গুরুত্ব উপলব্ধি করবে। এছাড়াও এই নতুন পরিষেবাটির মধ্যে দিয়ে পর্যটকদের ভীড় বাড়ার পাশাপাশি এলাকার অর্থনৈতিক দিকেরও বদল হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। গোরুমারার ধূপঝোড়াতেও পর্যটকদের জন্য থাকছে নতুন রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা যা আর কিছুদিনের মধ্যেই আসতে চলেছে। বহুদিন বন্ধ থাকার পর খুব শীঘ্রই এই অঞ্চলে বনদফতর একটি বিশেষ পর্যটন পরিষেবা চালু করতে চলেছেন। তাই বলাই যায়, বর্ষশেষে ডুয়ার্স প্রেমীদের কাছে নতুন ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা নিয়ে অপেক্ষা করছে জলপাইগুড়ি বনদপ্তর বিভাগ।

বাংলাদেশের নাগরিকদের বয়কটের সিদ্ধান্ত নিলেন শিলিগুড়ির হোটেল ব্যবসায়ীরাও

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ ডিসেম্বর ঃ জল্পনা চলছিলই। জাতীয় পতাকার আবমাননা ও ভারতের প্রতি কটুক্তির প্রতিবাদে এবার বাংলাদেশের নাগরিকদের বয়কটের সিদ্ধান্ত নিলেন শিলিগুড়ির হোটেল ব্যবসায়ীরাও। সাংবাদিক বৈঠকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হল, বাংলাদেশের কোনও পর্যটককে হোটেল ভাড়া দেওয়া হবে না। পদ্মপাড়ে অশান্তি। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ভারত-বিদ্বেষও! বিদ্বেষ এতটাই যে, বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গেটের ফেলে রাখা হয়েছে ভারতের জাতীয় পতাকা। আর সেই পতাকা মাড়িয়ে চলে যাচ্ছেন লোকজন। বেশ কিছু ছবি এখন রীতিমতো ভাইরাল হয়ে গেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। বস্তুত, ভারত বিরোধী এক মিছিল থেকে চার ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা দখলের হুমকিও দিয়েছেন বাংলাদেশের এক অবসরপ্রাপ্ত সেনা আধিকারিকরা। এদিকে প্রতি বছরই শীতের মরসুমে সীমান্ত পেরিয়ে শিলিগুড়ি দিয়ে ভারতে আসেন ২৫ থেকে ৩০ হাজার বাংলাদেশে নাগরিক। শহর ও শহর লাগোয়া এলাকায় হোটেল ভাড়া দিয়ে থাকেন তাঁরা। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের নাগরিকদের আর ঘর ভাড়া দিতে রাজি নন হোটেল মালিকরা। বাংলাদেশীদের বয়কটের দাবিতে স্মারকলিপিও জমা দিয়েছিলেন তিনি। এরপর থেকে শুরু হয় জল্পনা। গ্রেটার শিলিগুড়ি হোটেলিয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক উজ্জ্বল ঘোষ বলেন, 'বিভিন্ন সংগঠন স্মারকলিপি জমা দিয়েছে। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। যে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে গেলেই তার নিয়ম রয়েছে। সেই নিয়মেই ভোটাভুটি হয় এবং প্রায় ৯৭ শতাংশ ভোট বাংলাদেশীদের বিপক্ষে পড়ে। সেই কারণেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি বাংলাদেশের কোনও পর্যটককে হোটেল দেব না এবং এটা যেন সবাই মেনে চলে। স্টুডেন্ট ভিসা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত ভিসাতেও হোটেল মিলবে না'। হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জানান, 'ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননা এবং ভারতের প্রতি কটুক্তির বিরোধিতা করেই এই সিদ্ধান্ত। তাঁদের লিখিত আকারে ক্ষমা চাইতে হবে। তারপরই আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত বদল করব'। ব্যবসায় ক্ষতি আশঙ্কা থাকলেও, হোটেল মালিকদের সিদ্ধান্তে একমত পর্যটন সংস্থাগুলি। ইস্টার্ন হিমালয়াম ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটরের সদস্য দেবাশীষ মৈত্র বলেন, 'আমাদের কাছে দেশ আগে। তাতে ব্যাবসার ক্ষতি হবে হোক। তারা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা সঠিক। ব্যাবসা আগামীতে হবে, আগে আমার দেশ'। এদিকে বাংলাদেশে অশান্তিতে রীতিমতো আতঙ্কিত মালদার হোটেল মালিকরা। এতটাই আতঙ্ক যে, বাংলাদেশের নাগরিকদের ঘর ভাড়া না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। হোটেল মালিকদের বক্তব্য, 'বাংলাদেশে নাগরিকরা যে বৈধ কাগজপত্র নিয়ে এদেশে আসছেন, তা বুঝব কী করে'!

খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৯ ডিসেম্বর ঃ আলিপুরদুয়ারের মথুরা চা বাগান এলাকায় ফের খাঁচাবন্দি হল চিতাবাঘ। সোমবার সকালে একটি চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হল। প্রায় দু'সপ্তাহ আগে ওই এলাকায় একটি চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হয়েছিল। ওই চা বাগানে চিতাবাঘ ছিল বলে দাবি করেছিলেন স্থানীয়রা। একটি চিতাবাঘ ধরা পড়ার পরও কয়েকদিন আগেই ফের সেখানে আবার খাঁচা পেতেছিল বন দফতর। এদিন চিতাবাঘ ধরা পড়ার খবর পেয়ে চিলাপাতা রেঞ্জের কর্মীরা এলাকায় যান। তাঁরা চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করেন। চিতাবাঘটিকে চিলাপাতার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে বন দফতরের তরফে। এদিন চিতাবাঘ দেখতে বহু মানুষের ভিড় হয়।

তৃণমূল কর্মী খুন, নন্দীগ্রামে উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৯ ডিসেম্বর ঃ সমবায় ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত নন্দীগ্রাম। এক তৃণমূল কর্মীকে খুন করার অভিযোগে কাঠগড়ায় বিজেপি। এই খুনের ঘটনার প্রতিবাদে দফায় দফায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান শাসকদলের কর্মী-সমর্থকরা। রবিবার রাতে নন্দীগ্রাম এক নম্বর ব্লকের ৭ নম্বর জলপাই গ্রামে বিজেপি কর্মীদের সশস্ত্র বাহিনী চড়াও হয় বিষ্ণুপদ মণ্ডল নামে ওই তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে। ভোজালি দিয়ে তাঁকে কোপানো হয় বলেই অভিযোগ। বেধড়ক মারধর করা হয় তৃণমূল কর্মীর দাদা গুরুপদ মণ্ডলকেও। নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি তিনি। সোমবার সকালে দফায় দফায় প্রতিবাদ মিছিল করে তৃণমূল। নন্দীগ্রামের গড়চক্রবেড়িয়া, সোনাচূড়া, হাজরাকাটা-সহ বিভিন্ন জায়গায় পথ অবরোধ করে তৃণমূল। এবিষয়ে নন্দীগ্রাম এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি সেক আল রাজি জানিয়েছেন, সামান্য সমবায় ব্যাংকে শাখায় জয়ী হয়ে বিজেপির কর্মীরা ক্ষমতা জাহির করতে নন্দীগ্রামে বিভিন্ন জায়গায় তাণ্ডব শুরু করেছে। আমাদের সক্রিয় কর্মী বিষ্ণুপদ মণ্ডলকে প্রশান্ত মণ্ডল, মানস সেন, দিব্যেন্দু দাস, রাজকুমার মণ্ডল-সহ বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী খুন করেছে। এই খুনিদের গ্রেফতার করে কঠিন শাস্তির দাবি করেছি। নন্দীগ্রাম থানার আইসি জানান, পরিস্থিতি মোকাবিলায় নন্দীগ্রামে সর্বত্র পুলিশি টহলদারি চলছে। আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

রাস্তার দাবি পূরণে খুশির হাওয়া নলহাটিতে, কৃতজ্ঞতা শতাব্দীকে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৯ ডিসেম্বর ঃ রাস্তার দাবি পূরণ হওয়ার লক্ষ্যে খুশির হাওয়া নলহাটিতে। দীর্ঘদিন ধরে নলহাটি দুই ব্লকের সাধারণ মানুষের দাবী ছিল পাকা রাস্তার। কিন্তু রাস্তাটি রেলওয়ে এক্তিয়ারভূক্ত হওয়াই সেই দাবি পূরণ হয় নি এতদিন। লোকসভা নির্বাচনের আগে বীরভূম সাংসদ শতাব্দী রায় কথা দিয়েছিলেন, রাস্তা তিনি করে ছা।বেন। তাঁর তদারকির ফলে রেলওয়ে দফতরের ছাড়পত্র পাওয়ার পথ, এলাকায় কার্যত খুশির হাওয়া। সকলেই কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সাংসদ শতাব্দী রায়কে। সাংসদ বলেন, মানুষ আমাকে নির্বাচিত করেছেন তাদের কাজ করার জন্য। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সব সময় মানুষের পাশে থাকতে বলেন। আমরা সেটাই পালন করে থাকি। আর সেটা করতে পেরে আমারও একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে খুব ভালো লাগছে। জানা গেছে, লোহাপুর থেকে রেল লাইনের ধার বরাবর মোড়গ্রাম পর্যন্ত প্রায় ছয় কিমি এই রাস্তার অবস্থা বেহাল ছিল। রাত বিরেতে প্রসূতি নিয়ে কোন গাড়িই এই রাস্তায় চলাচল করতে চাইতো না। তাছাড়াও বহুবার বাচ্চা সমেত গাড়ি রাস্তায় উল্টে গেছিল। কিন্তু এই অনাথ রাস্তা রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের রেল দফতরের টানাপোড়েনে বর্ষায় খানা খন্দরে ভরে যেত, বলে জানান এলাকার বাসিন্দা রোশনেহারা বিবি, সবুজ সেখ ও মুর্শেদ আলমরা। একসময় রাস্তার দাবীতে পালস পোলিও বয়কটের ডাক দিয়ে বিক্ষোভে সামিলও হন বীরভূমের নলহাটি দুই ব্লকের নোয়াপাড়া পঞ্চায়েতের কুমারষাণ্ডা ও সালিসাণ্ডা গ্রামের মানুষেরা।

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-15/2024-25** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 01(One) nos. works/Schemes under 5 th SFC Fund in the portal: www.wbtenders.gov.in. Document download/sell starting from **09.12.2024 up to 16.12.2024 16.00 PM.** Bid submission starting from **09.12.2024 up to 16.12.2024 at 16:00 PM**. And Opening on **18.12.2024 at 16:05 A.M.** For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that Share Certificate No(s) 408202 and 411776 for 9600 and 3840 share(s) bearing distinctive nos. 410934441 to 410944040 and 1096851158 to 1096854997 (both inclusive) of **BERGER PAINTS INDIA LTD.**, having its Registered Office at Berger House, 129, Park Street, Kolkata, West Bengal – 700017, registered in the name(s) of H S NAGI has/have been lost. We, have now applied to the Company for issue of duplicate Share certificate(s) in lieu of the above. Any person having any objection to the issue of duplicate Share certificate(s) I in lieu of said original share certificate(s), is r equested to lodge his/her objection thereto with the Company at the above address or with their Registrars, C B MANAGEMENT SERVICES (P) LTD., P-22, Bondel Road, Kolkata-700 019, in writing, within 15 days from the date of publication of this Notice.

Name & Address of the Legal Heir(s)
Mr. Prince Pal Singh
Nagi Row House No. 75, Hills Gardens,
Opp. Tikujini Wadi,
Manpada, Thane – 400 610

Place : Mumbai
Date : 10/12/2024

সর্বশিক্ষা মিশন

Notice Inviting E-Tender under SSM, Jalpaiguri
for details please visit : wbtenders.gov.in
E-tender has been floated by the undersigned for the following work
SSM-JAL/T-01 (RIDF-XXX)/24-25 Date - 06/12/2024 to
SSM-JAL/T-18 (RIDF-XXX)/24-25 Date- 06/12/2024
For details please visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
District Education Officer
SSA, Jalpaiguri

PUBLIC NOTICE

I, Pushpa Javery, W/o Late Salil Kumar Javery residing at 1A, Vidya Sagar Street, Kolkata - 700009, hereby declare that I am and may be known by any of the following names: "Pushpa Javeri (Kuthari)", "Pushpa Javery (Kuthari)", "Pushpa Devi Javery (Kuthari)", "Pushpa Devi Javeri (Kuthari)", "Pushpa Javery", "Pushpa Devi Javeri", "Pushpa Kuthari" and "Pushpa S. Javery"

HALLYAN GRAM PANCHAYAT
BAGNAN BLOCK-II, BASUDEBPUR, BAGNAN, HOWRAH (W.B), PIN-711312
e-Tender No.:- WB/HOW/BAG2/HGP/NIET-8/24-25, Dated:-09/12/2024

For and on behalf of Hallyan Gram Panchayat, The Pradhan, Hallyan Gram Panchayat invites percentage rate tender for 5(Five)Nos. different works. Bid Submission closing date (online): **16/12/2024 at 17.00 Hrs**. Bid opening date: **19/12/2024 at 11.00 Hrs**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**.

Sd/-PRADHAN
HALLYAN GRAM PANCHAYAT

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA :: PURULIA
TENDER NOTICE

Executive Officer, Para Panchayat Samity, District- Purulia invites Tender for the following items on:-

- NIT No.:- 12/EO/PPS of 2024-25 (Sl. No.-01 to 12)
- No. of Work:- 12 (Twelve) nos.
- NIT No.:- 13/EO/PPS of 2024-25 (Sl. No.-01 to 20)
- No. of Work:- 20 (Twenty) nos.
- Last Date of Application:- 16.12.2024 up to 16.00 hours.
- Date of issue of Tender paper:- 18.12.2024 at 11.00 hours. To 16.00 hours.
- Last date of dropping of Tender papers 20.12.2024 up to 14:00 hours in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
- Date of Opening of Tender 20.12.2024 after 14:00 hours.

For more details go to website: www.parablock.org and www.puruliazp.nic.in and also may contact to Para Panchayat Samity office on working day's at office hours.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayet Samity

DEHIBATPUR GRAM PANCHAYET
VILL –DEHIBATPUR,P.O.-ALATI
P.S.-PURSURAH,HOOGHLY.
Notice Inviting e-Tender

e-NIT vide NIT No: **8/DGP/24-25, Fund : SFC, Dated 09/12/2024** are invited by the Prodhan Dehibatpur Gram Panchayat, from reliable and bonafied Tenderer for work. Tender fees & EMD by bank ICICI **NEFT/RTGS from any working day on and from 10/12/2024 to 18/12/2024 (10:30 Hrs to 17:30 Hrs)**, Bid submission closing online on **18/12/2024 at 17:30 Hrs.** Date of Opening **23.12.2024 (11:30 O'Clock).** For details contact the above office or visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan, Dehibatpur Gram Panchayat

Office of the
MAHESHPUR GRAM PANCHAYAT
Birshibpur, Uluberia, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan on behalf of Maheshpur Gram Panchayat, Uluberia, Howrah from eligible bonafied contractors/agencies/ bidders vide NIT reference/memo no. **194/MGP, Dated: 09.12.2024** at the jurisdiction area of Maheshpur Gram Panchayat within Uluberia-I Block, Howrah, W.B. Online Published Date & Bid Submission Start Date is **10/12/2024 at 10.00** and Last date for the online receipt of Tender is **17/12/2024 at 16:00**. Details will be available at the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-PRODHAN
Maheshpur Gram Panchayat
Uluberia, Howrah.

Falta Gram Panchayat
PO & PS: Falta, Dist:- South 24 Parganas

E-Tender is invited by the Pradhan, Falta Gram Panchayat under 5th SFC 1st & 2nd Installatment 2023-2024 (Un-tied Fund). **NIT No:-25- Liabrary Building–1 no.–Rs. 96396/-**. Tender Notice date: **09-12-2024 at 3.00 PM**, Tender published Date: **10-12-2024 at 3.00 PM**. Document download start date: **10-12-2024 at 3.00 P.M.**, Document download end date: **18-12-2024 at 1.00 PM**. Bid submission Start Date: **10-12-2024 at 3.00 P.M.**, Bid Submission end date: **18-12-2024 at 1.00 P.M**. Technical Bid Opening Date: **20-12-2024 at 2.00 P.M**. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Falta Gram Panchayat

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
44/GPW/WBFDC/2024-25	Supply of different materials for maintenance works at MTPS, DVC Mejia.	10.12.2024	18.12.2024
45/GPW/WBFDC/2024-25			
46/GPW/WBFDC/2024-25			
47/GPW/WBFDC/2024-25			
48/GPW/WBFDC/2024-25			
49/GPW/WBFDC/2024-25			
50/GPW/WBFDC/2024-25			
51/GPW/WBFDC/2024-25			
52/GPW/WBFDC/2024-25			

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

OFFICE OF THE SAHAPUR GRAM PANCHAYAT
P.O:BELKULAI, PS.-PANCHLA, Dist: HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER No-(1) 223/SGP/2024-25, (2) 224/SGP/2024-25, (3) 225/SGP/2024-25

For and on behalf of the Pradhan, Sahapur Gram Panchayat invites sealed tender for 4(Four)Nos. different works. Last date of Submission of Tender **14.12.2024 at 15.30 Hrs.** Time & Date for opening of Technical Bids on **16.12.2024 at 16.00 Hrs.** For details visit GP office of any working days or visit website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sahapur Gram Panchayat

Office of the Prodhan
Madnabati Gram Panchayat
Bamongola Dev. Block, Malda
Vill+P.O.: Nalagola, PS : Bamongola, Dist : Malda
eTender Notice

eTender has been floated for 34(Thirty Four) Nos. & Tender for 43 (Forty Three) of work under Madnabati G.P. of Bamongola P.S, Malda, eTender No.- 04(e)/MGP/24-25 Dated: 6th December, 2024, 05(e)/MGP/24-25 Dated: 6th December, 2024, 06(e)/MGP/24-25 Dated: 6th December, 2024, 07(e)/MGP/24-25 Dated: 6th December , 2024, 08 (e)/MGP/24-25 Dated: 6th December, 2024, 09(e)/MGP/24-25 Dated: 6th December , 2024, & Manual Tender No.- 06/MGP/24-25 Dated: 6th December,2024, 07/MGP/24-25 Dated: 6th December 2024 Bonafied contructors are requested to visit-www.wbtenders.gov.in or http://etender.wbprd.nic.in or Contact Office Notice Board.

Sd/- Pradhan
Madnabati Gram Panchayat

Office of the Chharra-Dumdumi Gram Panchayet
Under Purulia-II Development Block
PO: Chharra PS: Purulia (M)
Dist: Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER
No. 9/2024-25/CDGP dated-09/12/2024

e-Tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund. i) Date of Sale of tender document: **09/12/2024 to 16/12/2024** ii) Last date of submission of tender documents: on or before **16/12/2024 upto 2.30 PM.** iii) Date of opening of technical bid: on **18/12/2024 (at 2.30 PM onwards).** iv) Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in** For further details please contact with the Office of the Chharra-Dumdumi Gram Panchayet.

Sd/-
Pradhan
Chharra-DumdumiGram Panchayet

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল রিঙ্কু আশ ০৫০৪০১৬১৮ / ২০২৩, ০৫০৪০৩১৯৫/ ২০২৩ ডোমজুড় রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তার হইতে ২.৪৮ শতক জমি ক্রয় করেন দাতা- সুবীর মুখার্জী, প্রতিমা মুখার্জী, ইন্দ্রানী গাঙ্গুলী, সুনীত কুমার মুখার্জী আমমোক্তার সুরজিত সর্দার, অলোক হাজরা, সুনিল চন্দ্র মালী, মৌজা ভান্ডারদহ (৩২) ,১৭৭, ১৬৮৯, ১৪৯৮ হাল খতিয়ানে ৩১৮,৩২৮ হাল দাগে সম্পত্তি খরিদ করিয়া উক্ত জমির মিউটেশনের করানোর জন্য Domjur BL & LRO অফিসে আবেদন করিয়াছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কারোর ক্ষোনো আপত্তি থাকিলে ১ মাসের মধ্যে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

jaidip cheterjee
ADVOCATE HOWRAH JUDGES COURT

OFFICE OF THE PRADHAN GOLAMARA GRAM PANCHAYAT
Under Purulia-II Panchayat Samity
Vill + PO: Golamara Dist: Purulia
Inviting E-Tender

E-Tender is invited by Pradhan, Golamara Gram Panchayat, Purulia- II Dev. Block. **NIT No. 005/ GGP/2024-25(2 nd Call)**, dated **09/12/2024** . For further details see the E-Tender Portal i.e. **http:// wbtender.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Golamara Gram Panchayat
Purulia-II Panchayat Samity
Vill + PO- Golamara, Dist - Purulia

OFFICE OF THE J.B.PUR PANCHAYET SAMITY
HOWRAH
TENDER NOTICE

TENDERS are invited from the bonafide contractors vide Notice no- : **NIT-587/2024, Dated-04.12.24 67** NOS OF WORKS(SBM)

SD/-
Executive officer
JB PUR Panchayet Samity
Munshirhat, Howrah

ফর্ম জি
আগ্রহ প্রকাশের জন্য আমন্ত্রণ

ইনফ্রাকন প্রাইভেট লিমিটেড
কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-এ পাইকারি ট্রেডিং-এ অপারেটিং

(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়াপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার রেগুলেশন ৩৬এ(১) এর অধীনে (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য দেউলিয়াত্ব সমাধান প্রক্রিয়া) রেগুলেশন, ২০১৬)

ক্রম নং	প্রাসঙ্গিক বিবরণ	
১.	প্যান এবং CIN / LLP নম্বর সহ কর্পোরেট দেনাদারের নাম	এএস ইনফ্রাকন প্রাইভেট লিমিটেড প্যানঃ AADCA4683M CIN: U51109WB1998PTC087733
২.	নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা	৭০, নলিনী শেঠ রোড, ৩ য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০০৭
৩.	ওয়েবসাইটের URL	উপলব্ধ নয়
৪.	স্থানের বিশদ বিবরণ যেখানে বেশিরভাগ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	প্লট নং ৩ ও ৪, আর.এস. নং. ২১৪ (২১৫), টি.পি. নং ২, এফ.পি. নং ৯, হরি নগর ২, বিআরটিএস ক্রসরোডের কাছে, কাবরা ট্রান্সপোর্টের পিছনে, স্বামীনারায়ণ মন্দিরের সামনে, উধনা, চোরিয়াসি, সুরাত, গুজরাট।
৫.	প্রধান পণ্য / পরিষেবার ইনস্টল করা ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	গত অর্থ বছরে বিক্রি হওয়া প্রধান পণ্য / সেবাগুলির পরিমাণ এবং মূল্য	NIL
৭.	কর্মচারী/ শ্রমিকের সংখ্যা	NIL*
৮.	দুই বছরের সর্বশেষ উপলব্ধ আর্থিক বিবৃতি (সূচি সহ) সহ আরও বিশদ বিবরণ, ঋণদাতাদের তালিকা URL এ উপলব্ধ	ইমেইল করে বিস্তারিত জানা যাবে- cirp.asinfracon@gmail.com
৯.	কোডের ধারা ২৫(২)(h) এর অধীনে রেজোলিউশন আবেদনকারীদের জন্য যোগ্যতা URL এ উপলব্ধ	ইমেইল করে বিস্তারিত জানা যাবে- cirp.asinfracon@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশের প্রাপ্তির শেষ তারিখ	০৩ জানুয়ারী ২০২৫
১১.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের অস্থায়ী তালিকা ইস্যু করার তারিখ	১৩ জানুয়ারী ২০২৫
১২.	অস্থায়ী তালিকায় আপত্তি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৮ জানুয়ারী ২০২৫
১৩.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যু করার তারিখ	২৮ জানুয়ারী ২০২৫
১৪.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের কাছে তথ্য স্মারক, মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স এবং রেজোলিউশন প্ল্যানের জন্য অনুরোধ জারি করার তারিখ	০২ ফেব্রুয়ারী ২০২৫
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৩ মার্চ ২০২৫
১৬.	এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট জমা দিতে ইমেল আইডি প্রক্রিয়া করুন	cirp.asinfracon@gmail.com

*সেরা উপলব্ধ তথ্য অনুযায়ী

স্বা /-
অজিত জ্ঞানচাঁদ জৈন
IBBI রেজিস্ট্রেশন নং. IBBI/IPA-001/IP-P00368/2017-18/10625
IBBI নিবন্ধিত ঠিকানা ঃ ২০৪, ওয়াল স্ট্রিট -১,
গুজরাট কলেজের কাছে, এলিস ব্রিজ, আহমেদাবাদ - ৩৮০০০৬
AS Infracon Private Limited
AFA-এর জন্য ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বৈধ

তারিখঃ ১০ ডিসেম্বর ২০২৪
স্থানঃ আমেদাবাদ

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/049/24-25/PARK
Name of work : **Maint. of Gitanjali Kanan Park and Bhabendra Nath Roy Chowdhury Park in Ward No.-126.** Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 2,59,993.82**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **18.12.2024 at 12 noon**. The tender will be opened on: **20.12.2024 at 12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **10.12.2024 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Borough-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/XIV/129/024/24-25/P&S (1st call)
Name of work : **Plantation of trees and ancillary civil works at K.M.C. Park Sabujayan & Park at 4no. Rabindra Nagar in Ward No. 129.** Estimate Cost (Incld. GST & CESS): **Rs. 4,96,819.35**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date of submission of bid: **18.12.2024** up to **11 a.m**. Tender will be opened on: **20.12.2024** at **11 a.m**. The bid forms and other details are available on and from **10.12.2024** at **5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/XIII/122/59/24-25 (1st call)
Name of work : **Development of road with C.C. pavement works at Ustad Amir Khan Bye Lane, Sodepur Abdul Rahman Road near premises no.-108, 664, 79A etc in W/N-122, Br-XIII.** Work Value: **Rs. 1,30,604.45**. Earnest Money: **Rs. 2,700.00**. Period of Completion: **21 Days**.
2. NIT No. : KMC/XIII/122/52/24-25 (1st call)
Name of work : **Maintenance of road with C.C. pavement works at Bye Lane of Raja Ram Mohan Roy Road and M. G. Road near Pr. No.-54/4, 193, 260/1 etc in W/N-122**. Work Value: **Rs. 4,33,516.03**. Earnest Money: **Rs. 8,700.00**. Period of Completion: **25 Days**. Last date of submission of bid: **19.12.2024** up to **11 a.m.** (for sl. no. 1 & 2). Tender will be opened on: **21.12.2024** at **11 a.m.** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **10.12.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 & 2) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/112/043/2024-25/R
Name of work : **Desilting of drainage system at diff. places Viz Bandi Ali Pally, Postal Park, Sardamoni Park, Prantik Park, Shib Mandir Road in Ward No. 112**. Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,49,581.32**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/112/051/2024-25/R
Name of work : **Renovation of Asphaltum Road from P-61/A, P-47 to P-40A Nivedita Park in Ward No. 112**. Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,69,110.26**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **35 Days**. Last date and time of submission of bid: **19.12.2024** at **12 noon** (for sl. no. 1 & 2). The tender will opened on: **21.12.2024** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **10.12.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 & 2) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (C)/Br-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/IX/071/068/2024-2025/R (1st call)
Name of work : **Restoration of road surface and I.P. passages at 17/2, 19 Dhirendra Nath Ghosh Road, 31B, 31/1F Gobinda Bose Lane, 39/1 Suhashini Gangully Sarani etc in Ward No.-071**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,37,226.15**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
2. NIT No. : KMC/IX/071/069/2024-2025/R (1st call)
Name of work : **Relaying paver block at along Harish Mukherjee Road and Ashutosh Mukherjee Road in Ward No.-071**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,92,232.07**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.
3. NIT No. : KMC/DG(C)/IX/071/022/2024-2025/BUSTEE (1st call)
Name of work : **Development of bustee drainage and different works at 85, 78 Kansari Para Road and different bustee in Ward 71**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 1,99,863.19**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **14.12.2024** at **12 noon** (for sl.no. 1 to 3). Tender will be opened on: **16.12.2024** at **12 noon** (for sl.no. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **06.12.2024 at 5 p.m.** (for sl.no. 1 to 3) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl.no 1 to 3).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work:
1. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/088/033/2024-2025/R
Name of work : **Beautification of road side garden and other civil works at Western Side Foot Path of S.P.M. Road (from Rash Behari Xing to 208, S.P.M. Road) in Ward No.-088 under Br-VIII.** Estimated Cost: **Part 'A' Rs. 3,77,196.46 + Part-'B' Quotation invited**. Earnest Money: **Rs. 9,400.00**. Period of Completion: **365 Days**. Last date and time of completion of bid: **20.12.2024** at **12 noon**. Date of opening of tender: **23.12.2024** at **12 noon**.
2. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/068/20/2024-2025/D
Name of work : **Restoration of paver block and IPS on footpath near 8/42/A Fern Rd., Gariahat Rd., Bondel Rd and others different places in Ward No.-68 disturbed by CESC and natural wear and tear**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,87,977.76**. Earnest Money: **Rs. 9,800.00**. Period of Completion: **45 Days**.
3. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/070/22/2024-2025/R
Name of work : **Repairing of paver block and I.P.S footpath at 43 Sarat Bose Rd., 18 Rammohan Dutta Rd and other different locations in Ward No.-70 disturbed by natural wear & tear**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,99,959.34**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **23.12.2024** at **12 noon** (for sl.no. 2 & 3). Date of opening of tender: **26.12.2024** at **12 noon** (for sl.no. 2 & 3). The bid forms and other details are available on and from **11.12.2024** at **5 p.m.** (for sl.no. 1) / **13.12.2024** at **5 p.m.** (for sl.no. 2 & 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl.no 1 to 3).

The **Executive Engineer (C)/Br-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/EEC/I/009/20/2024-2025
Name of work : **Lowering of asphaltum road along Krishna Kundu Street and Kripanath Lane in Ward No.-009, Br-I.** Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 4,99,717.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.
2. NIT No. : KMC/EEC/I/009/25/2024-2025
Name of work : **Repairing of ground floor with ancillary works at Nidhubabu Community Hall in Ward No.-009, under Br-I.** Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 2,99,447.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.
3. NIT No. : KMC/EEC/I/003/54/2024-2025
Name of work : **Repairing of inspection pits, catch pits and their connections at 21/H/55, R. M. Road and other places in Ward No.-003.** Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 1,98,993.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **15 Days.**
4. NIT No. : KMC/EEC/I/003/51/2024-2025
Name of work : **Restoration of IPS passages at 4A, 4B Kundu Lane and other places in Ward No.-003.** Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 2,97,963.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **21 Days.**
5. NIT No. : KMC/EEC/I/009/21/2024-2025
Name of work : **Improvement of sewer line from 8A, K.K. Sur Street to 8, Biswambhar Mullick Lane in Ward No.-009, under Br-I.** Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 4,99,025.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **21 Days.** Last date and time of submission of bid: **19.12.2024** at **1 p.m.** (for sl.no. 1 to 5). Tender will be opened on : **21.12.2024** at **1 p.m.** (for sl.no. 1 to 5). The bid forms and other details are available on and from **10.12.2024** at **6 p.m.** (for sl.no. 1 to 5). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl.no. 1 to 5).

CORRIGENDUM

NIT No. : KMC/EE-III/014/13/24-25 (1st call), published in this Newspaper on **04.12.2024 (Key No. 976/24-25)** of **Engineering (Civil) Br-III Department** (Sl. No. 1) Bid submission closing (online) will be **21.12.2024** at **12 noon** instead of 13.12.2024 at 12 noon and date and time of opening of tender will be **23.12.2024** at **12 noon** instead of 16.12.2024 at 12 noon.

1017/24-25

রোহিতের সঙ্গে ঝামেলার জেরেই কি ভারতীয় দলে কেন প্রত্যাবর্তন হচ্ছে না সামির?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ফিটনেস নিয়েই যত প্রশ্ন? নাকি রোহিত শর্মার সঙ্গে ঝামেলার জেরে ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে না? মহম্মদ সামিকে ঘিরে হঠাৎই চাঞ্চল্যকর খবর। ৩৬০ দিন পর ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন হয়েছে বাংলার পেসারের। ওয়ান ডে বিশ্বকাপের ফাইনালে চোট পেয়েছিলেন। তারপর আর খেলতে দেখা যায়নি ভারতের হয়ে। রঞ্জি, সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে নিয়মিত খেলা সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়া সফরে তাঁকে পাঠানো নিয়ে অদ্ভুত গড়িমসি দেখা যাচ্ছে। বারবার ফিটনেসের প্রসঙ্গ তোলা হচ্ছে। যদি আনফিটই হবেন সামি, তা হলে বাংলার হয়ে একের পর এক ম্যাচ খেলছেন কি করে? তাঁর সঙ্গে নাকি রোহিতের ঝামেলা হয়েছে, তারই জেরে এমনটা হচ্ছে, তেমনই খবর ভাসছে হাওয়ায়। সোমবার প্রকাশ্যে এল নতুন ঘটনা। এক সংবাদপত্রের দাবি, বেঙ্গালুরুতে ভারত বনাম নিউ জিল্যান্ড প্রথম টেস্টের সময় দলের সঙ্গে দেখা করেছিলেন সামি। তখনও বাংলার হয়ে খেলতে

নামেননি। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে (এনসিএ) রিহ্যাব করছিলেন। সেই সময়েই রোহিতের সঙ্গে তাঁর উত্তপ্ত বাদানুবাদ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বেঙ্গালুরুতে প্রথম টেস্টের আগেই নিউ জিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া সিরিজে সামিকে পাওয়া যাবে কি না, সেই প্রশ্নের জবাবে বাংলার পেসারের ফিটনেস নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন রোহিত। প্রথম টেস্টের আগে রোহিতের সঙ্গে দেখা করেছিলেন সামি। তখনই অধিনায়কের সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডা হয় তাঁর। রোহিতের মন্তব্যে সামি খুশি হতে পারেননি বলে দাবি করা হয়েছে। সামি সেই সময় দাবি করেছিলেন, তিনি সম্পূর্ণ ফিট। তবে রোহিত সংশয় প্রকাশ করে জানিয়েছিলেন, ,মি হয়তো ১০০ শতাংশ ফিট নন। এই মন্তব্য সামির কানে যেতে তিনি অসন্তুষ্ট হন। অ্যাডিলেডে সামিকে নিয়ে রোহিতের মন্তব্যেও ফিটনেস প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। রোহিত বলেছিলেন, ''সামি আমাদের দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। ওর জন্য দরজা খোলা রয়েছে।'' তার পরেই আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিলেন, ''বিষয়টা আমাদের হাতে নেই। আমাদের নজর রয়েছে সামির দিকে। মুস্তাক আলি ট্রফিতে খেলার সময় ওর হাঁটুতে ছোট একটা সমস্যা হয়েছে। তাতে টেস্টের প্রস্তুতি কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে এখানে নিয়ে এসে খেলিয়ে ঝুঁকি নিতে চাই না আমরা। তাতে নতুন সমস্যা তৈরি হতে পারে। ১০০ শতাংশ ফিট হয়েই ফেরা উচিত। তা ছাড়া, ও দীর্ঘ দিন খেলার মধ্যে নেই। দ্রুত দলে ফেরার জন্য আমরা ওকে চাপে ফেলতে চাই না।'' যদিও সোমবার বাংলার ম্যাচে সামি যে ভাবে বল করেছেন তাতে মনে হয়নি তাঁর চোট রয়েছে। সেই ঝামেলার জেরেই কি অস্ট্রেলিয়া সফরে ডাক পাচ্ছেন না। বাংলার হয়ে প্রতি ম্যাচেই পারফর্ম করছেন। তা সত্ত্বেও কেন তাঁকে অস্ট্রেলিয়া পাঠানো হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন অনেকেই। সবচেয়ে বড় কথা হল, এই মুহূর্তে ভারতীয় টিমের হাল বেশ খারাপ। পারথ টেস্টে জেতার পর অ্যাডিলেডে ভারতের লজ্জাজনক হার হয়েছে। ব্যাটার রোহিত শর্মাকে নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। বিরাট পারথে সেঞ্চুরি করলেও অ্যাডিলেডে চরম ব্যর্থ। বোলিংও তথৈবচ। বুমরা চমৎকার পারফর্ম করছেন। কিন্তু অন্যরা পারফর্ম না করায় পুরো দায়ভার নিতে হচ্ছে বুমরাকেই। এই মুহূর্তে সামিই পারেন বুমরার সঙ্গী হয়ে উঠতে। যা শোনা যাচ্ছে, ব্রিসবেন টেস্টেও সামিকে খেলানোর ভাবনা নেই। কারণ এনসিএ থেকে এখনও সবুজ সঙ্কেত মেলেনি। সামি যদি অস্ট্রেলিয়া যান, ভারতীয় দলের হয়ে শেষ দুটো টেস্ট খেলতে পারেন। ততদিনে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলার আশা জিইয়ে থাকবে ভারতের? শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকা জেতায় ভারত ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। সামির প্রত্যাবর্তন হয়তো ভারতকেও ফেরার স্বপ্ন দেখাতে পারে।

জয় শাহ আইসিসি-তে, নতুন সচিবের নাম ঘোষণা করল ভারতীয় বোর্ড

মুম্বই, ৯ ডিসেম্বরঃ আইসিসি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়েছেন জয় শাহ। এত দিন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব ছিলেন তিনি। জয় শাহ আইসিসি-তে যাওয়ায় বোর্ড সচিবের পদ খালি ছিল। কাকে এই পদে বসানো হবে তা নিয়ে জোর জল্পনাও ছিল। ভেসে আসছিল বেশ কিছু নাম। আপাতত অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য সচিবের নাম ঘোষণা করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি তথা ৮৩'র বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য রজার বিনি বোর্ড সচিব হিসেবে ঘোষণা করেছেন দেবজিৎ সইকিয়ার নাম। অসম ক্রিকেট সংস্থার দেবজিৎ সইকিয়া ভারতীয় বোর্ডের যুগ্মসচিবের দায়িত্ব পালন করছেন। রজার বিনি বোর্ডের সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে দেবজি সইকিয়াকে সচিব হিসেবে ঘোষণা করেন। যতক্ষণ না স্থায়ী ভাবে কাউকে বোর্ড সচিবের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, অন্তর্বর্তী সময়ে কাউকে দায়িত্ব দেওয়া যেতেই পারে। বোর্ডের সংবিধানে মেনেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রজার বিনির সেই চিঠিতে বোর্ডের সংবিধানের ৭(১) (ডি) অনুচ্ছেদের কথা বলা রয়েছে। দেবজিৎ সইকিয়াকে দেওয়া চিঠিতে বোর্ড সভাপতি রজার বিনি একটা জায়গায় লিখেছেন, 'বোর্ডের সংবিধান মেনেই এই দায়িত্ব দেওয়া হল। যতদিন না নতুন স্থায়ী সচিব ঠিক হচ্ছে, ততদিন আপনিই দায়িত্বে থাকবেন।' এখনও অবধি যা খবর, আগামী বছর সেপ্টেম্বর বোর্ড সচিবের অন্তবর্তী দায়িত্বে থাকবেন দেবজিৎ সইকিয়াই। এরপর স্থায়ী সচিব ঠিক হতে পারে।

আজই শুরু প্র্যাক্টিস, ফের জায়গা বদল হতে পারে রোহিতের!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে শুরুটা দুর্দান্ত হয়েছিল ভারতের। কিন্তু অ্যাডিলেডে সেই পারফরম্যান্স ধরে রাখা যায়নি। একটা তথ্যও চাপে ফেলছে ভারতকে। গত দুই সফরের মধ্যে একটা মিল রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় গত সফরে প্রথম টেস্ট হেরেছিল ভারত। এরপর তিন টেস্টে অনবদ্য প্রত্যাবর্তন এবং সিরিজ জয়। তেমনই এ বার পারথে জয় দিয়ে শুরু। অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে গত চার টেস্টে তিনটি জয় এবং ১টি ড্রয়ে ভূমিকা রেখেছিলেন ভারপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন। হিসেবটা আরও একটু পরিষ্কার করে দেওয়া যাক। গত সফরে অ্যাডিলেড টেস্ট খেলে পিতৃত্বকালীন ছুটিতে দেশে ফিরেছিলেন নিয়মিত ক্যাপ্টেন বিরাট কোহলি। সিরিজের বাকি তিন ম্যাচে নেতৃত্ব দেন সহকারী অজিঙ্ক রাহানে। তাঁর নেতৃত্বে সিরিজও জেতে ভারত। এ বার পারথ টেস্টে পিতৃত্বকালীন

ছুটিতে ছিলেন নিয়মিত ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা। তাঁর অনুপস্থিতিতে জসপ্রীত বুমরা নেতৃত্ব দেন। পারথে ২৯৫ রানের বিশাল ব্যবধানে জিতেছিল ভারত। অ্যাডিলেডে গোলাপি টেস্টে লজ্জা অবশ্য কাটেনি। সব দিক থেকেই ব্যর্থ ভারত। ব্যাটিং ফ্লপ করেছে। বোলিংয়ে জসপ্রীত বুমরা ছাড়া কেউই সেই অর্থে প্রভাব ফেলতে পারেননি। সামির জন্য অপেক্ষা চলছে। তেমনই একাধিক ক্যাচ মিসও অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পারথে ওপেনিং জুটি ভালো খেলায় অ্যাডিলেডে তা ভাঙা হয়নি। ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা ওপেনিং স্লট ছেড়ে দিয়ে দীর্ঘ ছয় বছর পর মিডল অর্ডারে ব্যাট করেছিলেন। পছন্দের ওপেনিং থেকে ছ'নম্বর। ব্যর্থ রোহিতও। ব্রিসবেনে সিরিজের তৃতীয় টেস্ট শুরু ১৪ ডিসেম্বর। ভারতীয় দল আপাতত অ্যাডিলেডেই রয়েছে। কাল স্থানীয় সময় সকাল ১০টা নাগাদ প্র্যাক্টিসও শুরু করে দিচ্ছে ভারতীয় দল। এখনও অবধি যা পরিস্থিতি, তৃতীয় টেস্ট থেকেই ওপেনিংয়ে ফিরতে পারেন রোহিত শর্মা। সেক্ষেত্রে ছয়ে পাঠানো হতে পারে লোকেশ রাহুলকে। অ্যাডিলেডে কালকের প্রস্তুতিতেই হয়তো পরিস্থিতি কিছুটা আঁচ করা যাবে।

এএফসি এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারের ড্র হয়ে গেল, সহজ গ্রুপে ভারত

কুয়ালালামপুর, ৯ ডিসেম্বরঃ এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা নির্ণয় পর্বের কোয়ালিফায়ার রাউন্ডের ড্র হয়ে গেল সোমবার। গ্রুপ সি-তে রয়েছে ভারত। তাদের সঙ্গে এই গ্রুপে রয়েছে আরও তিন দল। ২০২৭ সালে সৌদি আরবে হবে এএফসি এশিয়ান কাপ। এই প্রতিযোগিতার মূল পর্বে খেলার অভিজ্ঞতা এর আগে ভারতের রয়েছে। দু-বার মূল পর্বে খেলেছে ভারত। এবারও সেই একই যোগ্যতা অর্জন করতে চায় মানোলো মার্কুয়েজের দল। এবার যে ড্র হয়েছে তাতে ভারতের সঙ্গে একই গ্রুপে রয়েছে হংকং, সিঙ্গাপুর এবং বাংলাদেশ। খুব সহজেই বলা যায় এটি কোনও কঠিন গ্রুপ নয়। এতএব কোনও অঘটন না ঘটলে ভারত যে পরের রাউন্ডে যাওয়ার জন্য মোটামুটি এক ধাপ এগিয়ে থাকবে তা বলাই যায়। ২০২৪ সাল শেষ হতে আর কয়েকদিন। তবে ভারতীয় ফুটবলের জন্য এই বছর শেষ হয়ে গেছে। চলতি বছর খুবই হতাশাজনক পারফর্ম করেছে মার্কুয়েজের ছেলেরা। কারণ একটিও ম্যাচ জেতেনি ভারত। শুধু হার এবং ড্র নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। তাই আগামী দিনে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া মনবীর, জিকশন, আনোয়াররা। ২০২৫ সালে মার্চের মাঝামাঝি সময় থেকেই প্রস্তুতি পর্ব শুরু করতে চান মানোলো। আইএসএল-এর লীগ পর্বের সব ম্যাচ শেষ হলেই জাতীয় শিবির শুরু হতে পারে। যেহেতু এই প্রতিযোগিতার এখনও বেশ খানিকটা সময় বাকি, তাই দলের কোচ আশাবাদী ছেলেরা এএফসিতে ভাল ফল করবে।

পিছিয়ে পড়েও হাবাসের টোটকায় দুরন্ত কামব্যাক ইন্টার কাশীর

জম্মু, ৯ ডিসেম্বরঃ আই-লিগ ২০২৪-২৫-এর চতুর্থ রাউন্ডের একটি উত্তেজনাপূর্ণক ম্যাচে রিয়াল কাশ্মীর এফসির বিরুদ্ধে খেলতে নেমে ১-১ গোলে ড্র করল হাবাসের ইন্টার কাশী। প্রথমার্ধে রিয়াল কাশ্মীর ১-০ গোলে এগিয়ে থাকলেও, দ্বিতীয়ার্ধে ইন্টার কাশী ম্যাচে সমতা ফেরায়। এই ড্রয়ের পর, দুই দলই চার ম্যাচ খেলে আট পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। সেক্ষেত্রে গোল তফাতের নিরিখে এগিয়ে থেকে লিগ শীর্ষে অবস্থান জনি কাউকোদের। ম্যাচের শুরুটা ছিল অত্যন্ত উৎসাহী। রিয়াল কাশ্মীর প্রথম মিনিট থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে শুরু করে। মাত্র ৮ মিনিটেই ১-০ গোল এগিয়ে যায় তারা। অন্যদিকে, ইন্টার কাশী প্রথমার্ধে নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলতে ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়ার্ধে ইন্টার কাশী আরও আক্রমণাত্মক খেলতে শুরু করে। ৬৯ মিনিটে, ইন্টার কাশীর জন্য সুখবর আসে। কাউকো একটি দুর্দান্ত সরাসরি পাস দেন, যার ফলে বেরলাঙ্গা প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারদের পিছনে চলে যান এবং সহজেই তার বাঁ পায়ের শটে গোল করেন। এই গোলের পর ইন্টার কাশী আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে এবং আরও কিছু সুযোগ সৃষ্টি করে। তবে, রিয়াল কাশ্মীরও নীরব থাকে না। ম্যাচের শেষ দিকে, আরবাজ এবং ভট্টাচার্য উভয়ই দারুণ সেভ করেন। অরিন্দম ভট্টাচার্য এবং আরবাজ দুরন্ত সেভ করে দুই দলকে সমতা বজায় রাখতে সহায়তা করেন। এই ড্রয়েও দুটি দলই নিজেদের শক্তি এবং কৌশল দেখিয়ে দিয়েছে, যা আই-লিগের এবারের মরশুমে একটি উত্তেজনাপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি করবে।

হেডের সঙ্গে মাঠেই ঝামেলা, বড় শাস্তি পেলেন ভারতীয় পেসার সিরাজ

দুবাই, ৯ ডিসেম্বরঃ অ্যাডিলেডে ভারত হেরেছে। রোহিত শর্মার টিমের পারফরম্যান্স নিয়ে তুমুল আলোচনা চলছে। রোহিতের পাশাপাশি বিরাট কোহলিকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন ক্রিকেট ভক্তরা। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠতে হলে ভারতকে পরের তিনটে টেস্টে জিততেই হবে। তারই মধ্যে অস্ট্রেলিয়ায় অন্য খবর। ট্রাভিস হেডের সঙ্গে ঝামেলায় সিরাজের বিরুদ্ধে। আইসিসির প্লেয়ার্স কোড অফ কন্ডাক্টের আর্টিকল ২.৫ ধারায় দোষী সাবস্ত হয়েছেন সিরাজ। তাঁর আচরণে একেবারেই খুশি নন ম্যাচ রেফারি। হেড আউট হওয়ার পর আগ্রাসী আচরণ তুলে ধরেছেন সিরাজ, এমনই রিপোর্ট দেওয়া হয়েছিল। তারই জেরে বড় শাস্তি হল সিরাজের। ২০ শতাংশ ম্যাচ ফি কাটা হয়েছে ভারতীয় পেসারের।

জড়িয়েছিলেন ভারতীয় টিমের পেসার মহম্মদ সিরাজ। ওই ঘটনা নিয়ে তীব্র নিন্দাও করেছেন বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ। সুনীল গাভাসকরের মতো প্রাক্তন তো বলেই দিয়েছেন, সিরাজের মাথা গরম করার দরকার ছিল না। টেস্ট মিটতে না মিটতে শাস্তি ঘোষণা করে দিল আইসিসি। তাতে সিরাজ বড় শাস্তি পেয়েছেন। হেডের সঙ্গে ঝামেলার ভিডিয়ো খতিয়ে দেখে ম্যাচ রেফারি রঞ্জন মধুগুলে দোষী সাবস্ত করেছেন সিরাজকে। হেডকে ব্যক্তিগত আক্রমণ, অশালীন শব্দ প্রয়োগ, মাঠে আম্পায়ারের অবজ্ঞা করার মতো অভিযোগ ছিল সঙ্গে ১ ডিমেরিট পয়েন্টও পেয়েছেন। যা আসলে সতর্কীকরণ। অদূর ভবিষ্যতে এমন কিছু ঘটালে একটা ম্যাচ নির্বাসিতও হতে পারেন। হেডও একবারে ছাড় পেয়েছেন, তা বলা যাবে না। জরিমানা তাঁর হয়নি। তবে তিনিও সিরাজের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়েছিলেন। ১৪০ করে আউট হওয়ার সময় পাল্টা উত্তর দিয়েছিলেন সিরাজকে। তাতেই কোড অফ কন্ডাক্টের আর্টিকল ২.১৩ ধারায় দোষী সাবস্ত হয়েছেন। তিনিও যে আপত্তিকর শব্দ ব্যবহার করেছেন, ম্যাচ রেফারির রিপোর্টে তা রয়েছে। হেডকে ১ ডিমেরিট পয়েন্ট দিয়ে সতর্ক করেছে আইসিসি।

চিন্নাস্বামীতে ব্যাটে-বলে কামাল মহম্মদ সামির, কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলা

চেন্নাই, ৯ ডিসেম্বরঃ বাংলার হয়ে শুধু বোলিংয়েই নয়, ব্যাট হাতেও এ বার মেজাজে মহম্মদ সামি। বাংলাকে ব্যাটে-বলে ভরসা দিয়ে তুললেন মুস্তাক আলির কোয়ার্টার ফাইনালে। চলতি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির এ-গ্রুপে ৭ ম্যাচের ৬টিতে জিতে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল বাংলা। এম অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ ৭, অগ্নিভ পান ৬। প্রদীপ্ত প্রামাণিক ৩০ রান করেন। আর মহম্মদ সামি ১৭ বলে ৩২ নট আউট। মেরেছেন ৩টে চার, ২টো ছয়। চণ্ডীগড়ের হয়ে ৪ উইকেট জগজিৎ সিংয়ের। ২টি রাজ বাওয়ার। ১৬০ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে চণ্ডীগড় শুরুতেই ধাক্কা খায়। প্রথম ওভারের তৃতীয় বলেই

চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে সুদীপ কুমার ঘরামির দল নেমেছিল শেষ চারের টিকিটের লড়াইয়ে। সেখানে ৩ রানের রুদ্ধশ্বাস জয় বাংলার। বাংলা-চণ্ডীগড় মুস্তাক আলির প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে টস জেতে চণ্ডীগড়। প্রথমে বাংলা ব্যাটিং করে। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৫৯ রান তোলে বাংলা। ওপেনিংয়ে নেমে অভিষেক পোড়েল করেন ৮ রান। অপর ওপেনার করণ লাল ৩৩ করেন। ক্যাপ্টেন সুদীপ কুমার ঘরামি শূন্যে আউট হন। হাবিব গান্ধীর ঝুলিতে ১০ রান। ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায় ২৮ রান করেন। আরসালান খানের উইকেট তুলে নেন মহম্মদ সামি। এরপর পাওয়ার প্লের আগে দ্বিতীয় উইকেট হারায় চণ্ডীগড়। ক্যাপ্টেন মনন করেন ২৩ রান। শিবম ভান্ত্রী ১৪, অমিত লুবানা ১৪ করেন। রাজ বাওয়া ২০ বলে ৩২ করেন। প্রদীপ যাদব ১৯ বলে ২৭ করেন। নিখিল শর্মার ব্যাটে আসে ১৭ বলে ২২ রান। জগজিৎ সিং বল হাতে ৪ উইকেট নেওয়ার পর ১২ রান করে রান আউট হন। ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৫৬ রান তোলে চণ্ডীগড়। বাংলার হয়ে ৪ উইকেট সায়ন ঘোষের। ২টি কনিষ্ক শেঠ আর ১টি করে সামি ও শাহবাজ আহমেদের।

ফের ব্রীজভূষণ কাণ্ডের ছায়া! এবার ভারোত্তোলনেও যৌন হেনস্থার অভিযোগ

পাটনা, ৯ ডিসেম্বরঃ ফের ব্রীজভূষণ কাণ্ডের ছায়া ভারতীয় ক্রীড়া জগতে। কুস্তির পর ভারোত্তোলনেও এবার উঠে এল যৌন হেনস্থার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। কুস্তির পরে এ বার ভারোত্তোলন খেলায় যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠে এসেছে। বিহার ভারোত্তোলন সংস্থার এক প্রাক্তন কর্তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছেন এক মহিলা

ভারোত্তোলক। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। অভিযোগ অনুযায়ী, গত শনিবার পটনার পাটলিপুত্র স্পোর্টস কমপ্লেক্সে অনুশীলন করছিলেন ওই মহিলা ভারোত্তোলক। বেলা ১টা নাগাদ ওই সংস্থার প্রাক্তন কর্তা সেখানে এসে তাঁকে কাজের অছিলায় একটি ঘরে ডেকে পাঠান। ওই ঘরে ঢোকার পরেই শুরু হয় নিগ্রহ। মহিলা ভারোত্তোলক জানিয়েছেন, কোনওভাবে তিনি নিজেকে সামলে সেখান থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। এরপর তিনি পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পরে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে তদন্ত শুরু করেছে। পাটলিপুত্র থানার এক পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর এবং এর যথাযথ তদন্ত করা হবে। অভিযুক্ত প্রাক্তন কর্তার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই ঘটনা ভারোত্তোলন খেলায় মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। এর আগেও বিভিন্ন খেলায় কোচ ও কর্তা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে। কুস্তি ফেডারেশনের প্রধানের বিরুদ্ধে একাধিক মহিলা কুস্তিগীর অভিযোগ তোলার পর থেকেই ভারতের খেলাধুলার পরিবেশ নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠেছে। এবার ভারোত্তোলনের মতো খেলায় এমন অভিযোগ নতুন করে পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে। ভারোত্তোলন সম্প্রদায়ের অনেকেই এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের দাবি, খেলাধুলার পরিবেশে এমন ঘটনা অত্যন্ত লজ্জাজনক। এক মহিলা খেলোয়াড় বলেছেন, ''আমাদের কঠিন পরিশ্রম করে নিজের জায়গা তৈরি করতে হয়। কিন্তু এই ধরনের ঘটনা আমাদের মনোবল ভেঙে দেয়। এমন পরিস্থিতিতে কীভাবে আমরা নিজেদের উন্নতি করব?'' এই ধরনের অভিযোগ বারবার ওঠার পরেও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। ক্রীড়া সংস্থাগুলিতে স্বচ্ছতা এবং নিরাপত্তার পরিবেশ তৈরি করা নিয়ে সরকারের পদক্ষেপ নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, খেলাধুলায় মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য তাঁদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। এই ঘটনার পর ভারোত্তোলন সংস্থার অন্যান্য খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে ভাবনা শুরু হয়েছে। অভিযুক্ত প্রাক্তন কর্তার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন প্রশাসনিক কর্তারা। একই সঙ্গে খেলোয়াড়দের জন্য একটি সুরক্ষিত এবং স্বচ্ছ পরিবেশ তৈরি করার দাবি উঠছে।

টটেনহ্যামকে হারিয়ে আর্সেনালকে নামিয়ে দুইয়ে উঠে গেল চেলসি

ব্যর্থতায় ভরা মরসুমে ম্যাচের শুরুতেই ছয় মিনিটের ব্যবধানে দুটি গোল করে দারুণ কিছুর আভাস দেয় টটেনহ্যাম হটস্পার। তবে এরপর, দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে অসাধারণ এক জয়ের আনন্দে মাঠ ছাড়ে চেলসি।

লন্ডন, ৯ ডিসেম্বরঃ টটেনহ্যাম হটস্পার স্টেডিয়ামে রবিবার নাটকীয় লড়াইয়ের শেষ দিকে ব্যবধান কমালেও আরেকটি গোলের দেখা আর পায়নি আয়োজকরা। ৪-৩ গোলে জয় তুলে নেয় এন্টসো মারেস্কার দল। আরেকটি দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে জোড়া গোল করেন কোল পালমার। ফুল-ব্যাক মার্ক কুকুরেইয়ার হাস্যকর দুটি ভুলে ম্যাচের প্রথম ১১ মিনিটের মধ্যে ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়ে চেলসি পঞ্চম মিনিটে ডোমিনিক সোলাঙ্কি ও একাদশ মিনিটে দেইয়ান কুলুসেভস্কি জালে বল পাঠান। ১৭তম মিনিটে কুকুরেইয়ার পাস ধরেই বক্সের বাইরে থেকে জোরাল শটে একটি গোল শোধ করেন জেডন স্যানচো। এক গোলে পিছিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় চেলসি। ৫৯তম মিনিটে একুয়েডরের মিডফিল্ডার মোইজে কাইসেদো ডি-বক্সে ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। সফল স্পট কিকে সমতা টানেন পালমার। ৭৩তম মিনিটে চেলসির এগিয়ে

যাওয়া গোলেও জড়িয়ে পালমারের নাম। দারুণ ড্রিবলে দুজনের বাধা এ়িয়ে তার নেওয়া শট রক্ষণে বাধা পায়, প্রতিপক্ষের পায়ে লেগে যাওয়া বল পেয়েই বুলেট গতির ভলিতে দলকে এগিয়ে নেন আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার এনসো ফের্নান্দেজ। ১০ মিনিট পর আরেকটি পেনাল্টি পেয়ে এবার পানেনকা শটে দলকে জয়ের পথে এগিয়ে নেন পালমার। এবার বক্সে তিনিই ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টিটি পায় চেলসি। ২০২৪ সালে এই নিয়ে প্রিমিয়ার লিগে মোট ৩৮টি গোলে সরাসরি অবদান রাখলেন পালমার (২৫ গোল ও ১৩ অ্যাসিস্ট) প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এক বছরের হিসেবে চেলসির কোনো খেলোয়াড়ের যা সর্বোচ্চ। এবারের লিগে এই নিয়ে ১১টি গোল করলেন ২২ বছর বয়সী ইংলিশ মিডফিল্ডার। সাত মিনিট যোগ করা সময়ে আক্রমণের ঝড় তুলে শেষের আগের মিনিটে কেবল ব্যবধান একটু কমাতে পারেন সন হিউং-মিন। লিগে টানা চতুর্থ জয় পেল চেলসি। ১৫ ম্যাচে ৯ জয় ও ৪ ড্রয়ে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে তারা। তাদের চেয়ে ৪ পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে এক ম্যাচ কম খেলা লিভারপুল। চেলসির সমান ১৫ ম্যাচ খেলে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে তিনে নেমে গেছে আর্সেনাল। তাদের সমান ম্যাচ খেলে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে ম্যানচেস্টার সিটি। ষষ্ঠ হারের পর ২০ পয়েন্ট নিয়ে ১১ নম্বরে টটেনহ্যাম।

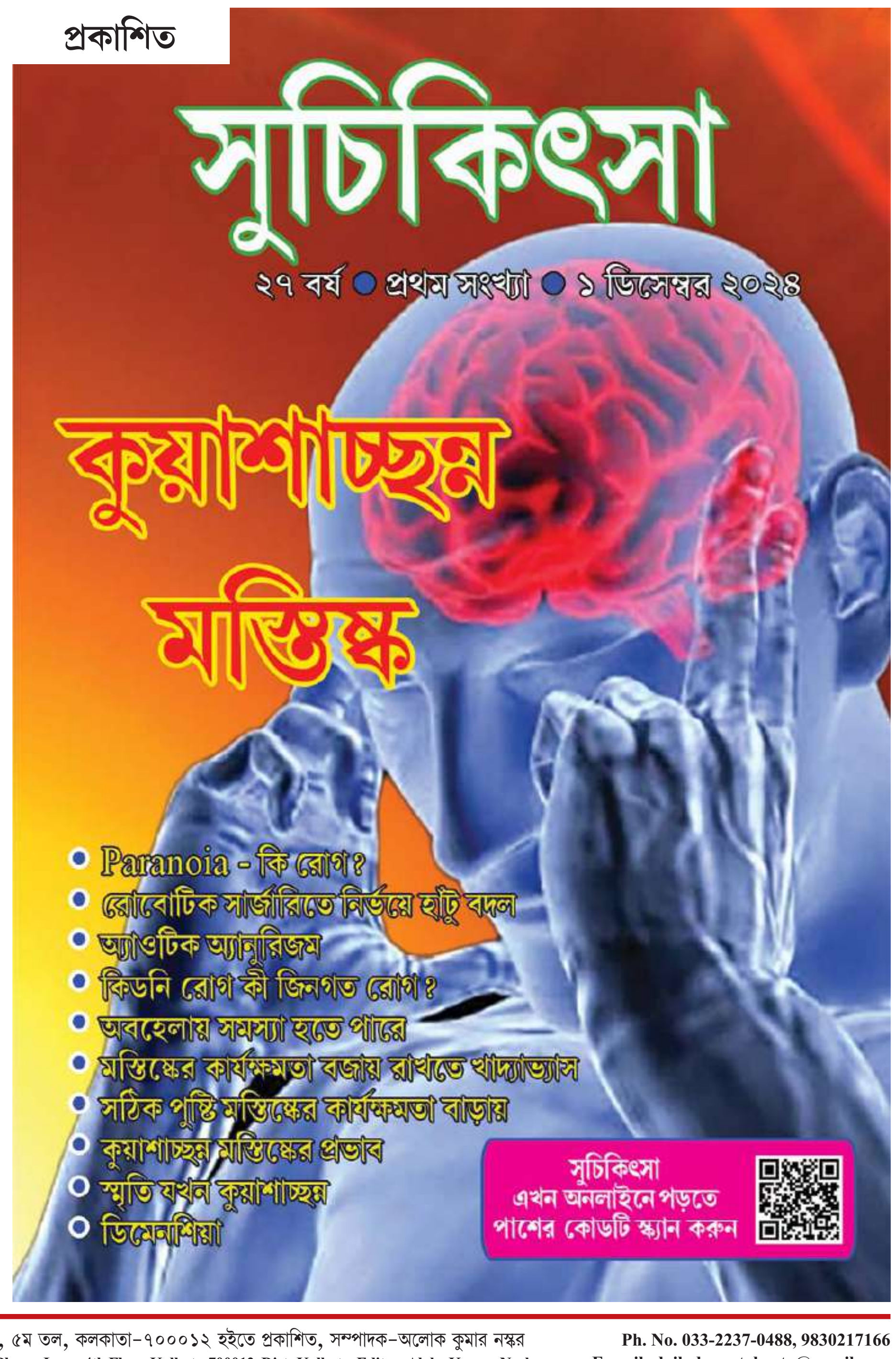

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com